



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রাজাশ্বশি, তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, সাথে- সাথে দৈবীগুণও অবশ্যই ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - উত্তম পুরুষ হওয়ার পুরুষার্থ কি? কোন বিষয়ে অত্যন্ত অ্যাটেনশন চাই ?

*উত্তরঃ - উত্তম পুরুষ হতে হলে তো পড়াশোনার প্রতি কখনো রুপ্ত হওয়া উচিত নয়। পড়াশোনার সঙ্গে লড়াই ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। পড়বে লিখবে হবে নবাব.... সেইজন্য সদা নিজের উন্নতির খেয়াল যেন থাকে। চাল-চলনের উপর অত্যন্ত অ্যাটেনশন চাই। দেবতাদের মতন হতে হলে তো চালচলন অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত। অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে। মুখ থেকে এমন কথা যেন বেরোয় যা সকলের মিষ্টি লাগে। কারোর যেন দুঃখ না হয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝান আর জিজ্ঞাসা করেন যে তোমাদের বুদ্ধির ঠিকানা কোথায়? মানুষের বুদ্ধি তো এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে থাকে, কখনো কোথাও কখনো কোথাও। বাবা বোঝান তোমাদের বুদ্ধির এদিকে-ওদিকে বিচরণ করা বন্ধ। বুদ্ধিকে এক জায়গায় স্থির করো। অসীম জগতের বাবাকেই স্মরণ করো। এ'কথা তো রুহানী বাচ্চারা জানে যে এখন সমগ্র দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান। আত্মারাই সতোপ্রধান ছিল পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বাবা বলেন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। সেইজন্য নিজেদের বুদ্ধিকে বাবার সাথে যুক্ত করো। এখন ফিরে যেতে হবে, আর কারোরই জানা নেই যে আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর কেউই নেই যারা ডাইরেকশন পায় যে বাচ্চারা আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। কত সহজ কথা বুঝিয়ে থাকেন। কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর এরকম কেউই বোঝাতে পারে না। বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তিনিও শোনেন। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার আর সেই অনুযায়ী চলার সবচেয়ে ভালো মং বাবাই দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে এখন পুনরায় হতে হবে। তোমরাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করে কড়িতুল্য হয়ে গেছো। তোমরা হীরেতুল্য ছিলে এখন পুনরায় হতে হবে। বাবা অত্যন্ত সিম্পল কথা শোনান যে নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাদেরকেই ফিরে যেতে হবে, শরীর তো যাবে না। বাবার কাছে আনন্দে যেতে হবে। বাবা যে শ্রীমং দেন, তার মাধ্যমেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। পবিত্র আত্মারা মূললোকে গিয়ে তারপর আসবে তখন নতুন শরীর ধারণ করবে। এই নিশ্চয় তো আছে, তাই না ! তাহলে সেই উদ্যোগ যেন থাকে। দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে তাহলে অনেক লাভবান হবে। স্টুডেন্ট, যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে তারাই উচ্চপদ লাভ করে। এও হলো পড়াশোনা। তোমরা প্রতিকল্পে এভাবেই পড়াশোনা করে থাকো। বাবাও প্রতিকল্পে এইভাবেই পড়ান। যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে সেটাই ড্রামা। ড্রামা অনুসারেই বাবার এবং বাচ্চাদের অ্যাক্ট চলে। বাবা রায় তো ঠিকই দেন, তাই না ! বাচ্চারা বলে -- বাবা আমরা তোমায় প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাই। এ'টাই হলো মায়ার তুফান। মায়ী প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বাবাকে প্রজ্জ্বলিত শিখাও (শাম্মা) বলা হয়ে থাকে, সর্বশক্তিমান অখরিটিও বলা হয়ে থাকে। যেসকল বেদ-শাস্ত্র আছে, সে'সবের সারকথা বলে থাকেন। তিনি হলেন নলেজফুল, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। এই ব্রহ্মাবাবাও বলবেন আমিও বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকি। বাবা বলবেন -- বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝাই। তারমধ্যে এই ব্রহ্মাও চলে আসেন। এতে মুম্বড়ে পড়ার কোন কথা নেই। এ হলো অত্যন্ত সহজ রাজযোগ। তোমরা হলে রাজাশ্বশি। শ্বশি পবিত্র আত্মাকে বলা হয়ে থাকে। তোমাদের মতন শ্বশি কেউই হতে পারে না। আত্মাকেই শ্বশি বলা হয়ে থাকে। শরীরকে বলা হবে না। আত্মা হলো শ্বশি, রাজাশ্বশি। রাজ্য কোথা থেকে নেয়? বাবার থেকে। তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশি থাকা উচিত ! আমরা শিববাবার থেকে রাজ্য ভাগ্য গ্রহণ করতে চলেছি। বাবা স্মরণ করিয়েছেন তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে নিচে নেমে এসেছো। দেবতাদের চিত্রও রয়েছে। মানুষ মনে করে এই জ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন একটিও মনুষ্যজ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয় না। কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তি পেতে পারে না। তাহলে সারাদিন বাচ্চাদের ভিতরে বিচার চলতে থাকা উচিত। যত স্মরণে থাকবে ততই খুশী বিরাজ করবে। দেখো, পড়া পড়াচ্ছেন কে? শ্রীকৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণও বলে। ভগবানকে কখনো লর্ড বলা হবে না। তাঁকে গড ফাদারই বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন হেভেনলি গডফাদার। এখন তোমরা হৃদয় থেকে অনুভব করো যে সেই হেভেনলী গডফাদার হেভেন অর্থাৎ দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন। সত্যযুগে অন্য কোন ধর্ম ছিল না। চিত্রও এই দেবতাদেরই রয়েছে, তাদেরই আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলা

হয়ে থাকে। তারা এই বিশ্বের মালিক ছিলেন। ওনাদের বলবে সত্যযুগীয়, তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়। তোমরা জানো বাবা আমাদের রাইটিয়াস (ধার্মিক) বানিয়ে দেন। তোমরা রাইটিয়াস হতে থাকো। বিকারীকে আনরাইটিয়াস (অধার্মিক) বলা হয়ে থাকে। এই দেবতার হা হলে পবিত্র। লাইটও পবিত্রতারই দেখানো হয়ে থাকে। আনরাইটিয়াস মানে হলো একটিও পদক্ষেপ রাইট নয়। শিবালয় থেকে নেমে বেশ্যালে চলে আসে। এই কথা নতুন কেউ বুঝতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বাবার পরিচয় ভালোভাবে না দেবে যে তিনিই হলেন হেভেনলী গডফাদার। হেভেন আর হেল দুটি শব্দ রয়েছে। সুখ আর দুঃখ, স্বর্গ আর নরক। তোমরা জানো ভারতে সুখ ছিল, এখন হলো দুঃখ, তারপর বাবা এসে সুখ প্রদান করেন। এখন দুঃখের সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বাচ্চাদের জন্য সুখের উপহার নিয়ে আসেন সকলকে সুখ প্রদান করেন। তবেই তো সকলে ওনার বন্দনা করে সন্ন্যাসী, উদাসীরাও তপস্যা করে, তাদেরও কোনো না কোনো আশা অবশ্যই থাকে। সত্যযুগে এরকম কোনো কথা নেই। ওখানে আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা থাকেই না। তোমরা তো এখন পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। তোমরা জানো ওটা হলো সুখধাম, ওটা হলো শান্তিধাম আর এটা হলো দুঃখধাম। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে, উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। পুরুষার্থ অত্যন্ত ভালোভাবে করতে হবে। পড়াশোনার প্রতি কখনো রুপ্ত হবে না। কারোর সাথে মনোমালিন্য হলে তখন পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। পড়ার সঙ্গে লড়াই ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। পড়বে, লিখবে হবে নবাব..... লড়বে, ঝগড়া করবে তাহলে নবাব কিভাবে হবে, পুনরায় চালচলন তমোপ্রধান হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজের উন্নতির দিকে খেয়াল রাখা উচিত। বাবা বলেন -- হে আত্মারা বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর দৈবীগুণগুলি ধারণও হয়ে যাবে। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে হয় তাহলে বাবাই তাদেরকেও এমন বানিয়েছেন। বাবা বলেন -- তোমরাই এই রাজ্য করতে। এখন পুনরায় তোমাদেরকেই হতে হবে। বাবা রাজযোগ সঙ্গমেই শিখিয়ে থাকেন। তোমরা প্রতিকল্পে এইরকম হয়ে যাও। এমন নয় সর্বদা কলিযুগই চলতে থাকবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ..... এই চক্র আবর্তন করে অবশ্যই। সত্যযুগে মানুষ থাকে কম, এখন পুনরায় অবশ্যই কম হওয়া উচিত। এ হলো সহজভাবে বোঝবার মতো কথা। অতীত হয়ে যাওয়া কাহিনী শোনায। কাহিনী হলো ছোট। বাস্তবে হলো বড় কিন্তু বোঝার জন্য ছোট। এ হলো ৮৪ জন্মের রহস্য। তোমাদেরও পূর্বে জানা ছিল না। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা পড়াশোনা করছি। এ হলো সঙ্গম যুগের পড়া। এখন ড্রামার চক্র পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে, পুনরায় সত্যযুগ থেকে শুরু হবে। এই পুরোনো সৃষ্টিকে বদলে যেতে হবে। কলিযুগীয় জঙ্গলের বিনাশ হবে, তারপর সত্যযুগীয় ফুলের বাগান হবে। ফুল দৈবী গুণসম্পন্নদের বলা হয়ে থাকে। কাঁটা আসুরিক গুণসম্পন্নদের বলা হয়ে থাকে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ! এখন আমরা দেবতা হওয়ার মতো উপযুক্ত হতে চলেছি সেইজন্য দৈবীগুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। বাবা টিচার, সদগুরু হয়ে আসেন তাহলে ক্যারেক্টার অবশ্যই সংশোধন করে নিতে হবে। মানুষ বলে সকলের ক্যারেক্টার খারাপ। কিন্তু ভালো ক্যারেক্টার কাকে বলা হয় -- তাও জানে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে এই দেবতাদের ক্যারেক্টার ভালো ছিল, তাই না ! এনারা কখনো কাউকে দুঃখ দিতেন না। কারোর চালচলন ভালো হলে তখন বলে এ তো যেন দেবীর মতন, এনার কথা কত মিষ্টি। বাবা বলেন তোমাদের দেবতায় পরিণত করি তাহলে তোমাদের কত মিষ্টি হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। যে যেমন সে তেমনই তৈরি করবে। তোমাদের সকলকে টিচার হতে হবে। টিচারের সন্তান টিচার। তোমরা হলে পান্ডব সেনা, তাই না ! পান্ডাদের কাজ হলো সকলকে রাস্তা বলে দেওয়া। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। ঘরেও সার্ভিস করতে পারো। যে-ই আসবে শিক্ষা দিতে থাকবে (পড়াতে থাকবে), এমন অনেকেই আছে যারা নিজের কাছে (ঘরে) গীতা পাঠশালা খুলে অনেকের সার্ভিস করতে থাকে। এমন নয় যে এখানে এসে বসতে হবে। কন্যাদের জন্য তো অতি সহজ। দু মাস ধরে চক্র লাগিয়ে (সার্ভিস করে) তারপর চলে যায় ঘরে। ঘরের থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে না। তোমাদের ঘর থেকে ডাক আসে তখন যাও, তোমাদের বারণ নেই। এতে কোনো লোকসানের (কম হয়ে যাওয়ার) কথা নেই, আরোই উৎসাহ আসবে। আমরাও এখন তীক্ষ্ণ হয়ে গেছি। ঘরের মানুষজনকেও নিজের মতন বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাব। এমন অনেকেই আছে যারা ঘরে থেকেও সার্ভিস করে, তখন তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।

বাবা মুখ্য কথা বুঝিয়ে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। নিজের উন্নতি করতে হবে। ঘরে বসবাসকারীর এখানে বসবাসকারীর থেকেও ভালো উন্নতি হতে পারে। তোমাদের কখনো বারণ করা হয় না যে ঘরে যেও না। তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। যাদের কল্যাণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তারা থাকতে পারে না। জ্ঞান আর যোগ সম্পূর্ণ হয়ে থাকলে তখন কেউই বেইজন্ত করতে পারে না। যোগযুক্ত না হলে তখন মায়াও চড় মারে। তাহলে ঘর-গৃহস্থীতে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা তো ফ্রিডম দেন, অবশ্যই ঘরেও থাকো। সকলে এখানে এসে কিভাবে থাকবে। যতজন আসে তাদের জন্য ততগুলি ঘর ইত্যাদি বানাতে হয়। কল্প পূর্বে যা কিছু হয়েছিল, তা রিপিট হতে থাকবে। বাচ্চারাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ড্রামা ব্যতীত কিছুই হবে না। এই যে লড়াই ইত্যাদি লাগে

-- এত মানুষ ইত্যাদি মারা যায়, এ সবই ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। যা পাস্ট হয়ে গেছে তাই পুনরায় রিপিট হবে। যা প্রতিকল্পে বুঝিয়েছি সেটাই এখনও বোঝাবো। মানুষ অবশ্য যা কিছুই বিচার করুক, আমি তো সেই ভূমিকাই পালন করবো, যা আমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ড্রামায় কম-বেশী তো হতে পারে না। যা কল্প পূর্বে পড়েছিল, সেটাই পড়বে। প্রত্যেকের চালচলনের দ্বারা সাক্ষাৎকারও হতে থাকে। এ কেমন পড়াশোনা করে, কোন্ পদ পাবে। ভালো সার্ভিস করে থাকে, মনে করো আচমকা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তখন গিয়ে ভালো কুলে জন্ম নেবে। অনেক সুখে থাকবে। যতখানি সুখ অনেককে দিয়েছে ততখানি সেও পাবে। এই উপার্জন কখনো বিফলে যায় না। সত্য যুগে তো যেখানে জয় সেখানেই জন্ম হবে। অনেককে সুখ প্রদান করেছে তখন গোল্ডেন স্প্রিং ইন দি মাউথ (সোনার চামচ মুখে নিয়ে/ভালো ঘরে জন্ম নেবে) পাবে। তার থেকে কম হলে সিলভার, তার থেকে কম হলে পীতলের পাবে। বুমতে তো পারো, তাই না! আমাদের কতখানি যোগ আছে, রাজা, রানী, প্রজা সবই হবে। ভালভাবে না পড়লে, দৈবীগুণ ধারণ না করলে তখন পদ কম হয়ে যাবে। ভালো বা মন্দ কর্ম অবশ্যই সামনে আসে। আত্মার জানা আছে যে আমরা কতখানি পর্যন্ত সার্ভিস করছি। যদি এখন শরীর ছেড়ে যায় তাহলে কি পদ প্রাপ্ত করবো। এখন তোমরা পড়াশোনা করে সংশোধিত হচ্ছে। কেউ-কেউ তো বিগড়েও যায় তখন বলবে এদের ভাগ্যে নেই। বাবা কত উঁচু বানিয়ে দেন। সাঁই-এর(ঈশ্বরের) ঘর থেকে কেউ যেন খালি না যায়। এখন সাঁই তোমাদের সম্মুখে রয়েছে। কাউকে তোমরা যদি দুই অক্ষরও শোনাও, সেও প্রজায় অবশ্যই আসবে। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা এখনো পর্যন্ত আসতে থাকে। কিন্তু এখন পতিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদেরকে হিন্দু বলে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এমনভাবে রয়েছে যেমনভাবে বাবার কাছে থাকে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি বলে থাকেন -- এই হিস্টি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয়ে থাকে। টিচারও স্টুডেন্টের পড়ার থেকে জেনে যায় যে এ কত মার্কসে পাশ করবে। প্রত্যেকেই স্বয়ং জানে। কেউ দৈবীগুণে কাঁচা, কেউ যোগে কাঁচা, কেউ জ্ঞানে কাঁচা। কাঁচা হলে অনুতীর্ণ হয়ে যাবে। এমনও নয় যে আজ কাঁচা, কাল পাকা হতে পারে না। গ্যালপ (লাফিয়ে যেতে) করতে থাকবে। নিজেও অনুভব করে যে আমরা যেখান-সেখান থেকে ফেল করে আসি। অমুকে আমার থেকে তীক্ষ্ণ। শিখে হুশিয়ারও হতে পারে। যদি দেহ-অভিমান থাকে তাহলে আর কি শিখতে পারবে। আমি হলাম আত্মা, এ তো একদম পাক্ষা করে দাও। বাবা স্মৃতি প্রদান করেছেন। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে, তারপর দৈবীগুণ ধারণ হবে। নিজের নাড়ী দেখতে হবে যে আমি কতখানি উপযুক্ত হয়েছি?

তোমরা এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান গ্রহণ করছো। এই রাজযোগের নলেজ বাবা ব্যতীত কেউই শেখাতে পারে না। বাচ্চারা শিখতে থাকে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে আমাদের কুলের ব্রাহ্মণ কতজন? তা পুরোপুরি জানবে কিভাবে। আসতে-যেতে থাকে। এখন নতুন-নতুনও বেরোতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহসুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের দৈবী ক্যারেক্টার গঠন করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করে নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে। সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে।

২) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বুদ্ধি অদ্বিতীয় বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। বাবার মতন টিচার হয়ে সকলকে সঠিক পথ বলে দিতে হবে।

বরদান:- চলতে-ফিরতে নিজের দ্বারা অষ্ট শক্তিগুলির অনুভবকারী ফরিস্তা রূপ ভব
কোনো ডায়মন্ড যদি অত্যন্ত মূল্যবান, দাগহীন হয় তাকে লাইটের সামনে রাখা তাহলে বিভিন্ন রং দেখা যায়। সেই রকমই যখন তোমরা ফরিস্তার রূপ ধারণ করবে তখন তোমাদের দ্বারা চলতে-ফিরতে অষ্টশক্তির কিরণের অনুভূতি হবে। কারোর তোমাদের থেকে সহনশক্তির ফিলিং (অনুভব) আসবে, কারোর নির্ণয় করার শক্তির ফিলিং আসবে, কারোর কোনো, তো কারোর কোনো শক্তির ফিলিং আসবে।

স্লোগান:- প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে-ই, যার প্রতিটি কর্ম সকলকে প্রেরণা দেবে।

জানুয়ারী ২০২৪ অব্যক্ত মাসের জন্য বিশেষ পুরুষার্থের জন্য পয়েন্টস :

এই জানুয়ারী মাসে বিশেষ সাইলেন্সের অনুভূতি করা তথা ব্রহ্মাবাবার সমান ডবল লাইট ফরিস্তা হওয়ার জন্য পুরুষার্থের পয়েন্টস মুরলীর নিচে লিখে দেওয়া হচ্ছে। এই পয়েন্টস জানুয়ারী মাসের পত্র-পুষ্পতেও থাকবে। কৃপা করে সকল ব্রহ্মা বংশেরা সেই অনুসারে অ্যাটেনশন রেখে রোজ একান্তে বসে কমপক্ষে ১০ মিনিট অব্যক্ত সাইলেন্সের অনুভব অবশ্যই করুন তথা সারাদিনেই ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা ইশারার সাহায্যে কারবার (কাজকর্ম) করে নিজেদের সেবাস্থানকে সূক্ষ্মলোক রূপে তৈরি করুন, মাঝে মাঝে পরস্পর মিলে এই পয়েন্টসের উপর গভীরভাবে মনন-চিন্তন (রুহ-রিহান) করে অনুভবের লেনদেনও করুন। আমাদের সকলের এই ডবল লাইট স্থিতি তথা সাইলেন্সের সুগভীর অনুভূতিই পরমাত্ম প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

সঙ্গমযুগের বিশেষ শক্তি হলো সাইলেন্সের শক্তি, সাইলেন্সে থাকলে ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি সহজেই হয়ে যায়। এই স্থিতিতে কোনও কার্যের বোঝা থাকে না, এর জন্য কাজ করতে করতে মাঝে-মাঝে নিরাকারী এবং ফরিস্তা স্বরূপের ড্রিল করতে থাকো। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাকাররূপে দেখেছো, সদা ডবল লাইট ছিলেন। সাইলেন্সের স্থিতির দ্বারা সেকেন্ডে বাচ্চাদের নজরের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। এ'রকমভাবে ফলোফাদার করো তবে সহজেই বাবার সমান হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হও, তবেই ব্যর্থ সঙ্কল্প (বিকল্প) সমাপ্ত হয়ে যাবে, কোনো বিষয়েই ভয় লাগবে না, তোমরা চিন্তা(ফিকর) থেকে মুক্ত (ফারিং) হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - নতুন বৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয় এবং কেন?

*উত্তরঃ - নতুন বৃক্ষের বৃদ্ধি অত্যন্ত ধীরে-ধীরে আর উকুনের মতো হয়, যেমন ড্রামা উকুনের মতো চলছে, ঠিক তেমনই ড্রামা অনুসারে এই বৃক্ষও ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ এতে মায়ার সাথেও অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তাই বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দেহী-অভিমানী হলে অত্যন্ত খুশী থাকে। সেবাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলেই তরী পার হয়ে যাবে।

ওম শান্তি । অসীম জগতের পিতা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝান। অসীম জগতের বাবাও অকাল মূর্তি। অসীম জগতের বাবা বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে। বাচ্চারা, তোমরা হলে অকাল মূর্তি, তোমরা শিখ-ধর্মাবলম্বীদেরও ভালোভাবে বোঝাতে পারো। যদিও যেকোনো ধর্মের মানুষকেই বোঝাতে পার। এও বাবা বলেছেন যে, এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়। যেমন ড্রামা উকুনের মতো চলে তেমনই বৃক্ষও (ঝাড়) উকুনের মতো বৃদ্ধি পায়। সম্পূর্ণ কল্পই লাগে বৃদ্ধি পেতে। এখন এ হলো তোমাদের বৃক্ষ। বাচ্চারা, তোমাদেরও আয়ু কল্পের আয়ুর সমান হয়ে যায়। ৫ হাজার বর্ষ ধরে তোমরা পরিক্রমা কর, এই চক্র উকুনের মতো চলে। সর্বপ্রথমে তো আত্মাকে বুঝতে হবে। এটিই ডিফিকাল্ট (কঠিন) বিষয়। বাবা জানেন যে ড্রামা অনুসারে বৃক্ষ ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়, কারণ মায়ার সাথে মোকাবিলা(যুদ্ধ) হয়, এই সময় তার (মায়া রাবণ) রাজত্ব তারপরে তো আর রাবণ থাকেই না। বাচ্চারা, প্রথমে দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই সার্ভিস ভাল মতন করতে পারবে আর অত্যন্ত খুশীতে থাকবে। বুদ্ধিতে অযথা ব্যর্থ (বিকল্প) কথা আসবে না। যদিও তোমরাই মায়ার উপর বিজয় লাভ কর তখন তোমাদের কেউ নাড়াতে পারে না। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে, তাই না। তাই তোমাদের নাম মহাবীর রাখা হয়েছে। এখন তো একজনও মহাবীর নেই। মহাবীর সর্বশেষ হবে, সেও নশ্বরের ক্রমানুসারে। যারা ভাল সার্ভিস করে তাদেরকেই মহাবীর এর লাইনে রাখবো। এখন বীর-এরা রয়েছে, মহাবীর শেষে হবে। এতটুকুও সংশয় আসা উচিত নয়। কারো কারো তো অতি অহংকার চলে আসে। কাউকে পরোয়া করে না। এখানে তো অতি নম্রতার সাথে কাউকে বোঝাতে হয়। অমৃতসরে শিখদের কাছে গিয়ে তোমরা সার্ভিস করতে পারো। সমাচার তো সকলকে একই দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মায় যে মরচে পড়েছে তা কেটে(নষ্ট) যাবে। ওরা তো বলে, জপো সাহেবকে..... সাহেবের মহিমাও রয়েছে। এক ওঁকার সত্যনাম, অকালমূর্তি। এখন কথা হলো অকালমূর্তি কে? তারা বলে সতগুরু অকাল। আত্মাও তো অকালমূর্তি, তাই না। তাকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না। আত্মা তো পার্ট পেয়েছে, তাই তাকে তা করতেই হবে। তাকে (আত্মা) কাল কিভাবে গ্রাস করবে। শরীরকে গ্রাস করতে পারে। আত্মা তো অকালমূর্তি। তোমরা শিখ-ধর্মাবলম্বীদের কাছে গিয়েও ভাষণ করতে পার। যেমন গীতা-জ্ঞানীরাও ভাষণ করে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ভক্তিমার্গের সামগ্রী তো প্রচুর। কিন্তু জ্ঞান এতটুকুও নেই। একমাত্র বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। মানুষকে তো জ্ঞানবান বলা যাবে না। দেবতারাও মানুষ, তাই না। কিন্তু দিব্যগুণ থাকার কারণে দেবতা বলা হয়। তারাও বাবার নিকট থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তোমরাও এই রাজযোগের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। সতগুরু-কে অকাল বলে, তাই না। একমাত্র বাবাই হলেন সত্য। তিনিই পতিত-পাবন। দুইজন পিতার পরিচয় দিতে হবে। ভাষণ দেওয়ার জন্য তোমরা যদি দু-মিনিটও পাও, সেও অনেক। এক মিনিট এক সেকেন্ড পাওয়া যায়, তাও অনেক। কল্প-পূর্বে যাদের তীর লেগেছিল তাদের এখনো লাগবে, এ কোনো বড় কথা নয়। শুধু সকলকে সমাচার দিতে হবে। বাবা বোঝান -- এই যেমন গুরুনানক এসেছেন কিন্তু তিনি কোন ম্যাসেজ দেন না যে তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য পবিত্র হও। উপর থেকে যারা আসে, তারা তো পবিত্র আত্মা। তাদের ধর্ম বৃদ্ধিলাভ করে, আসতেই থাকে। বাস্তবে সঙ্গতিদাতা কোন মনুষ্য হতে পারে না। একমাত্র বাবাই সঙ্গতিদাতা। মনুষ্য তো মনুষ্যই হয় তাও আবার বোঝান হয় যে এরা অমুক- অমুক ধর্মের মানুষ। বাবা বোঝান --- তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর, পবিত্র হও, গুরুনানক বলেছেন, তিনি পুতিগন্ধময় বস্ত্র ধুয়ে পরিস্কার করেন (মৃত পলীতি কাপড়ে ধোয়ে) একথাও পরবর্তী কালে যারা শাস্ত্র বানিয়েছে তারাই লিখেছে। প্রথমে তো অনেক কম ছিল। তাদের বসে কি শোনা। বাবা এই জ্ঞানও তোমাদের এখনই দেন আর শাস্ত্র তো পরে তৈরী হয়। সত্যযুগে তো শাস্ত্র থাকে না। প্রথমে বোঝাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ কর তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বিনাশ তো হতেই হবে। জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সর্বব্যাপী কাকে বল, যার

মহিমা গায়ন কর এক ওঁকার..... তিনি হলেন পিতা, তাই না। তাঁর বাচ্চারা অর্থাৎ আমরাও অকালমূর্তি। আমাদের আসন (তখত) হলো এখানে। আমরা এক আসন পরিত্যাগ করে অন্য আসনে গিয়ে বসি। এভাবে ৮৪টি আসনে (ক্রকুটি)গিয়ে বসি। এখন এ হলো পুরোনো দুনিয়া, কত হউগোল (হাঙ্গামা) হয়। নতুন দুনিয়ায় এইসবের কোন কথাই থাকে না। সেখানে তো একটাই ধর্ম। বাবা তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী (রাজত্ব) দিয়ে দিয়েছেন। তোমাদেরকে কেউ আক্রমণ করতে পারে না। দ্বাপর থেকে ধর্ম-স্থাপকেরা আসে নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করতে। যখন তাদের ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ক্ষমতায় আসে তখনই লড়াইয়ের কথা আসে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা প্রথমে সংখ্যায় অনেক কম হবে। তোমাদের ধর্ম তো এখানেই স্থাপিত হয়। ওরা তো আসেই দ্বাপরে। সেইসময়ই ওদের ধর্ম স্থাপন হয়। এরপর তারা একে-অপরের পিছনে পর-পর আসতেই থাকবে। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। কেউ-কেউ তো ড্রামা অনুসারে কিছুই ধারণ করতে পারে না। বাবা বোঝান, অবশ্যই তার পদ কম হবে। এ কোন অভিশাপ নয়। মালা তো মহাবীরেদের তৈরী হয়। ড্রামা অনুসারে সকলেই তো একইরকমের পুরুষার্থ করতে পারে না। পূর্বেও নিশ্চয়ই করেনি। তাই তারা বলে, তাহলে আমাদের দোষ কোথায়। বাবাও বলেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই। ভাগ্যে যদি না থাকে তবে বাবা আর কিবা করতে পারেন। তিনি বোঝেন যে কে-কে কোন-কোন পদের যোগ্য। শিখদেরও বোঝাতে হবে যে যদি সাহেবের(ভগবান) জপ করো তবেই সুখ-শান্তি পাবে। তারা সুখ তখনই পায় যখন তাদের ধর্মের স্থাপনা হয়। এখন তো সকলেই নীচে এসে গেছে। তোমরা মানো যে সদ্ধুরু অকাল.....তাহলে গুরু আবার কাকে বল? সদ্ধতিদাতা গুরু তো একজনই। ভক্তি শেখানোর গুরু তো অনেক চাই। আর জ্ঞান শেখানোর জন্য একমাত্র বাবাই রয়েছেন। তাই মাতারা, তোমরা শিখ ধর্মের লোকেদের বোঝাও যে এই কঙ্গন (শিখদের বালা), যা তোমরা পড়ে থাকো, সেটাও হল পবিত্রতার চিহ্ন। তোমাদের কথা তারা মান্য করবে কারণ তোমরা অর্থাৎ মাতারাই স্বর্গের দ্বার খুলবে। মাতারা, তোমরা এখন জ্ঞান কলস পেয়েছো, যার দ্বারা সকলের-ই সদ্ধতি হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমরা এখন নিজেদের মহাবীর বল। তোমরা বলতে পারো যে আমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও স্বর্গের স্থাপনা করছি। রাত-দিনের পার্থক্য। এই জটাও পবিত্রতার চিহ্ন। অকালমূর্ত, পতিত-পাবন বাবার সম্পূর্ণ মহিমা করা উচিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা 'পরমাত্মা নমঃ' বলে, আবার সর্বব্যাপীও বলে। এটা ভুল। তোমরা বাবাকে অত্যন্ত মহিমাম্বিত কর। বাবার মহিমার দ্বারা তোমাদের তরী পার হয়ে যায়। যেমন কথিত আছে যে, 'রাম-রাম' বললেই পার হয়ে যাবে। বাবাও বলেন, বাবাকে স্মরণ করলে বিষয় সাগর অতিক্রম করে যাবে। তোমাদের সকলকেই মুক্তিতে যেতে হবে। তোমরা অমৃতসরে গিয়ে ভাষণ কর যে তোমরা আত্মন (ডাকো) করো যে, সদ্ধুরু অকালমূর্ত..... কিন্তু তিনি বলেন যে এখন দেহ-সহিত দেহের সর্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। অস্তিম সময়ে যেমন মতি হবে তেমনই গতি (অন্ত মতি সো গতি) হবে। শিববাবা হলেন অকালমূর্ত, নিরাকার। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। বাবা বলেন, আমার তো শরীর নেই। আমি ধার(লোন) নিই। আমি আর্সিই পতিত-দুনিয়ায় --- রাবণের উপর বিজয় লাভ করতে। তাই ডায়রেকশনও তো এখানেই দেব কারণ পতিত হয়ই পুরোনো দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়ায় তো শুধু এক দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল, সেইসময় আর সব শান্তিধামে থাকে। পুনরায় নব্বরের ক্রমানুসারে সতো, রজো, তমো-তে আসে। যারা অতি সুখ লাভ করে, তারাই আবার অত্যন্ত দুঃখভোগও করে।

তোমাদেরই সকলকে বাবার সমাচার দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই নিজ নিকেতনে পৌঁছে যাবে। সকলের সদ্ধতি তখনই হয় যখন কল্পবৃক্ষের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়, তখন সকলেই চলে আসে। এইভাবে তোমরাও কাউকে অত্যন্ত প্রেমের এবং ধৈর্যের সাথে বোঝাও। তোমাদের কোনো চিত্র দেখানোর প্রয়োজনে নেই। বাস্তবে চিত্র হলো নতুনদের জন্য। তোমরা যে কোনো ধর্মাবলম্বীদের বোঝাতে পার। কিন্তু বাচ্চাদের এতো যোগ না থাকার কারণে তীর সঠিক লাগে না। তারা বলে, বাবা আমরা পরাজিত হয়েছি। মায়া মুখ একদম কালো করে দেয়, তাই তারা জানতেও পারে না যে আমরাই দেবতা ছিলাম। এইসময় অসুর হয়ে গেছি।

এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবার ম্যাসেজ সকলকে দিতে থাকো। বাইসক্সোপের স্লাইডসের উপরেও লেখো যে ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেন, 'মামেকম' স্মরণ কর তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে। সমাচার তো সকলকে দিতেই হবে, তাই না। স্লাইডসও তৈরী করা উচিত। তারমধ্যে 'মন্মনাভব'-- এই বশীকরণ মন্ত্র লিখে সকলকে দাও। এই পড়ায় দীর্ঘ সময় লাগে না। ভবিষ্যতে সব বুঝতে পারবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। চিন্তামুক্ত তো হতেই হবে। দেখো মানুষ -- মৃত্যুকে কত ভয় পায়। এখানে ভয়ের তো কোন ব্যাপারই নেই। তোমরা তো বল যে এখন যেন মৃত্যু না আসে। এখনও আমরা পরীক্ষা কোথায় সম্পূর্ণ করতে

পেরেছি। এখনো তো আমরা যাত্রা সম্পূর্ণ করিনি, তাই আমাদের কি শরীর ত্যাগ করা উচিত। এইধরনের মিষ্টি মিষ্টি বার্তালাপ বাবার সঙ্গে করা উচিত। এতে অভ্যাস অত্যন্ত ভালো হয়ে যাবে। এখানে চিত্রের সম্মুখে এসে বসো। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছে থেকে বিশ্বের রাজত্ব পাই। তাই এমন পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত, তাই না! স্মরণ না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার তো স্মরণে এসে গেছে যে আমিই এই (নারায়ণ) হতে চলেছি। তাই অত্যন্ত খুশীতে থাকেন যে আমি এই (নারায়ণ) হবো। দেখলেই নেশায় বিভোর হয়ে যায়। তোমাদেরও তেমনি হতে হবে। বাবা আমরা তোমাকে স্মরণ করে অবশ্যই এমন হব। আর কোনো কাজ না থাকলে এখানে এসে চিত্রের সম্মুখে বসে পড়। বাবার থেকে আমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এটাই একদম পাকা করে নাও। এই যুক্তিও কম নয়। কিন্তু ভাগ্যে নেই তাই স্মরণ করে না। বাবা বলেন, এখানে যখন আসো তখন এটি অভ্যাস কর। তাহলে যদি কিছু গ্রহের দশা থাকেও তা কেটে যাবে। সিঁড়ির চিত্রের দ্বারা এই সবকিছু বিচার কর। কিন্তু ভাগ্যে যদি না থাকে তবে শ্রীমত অনুসারে চলতে পারে না। বাবা পথ দেখান আর মায়া সেই পথ কেটে দেয়। বাবা অনেক যুক্তি বলেন। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাক। বলা হয় যে, অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যাদের নিশ্চয় রয়েছে আমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করে আমাদের ওখানকার মালিক করে দেন। চিত্রও এমনই বানানো রয়েছে। তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করে তাদের বুঝিয়ে দাও যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর মধ্যে সম্পর্ক কি। আর কেউ-ই এ সব জানে না, ব্রহ্মার চিত্র দেখে মুমূর্ষু পড়ে। স্থাপনা করতে তো অবশ্যই সময় লাগে, কর্মজীত অবস্থা হতেও সময় লাগে। প্রতি মুহূর্তে ভুল হয়ে যায়। এই অভ্যাস করতে হবে। প্রগাঢ় (নৌধা) ভক্তি যারা করে তারাও চিত্রের সামনে বসে -- তারাও সাক্ষাৎকারের আশা রাখে। তোমরা তো এইরকম (দেবী-দেবতা) হও, তাই তোমাদের স্মরণ করা উচিত। ব্যাজও তোমাদের কাছে আছে। বাবা নিজের ভক্তিমার্গের উদাহরণ দেন যে, নারায়ণের মূর্তির প্রতি আমার অত্যন্ত প্রেম ছিল। সেসব হলো ভক্তিমার্গ। এখন বাবা বলেন, একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ কর আর কিছুই করতে হবে না। বাবা বলেন, আমি তো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট (আজ্ঞাকারী সেবক)। তোমরা আমার কাছে কেন মাথা নত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নির্মাণতার (নিরহংকারী) গুণ ধারণ করতে হবে। এতটুকুও যেন অহংকার না আসে। এমন মহাবীর হতে হবে যেন মায়া নাড়াতে না পারে।

২) সকলকে 'মন্মনাভব'-র বশীকরণ মন্ত্র শোনাতে হবে। অত্যন্ত প্রেম এবং ধৈর্য সহকারে সকলকে জ্ঞানের কথা শোনাতে হবে। বাবার বার্তাও সকল ধর্মাবলম্বীদের দিতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম আর সম্বন্ধ দুয়েতেই স্বার্থ ভাব মুক্ত থাকা বাবার সমান কর্মজীত ভব বাচ্চারা তোমাদের সেবা হলো সকলকে মুক্ত বানানোর। তাই অন্যদেরকে মুক্ত বানাতে বানাতে নিজেকেই বন্ধনে বেঁধে ফেলো না। যখন সীমিত আমার - আমার এর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে তখন অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। যে বাচ্চারা লৌকিক আর অলৌকিক, কর্ম আর সম্বন্ধ দুটোতেই স্বার্থ ভাবের থেকে মুক্ত, তারাই বাবার সমান কর্মজীত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। অতএব চেক করো কর্মের বন্ধন থেকে আমি কতটা মুক্ত হতে পেরেছি? ব্যর্থ স্বভাব - সংস্কারের বশ হওয়া থেকে মুক্ত হয়েছে? কখনো কোনো পূর্ব সংস্কার স্বভাব বশীভূত বানিয়ে ফেলে না তো?

স্লোগানঃ:- সমান আর সম্পূর্ণ হতে হলে স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে যাও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

এখন তীব্র পুরুষার্থের এই লক্ষ্যই রাখো যে, আমি হলাম ডবল লাইট ফরিস্তা, চলতে - ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপের অনুভূতিকে বাড়াও। ডীপ সাইলেন্সের দ্বারা অশরীরী ভাবের অভ্যাস করো। সেকেন্ডে যে কোনো সংকল্পকে সমাপ্ত করতে, সংস্কার -

স্বভাবে ডবল লাইট থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার হয়ে বাবার নাম উচ্ছল (মহিমাবিত) করো, তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হলে বাবার নাম উচ্ছল হবে।
তোমাদেরকে সম্পূর্ণ মিষ্টি হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে বাচ্চারা তোমাদের এমন কোন্ চিন্তা রয়েছে যা সত্যযুগে থাকবে না?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে তোমাদের পবিত্র হওয়ারই চিন্তা থাকে, বাকি আর সব বিষয় থেকে বাবা তোমাদের নিশ্চিত করে দেন। তোমরা পুরুষার্থ করো এইজন্য, যেন পুরানো শরীর প্রসন্ন চিত্তে ত্যাগ করা যায়। তোমরা জানো যে, পুরানো বস্ত্র(শরীর) ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। প্রতিটি বাচ্চা নিজের মনকে জিঞ্জাসা করো যে আমাদের খুশী কতটা থাকে, আমরা কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করি।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবা বোঝান। তিনি পড়ানও আবার বোঝানও। তিনি পড়ান রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের গুপ্ত রহস্য আর বোঝান সর্বগুণসম্পন্ন হও, দৈব-গুণ ধারণ করো। স্মরণ করতে করতে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে তোমরা জানো যে এইসময় এই সৃষ্টি হলো তমোপ্রধান, সতোপ্রধান সৃষ্টি ছিল যা এখন ৫ হাজার বছরে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ হলো পুরানো দুনিয়া। সকলের উদ্দেশ্যেই বলা হবে, তাই না ! এরা নতুন দুনিয়ায় ছিল, না শান্তিধামে ছিল। বাবা আত্মাদেরই বসে বোঝান - হে রুহানী বাচ্চারা, তোমাদের সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বাবার অবিদ্যার উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে। আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। লৌকিক বাচ্চারাও (লৌকিক পিতাকে) স্মরণ করে। যত বড় হতে থাকে পার্থিব সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হতে থাকে। তোমরা হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন ভক্তি ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। এ তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে - এ হলো ইউনিভার্সিটি। সব মানুষকেই লেখা-পড়া করতে হয়। অসীম জগতের বুদ্ধি ধারণ করতে হবে। এখন এই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তিত হতে হবে। যা এখন তমোপ্রধান সেটাই সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাচ্চারা জানে, এইসময় আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার পাই। এখন আমাদের একমাত্র রুহানী বাবার মতানুসারেই চলতে হবে। এই আধ্যাত্মিক স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হতে থাকে, কারণ আবার সেই সতোপ্রধান দুনিয়ায় তোমাদের যেতে হবে। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। আমরা বাবার হয়ে গিয়েছি। পড়া করছি আর পড়াকেই তো জ্ঞান বলা হয়। ভক্তি হলো আলাদা। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বাবা জ্ঞান শোনার আর কেউই এই জ্ঞানকে জানে না। তারা এটা জানে না যে জ্ঞানের সাগর বাবা, যিনি টিচারও তিনি কিভাবে পড়ান। বাবা তো অনেক টপিকস বোঝাতে থাকেন। মুখ্যকথা হলো সম্পূর্ণ বাবার হয়ে বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সম্পূর্ণ মিষ্টি হতে হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় বিদ্যা। ভগবান বসে পড়ান। সেই উচ্চ থেকে উচ্চতম পিতাকে বসে স্মরণ করতে হবে। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা শান্তিধামে বসবাস করি, তারপর আবার এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে। পুনর্জন্মে আসতেই থাকি। নব্বরের ক্রমানুসারে ৮৪ জন্মের পার্ট আমরা এখন পূর্ণ করেছি। এই পড়াকেও(জ্ঞান) বুঝতে হবে, পার্টকেও বুঝতে হবে। ড্রামার রহস্যও বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা জানো যে, এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম আর এখনই বাবাকে পেয়েছি। যখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়, তখনই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হয়। তোমরা এই অসীম জগতের ড্রামাকে, ৮৪ জন্মকে আর এই পড়াকে জানো। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন অন্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন পড়ছো, পুনরায় নতুন দুনিয়ায় যাবে। নতুন-নতুনরা তো আসতেই থাকে। কিছু না কিছু নিশ্চয় হতে থাকে। কেউ কেউ তো এই পড়ায় মগ্ন হয়ে যায়। বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা সতোপ্রধান পবিত্র হতে চলেছি। আমরা পবিত্র হতে-হতেই উন্নতি প্রাপ্ত করবো।

বাবা বোঝান, তোমরা যত স্মরণ করো ততই তোমাদের আত্মা পবিত্র হতে থাকে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামাই ফিল্ড হয়ে আছে। এটাও জানো যে, তোমরা এই দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে এসেছো। যা কিছু এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখো তা আর দেখো না। এ সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এখন এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম আর কেউই এই অসীম জগতের ড্রামাকে জানে না। তোমরা এখন সম্পূর্ণ চক্রকেই জানো, বাবা এসেছেন এখন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে। যেমন লৌকিক জগতের পরীক্ষা ১২ মাস পর হয়। তোমাদের স্মরণের যাত্রা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অনেক কিছুই স্মরণে আসে, তারপর পুনরায় যখন পরিপক্ব হতে থাকবে তখন আর কিছুই স্মরণে থাকবে না। আত্মা সম্পূর্ণ অশরীরী

এসেছে, অশরীরী-ই যেতে হবে। তোমরা সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি মানুষেরই পার্টকে জানো। মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কোটি-কোটি হয়ে গেছে। সত্যযুগে তো আমরা অনেক অল্প সংখ্যক থাকবো। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আর অন্য সব ধর্মের মঠ-পন্থ, শাখা-প্রশাখা বাড়তে-বাড়তে সৃষ্টিকর্ষী কল্প বৃক্ষ অনেক বড় হয়ে গেছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরাই দেবী-দেবতা ধর্মে ছিলাম, সতোপ্রধান ছিলাম। এখন সেই ধর্মই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে আর তা হওয়ার জন্যই আমরা পড়ছি। যত পড়বে, পড়াবে, ততই অনেকের কল্যাণ হবে। অত্যন্ত স্নেহ-পূর্বক বোঝাতে হবে। এরোপ্পেন থেকে প্রচারপত্র ফেলতে হবে। তাতেও এটাই বোঝাতে হবে যে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্তি করে এসেছো। গীতা পড়াও হলো ভক্তি। এমন নয় যে গীতা পড়ে কেউ মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাবে। ড্রামানুসারে বাবা যখন আসেন তখনই এসে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি দেন। তখন পুনরায় আমাদের সতোপ্রধান পদ প্রাপ্তি ঘটে।

তোমরা জানো, এই পড়ার দ্বারাই আমরা এমন (দেবী-দেবতা) হবো। এ হলো ঈশ্বরীয় পাঠশালা। ভগবান তোমাদের পড়িয়ে নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন। আমরা যখন সতোপ্রধান ছিলাম তখন স্বর্গ ছিল। এখন তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ায় তা নরক হয়ে গেছে। পুনরায় চক্রকে ঘুরতেই হবে। বাবা-ই এসে মনুষ্য থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করান। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। লড়াই-ঝগড়া করবে না। দেবতার কখনো লড়াই-ঝগড়া করে না। তোমাদেরও তেমন-ই হতে হবে। তোমরাই এমন সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে, শ্রীমত অনুসারে চলে তেমনই হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কতটা খুশীতে থাকি? কতখানি নিশ্চয়তা রয়েছে? এ তো সারাদিন স্মরণ করা উচিত। কিন্তু মায়া এমনই যে ভুলিয়ে দেয়। তোমরা জানো যে, বাবার সাথে আমারও হলো বিশ্বসেবাবাদী। পূর্বে তোমরা পার্থিব(হদের) জগতের পড়াশোনা করতে, আর এখন অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমের পড়া পড়ো। এ হলো পুরানো শরীর যা নিজের সময় অনুযায়ী মুক্ত হয়ে যাবে, সময় না হলে মুক্ত হতে পারে না। আমরা যেন হাসতে হাসতে এই শরীর ছাড়ি। আমরা এই ছিঃছিঃ শরীরকে ছেড়ে, পুরানো দুনিয়াকেও ছেড়ে খুশী মনে চলে যাই। কোনো বড় দিন থাকলে খুশী হয়ে নতুন বস্ত্র পড়ি, তাই না ! এখানে তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ায় আমরা নতুন শরীর পাবো(ধারণ করব)। এখন আমাদের একটাই চিন্তা তা হলো পবিত্র হওয়ার আর সব চিন্তা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। এ সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে তাহলে চিন্তা কেন করব। আধাকল্প আমরা ভক্তিমার্গে, চিন্তায় ছিলাম। পুনরায় আধাকল্প আর কোনো চিন্তা থাকবে না। বাকী সময় কিন্তু অতি অল্প। পবিত্র হওয়ার চিন্তা একটু রয়েছে, তারপরে আর কোনো চিন্তা থাকবে না। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা। সত্যযুগে সুখ, কলিযুগে দুঃখ রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে সত্যযুগ, সুখধাম নিবাসী না কি কলিযুগ দুঃখধামের? তোমরা এরকম নতুন-নতুন কথা শোনাও। এখন অবশ্যই বলবে যে দুঃখধামের নিবাসী। অত্যন্ত স্নেহ-পূর্বক জিজ্ঞাসা করো যাতে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে আমরা কোথাকার নিবাসী। তারাই বলবে যে এদের প্রশ্ন করার যুক্তি খুব সুন্দর। যত বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিই হোক, ধনবান হোক সকলেই কিন্তু হলো নরকবাসী, তাই না ! স্বর্গ তো নতুন দুনিয়াকে বলা হয়। এখন কলিযুগ হলো পুরানো দুনিয়া। এই প্রশ্ন অত্যন্ত ভালো। সিঁড়ির চিত্রেও সব ক্রিয়ার রয়েছে। তোমরা সুখধামে রয়েছে না দুঃখধামে রয়েছে? এ হল (নরক) না হেভেনলি (স্বর্গ)? ডিটি (পবিত্র) না ডেভিল (অপবিত্র)? এসব জিজ্ঞাসা করতে হবে। অবশ্যই সত্যযুগকে ডিটি ওয়ার্ল্ড বলা হবে। কলিযুগকে নরক ডেভিল ওয়ার্ল্ড (অপবিত্র দুনিয়া) বলা হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে যে সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়ার নিবাসী না কি কলিযুগ অপবিত্র দুনিয়ার নিবাসী? যত বড়ই বিত্তশালী হও না কেন কিন্তু নিবাসী কোথাকার? এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। পূর্বে এই সব কথা খেয়ালেও আসতো না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা সঙ্গমে রয়েছি। যারা কলিযুগে রয়েছে তারা পতিত, নরকবাসী, তাই পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তবেই তো ডাকে(আহ্বান করে) - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। একথাও বোঝাতে হবে। তোমাদের কাছে কত অসংখ্য মানুষ আসে কিন্তু তারমধ্যে থেকেও কোটিতে কেউ- কেউই বেরোয়। আমি(পরমাত্মা) যা, যেমন এবং যা শেখাই - সেই অনুযায়ী কোনো বিরলতম ব্যক্তিই চলতে পারে। প্রভাত-ফেরীতেও এটাই দেখাও যে আমরা এই পড়ার(জ্ঞান) দ্বারাই স্বর্গবাসী হতে চলেছি। সত্যযুগ-ত্রৈতা-দ্বাপর-কলিযুগ..... এইভাবে চক্র ঘুরতেই থাকে, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র রয়েছে। পুনরায় তোমরা সুখধাম-শান্তিধামের মালিক হও। সুখধামে, দুঃখধামের নামও থাকে না। যদি পড়া সম্পূর্ণ না হয় তাহলে পদপ্রাপ্তি কম হবে। এ তো সাধারণ কথা তাই বেহদের পড়া পড়ে বেহদের আশীর্বাদ নিতে হবে। শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করে অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা অতীব মিষ্টি। ওঁনার ডায়রেকশন হলো, দেহ-সহ দেহের সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাও। আত্মা হলো অবিনাশী। অতি শীঘ্র শরীর ধারণ করা আবার তৎক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করা খুব দেরী লাগে কি, না লাগে না। এইসময় তো দিন-প্রতিদিন সবাই তমোপ্রধান হয়ে পড়ে। যখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তখন আমরা লম্বা আয়ুষ্কালের অধিকারী ছিলাম। আর অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ছিলাম। অন্য কোনো ধর্মই ছিল না।

তোমাদের আয়ু এখন পুরুষার্থের দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতই স্মরণ করবে ততই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের আয়ুষ্কাল অনেক বড় ছিল। কিন্তু যখন থেকে নীচে অবতরণ করেছো তখন থেকেই আয়ু কম হয়ে গেছে। রজঃ-তে নেমে আয়ু কমেছে, তমঃ-তে নেমে তো আয়ু আরও কমেছে। যেমন জল সেচের ঘানি(ঘানি = যেটা ঘোরে, চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়), একদিক থেকে পাত্র ভরে আর অন্যদিকে খালি হতে থাকে। এও হলো অসীম জগতের জল সেচের ঘানি। তোমরা এখন পূর্ণ হচ্ছে। পূর্ণ হতে হতে যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আবার ধীরে-ধীরে খালি হতে থাকবে। এর সাথে ব্যাটারীর উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। এখন আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাই, তারপর পুনরায় ৮৪ জন্ম নিই। আধাকল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাবণ-রাজ্যে সকলকেই নরকবাসী বলা হবে। পরে যারা আসবে তারা তো নরকেই আসবে। প্রথমে তোমরাই স্বর্গে যাও। এ হলো তোমাদের বাবার থেকে পাওয়া ভক্তির ফল। মনে করা হয় যে, এ অনেক ভক্তি করেছে তাই জ্ঞানও সঠিকভাবে নিতে থাকে। এই সব রহস্য বাবা তোমাদের বোঝান। তোমাদের আবার অন্যদের-কেও বোঝাতে হবে। মনুষ্যরা তো অনেক পাপের পর পাপ করে চলেছে। এখন বাবা এসেছেন, তোমাদের জ্ঞান দান করছেন। বাবা যখন আসেন, এসে তখনই তোমাদের পড়ান। এতদিন পর্যন্ত একথা তো জানা ছিল না। ক্রমাগত পাপাশ্রয় হয়ে গেছে। পুণ্যাত্মা কিভাবে হয় আর পাপাশ্রয়ী বা কিভাবে হয়; কারা সত্যযুগ-নিবাসী; কারা কলিযুগ-নিবাসী - কিছুই জানা ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন। বাবাকে অগ্নিশিখাও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মধ্যে লাইটও রয়েছে আবার মাইটও (শক্তি) রয়েছে। যখন লাইটে আসো অর্থাৎ আত্ম-জ্যোতি জাগ্রত হয় তখন মাইটও আসে। তোমাদের লাইফও অনেক বড় হয়ে যায়। সেখানে (সত্যযুগ) কাল তোমাদের গ্রাস করতে পারে না। খুশী-খুশী এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে চলে যাও। দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ যেন এক ধরনের খেলা। (সাঁপ-সিঁড়ির উদাহরণ) তোমরা সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অভিনয় করেছে একথা তোমাদের বুদ্ধিতে একদম বসে গেছে।

বাবা তোমাদের পিতাও, শিক্ষকও আবার সঙ্গুরুও। একথা একমাত্র বাচ্চারাই পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে জানে। পুনর্জন্মকেও তোমরাই বোঝো যে তোমরা কতবার জন্মগ্রহণ করো। ব্রাহ্মণ ধর্মে তোমরা কত জন্ম নাও? (এক জন্ম) কেউ কেউ দুই-তিন জন্মও নেয়। মনে করো, কেউ শরীর ত্যাগ করেছে, সে ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার নিয়ে গেছে। তাই ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার থাকার কারনেই তারা পুনরায় সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কুলেই আসবে। ব্রাহ্মণ কুলের আত্মারা তো সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ব্রাহ্মণকুলের সংস্কার তো সাথে নিয়ে যায়, তাই না। কিছু হিসাব-নিকাশ থাকলে পরে কেউ-কেউ দুই-তিন জন্মও নিতে পারে। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেবে। আত্মা ব্রাহ্মণকুল থেকে দৈবীকুলে যাবে। এরমধ্যে শরীরের কোনো কথাই নেই। এখন তোমরা বাবার হয়েছো, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। অন্য কোনো সম্বন্ধ তোমাদের নেই। অসীম জগতের বাবার হয়ে যাওয়া কোনো কম কথা নয়, তাই না! তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও। যদি তোমরা শুধু মহান পিতাকেও চিনে নাও তাহলেও তোমাদের নৌকা (বেরা) পার হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করো যে - ১. আমাদের খুশী কতক্ষণ থাকে? ২. সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে, এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে আবার হতে হবে, এই নিশ্চয় কতখানি রয়েছে? ৩. আমরা কতখানি সতোপ্রধান হয়েছি? দিন-রাত সতোপ্রধান (পবিত্র) হওয়ার চিন্তা থাকে কি?

২) অসীম জগতের বাবার সাথে বিশ্বসেবা করতে হবে। অসীম জগতের পড়া পড়তেও হবে আবার পড়াতেও হবে। দেহ-সহ যা কিছু বন্ধন রয়েছে সেগুলিকে বাবার স্মরণে থেকে মুক্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- মালিক ভাবের স্মৃতির দ্বারা মন্বনাভব-র স্থিতি তৈরী করে থাকা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব সর্বদা এই স্মৃতি যেন ইমার্জ রূপে থাকে যে, আমি আত্মা 'করাবনহার', আমি হলাম মালিক, বিশেষ আত্মা, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান - তাহলে এই স্মৃতির দ্বারা মন-বুদ্ধি আর সংস্কার নিজের কন্ট্রোলে থাকবে। আমি হলাম আলাদা আর মালিক - এই স্মৃতির দ্বারা মন্বনাভব-র স্থিতি সহজেই তৈরী হয়ে যাবে। এই ডিট্যাচমেন্টের অভ্যাস কর্মাতীত বানিয়ে দেবে।

স্লোগান:- গ্লানি বা ডিস্টার্বেন্সকে সহ্য করা আর সমাহিত করে নেওয়া অর্থাৎ রাজধানী নিশ্চিত করা।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

সাইলেন্স অর্থাৎ শান্ত স্বরূপ আত্মা, যখন একান্তে থাকে তখন মন বুদ্ধির একাগ্রতা অনুভব হয়, সেই একাগ্রতার দ্বারা দুটি বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয় - একটি হলো পরখ করবার শক্তি দ্বিতীয় হলো নির্ণয় করবার শক্তি । এই দুই বিশেষ শক্তি ব্যবহার (কর্ম ব্যবহার) আর পরমাত্মা দুয়েরই সকল সমস্যার সমাধান বের করে আনে। ফলতঃ সহজেই ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি তৈরী হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রধান হলো স্মরণের যাত্রা, স্মরণেই আয়ু বৃদ্ধি হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি তোমাদের হওয়া উচিত - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের এখন অনেক বড়ো লটারি প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। সত্যযুগে দেবতা, দেবতাদের পড়াবে। এখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু তোমরা আত্মাদের স্বয়ং পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে উঠছো। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, দেবতাদের মধ্যে এই নলেজ নেই।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। নতুন যুগে দেবী-দেবতারা বাস করে। তারাও মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে দেবতাদের গুণ থাকে। ওরা হলো বৈষ্ণব, ডবল অহিংসক। এখন মানুষ ডবল হিংসক, মারামারি করে, কাম কাটারিও চালায়। একে বলা হয় মৃত্যুলোক, যেখানে বিকারগ্রস্ত মানুষ থাকে। সত্যযুগকে বলা হয় দেবলোক, যেখানে দেবী-দেবতারা থাকে। ওরা ডবল অহিংসক ছিল, ওদের রাজস্ব ছিল। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর হলে কোনও কথা ভাবনাতেই আসত না। আজকাল কল্পের আয়ু কম করে বলছে। কেউ ৭ হাজার বলছে, কেউবা ১০ হাজার বলছে। বাচ্চারা জানে বাবা হলেন অতি উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবান, আর আমরা ওঁনার বাচ্চারা বাস করি শান্তিধামে। আমরা হলাম পান্ডা, যারা সবাইকে পথ দেখাই। এই যাত্রার বর্ণনা কোথাও নেই, যদিও গীতায় আছে মন্মনাভব, কিন্তু এর অর্থ কি? "নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো"। এটা কারও বুদ্ধিতেই আসে না। যখন বাবা এসে বোঝান তখন কারও কারও বুদ্ধিতে আসে। এই সময় তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। এখানে মানুষ, দেবতারা সত্যযুগে। বরাবরের মতো তোমরাই আবার মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। এ হলো তোমাদের ঐশ্বরীয় মিশন। নিরাকার পরমাত্মাকে কোনও মানুষ তো বুঝতে পারবে না। নিরাকার যিনি তাঁর হাত পা কোথা থেকে এসেছে। কৃষ্ণের হাত পা সব কিছুই আছে। ভক্তি মার্গে কত রকমের শাস্ত্র তৈরি করেছে। এখন তোমরা বাচ্চাদের কাছে চিত্র ইত্যাদি অনেক আছে। চিত্র দেখলেই স্মৃতিতে আসে যে, এই চিত্র দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করবো। আরও অনেক চিত্র তৈরি হবে। চিত্রের একদম উপরে আত্মাদের দেখাতে হবে। শুধুমাত্র আত্মাই দেখা যাবে, অন্য কিছু নয়। তারপর সূক্ষ্ম লোক, তার নীচে মনুষ্যলোকও তৈরি করবে। মানুষ কিভাবে শেষে এসেও উপরে উঠে আসে এও দেখাবে। দিন দিন নতুন নতুন আবিষ্কার হতে থাকবে। এখন যেমন চিত্র আছে তেমন সার্ভিস করতে হবে। তারপর এমনই সব চিত্র তৈরি হবে যে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। কল্প বৃক্ষ (ঝাড়) খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পূর্ব কল্পে যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল, যে ফলাফল বেরিয়েছিল আবারও তাই হবে। এমন নয় যে যারা শেষে আসবে তারা মালায় (রুদ্র যজ্ঞ) স্থান পাবে না। ওরাও পাবে। প্রগাঢ় ভক্তি যারা করে, তারা দিবারাত্র ভক্তি করলে, তখন তাদের সাফাংকার হয়। এখানেও এমন বের হবে। দিনরাত পরিশ্রম করে পতিত থেকে পবিত্র হবে। সুযোগ সবাই পাবে। এমন নয় যে শেষে কেউ থেকে যাবে। ড্রামা এইভাবেই তৈরি হয়েছে যে, কেউ থাকবে না। চতুর্দিকে প্রচার করতে হবে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে একজন ব্যক্তি বাদ পড়েছিল এবং তারপর সে অভিযোগ করে। এই চিত্র সংবাদপত্র ইত্যাদিতেও ছাপা হবে। তোমাদের কাছেও আমন্ত্রণ আসতে থাকবে। সবাই জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন। যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হবে তখনই দৌড়াবে। তোমাদেরও নাম উজ্জ্বল হবে। নবযুগ সত্যযুগকে বলা হয়। নবযুগ নামে সংবাদপত্রও রয়েছে। ওরা বলে 'নিউ দিল্লি', কিন্তু নিউ দিল্লিতে এই পুরানো কেল্লা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকতে পারে না। এখন তো প্রতিটি জিনিস কঙ্কালসার হয়ে গেছে। সত্যযুগে সমস্ত উপাদান অর্ডার (যথাযথ ভাবে) অনুসারে থাকে। এখানে তো ৫ তন্ত্রও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওখানে সব সতোপ্রধান, তাই প্রতিটি তন্ত্রের থেকে সুখ প্রাপ্ত হয়। দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তারই নাম স্বর্গ।

এসব কথা এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আবারও আগের মতোই আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে লক্ষ্যের পথে উত্তরণ করছি। আর সবাই অন্ধকারে পড়ে আছে, আমরা এখন আলোতে। আমরা উপরে উঠছি আর সবাই নীচে নামছে। এইভাবে বিচার সাগর মন্ডন বাচ্চারা, তোমাদের করা উচিত। একজনই শিববাবা যিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। তিনি মন্ডন করেন না। ব্রহ্মাকেও মন্ডন করতে হয়। তোমরা সবাই বিচার সাগর মন্ডন করে বোঝাও। কারও কারও তো মন্ডন একদমই চলে না, পুরানো দুনিয়াই স্মরণে আসে। বাবা বলেন

পুরানো দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও । কিন্তু বাবা জানেন -- নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন আমি এসে রাজধানী স্থাপন করে বাকি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । ওরা তো শুধু নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করে । ওদের পিছনে অনেক ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে । ওদের কী মহিমা কি করবে ! মহিমা তো হবে তোমাদের । একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তাদেরই হীরো-হীরোইন বলা হয় । হীরে তুল্য জন্ম আর কড়িহীন জন্ম তোমাদের জন্যই বলা হয় । তারপর তোমরা একদম উপর থেকে নীচে নেমে যাও । সুতরাং এই সময় তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি হওয়া উচিত, কেননা তোমরা লটারি পেয়েছো । তোমাদের এখন ভগবান পড়াচ্ছেন । ওখানে তো দেবতা, দেবতাদের পড়াবে । এখানে মানুষ মানুষকে পড়ায় আর তোমরা আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । পার্থক্য আছে না !

তোমরা ব্রাহ্মণরা রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যকেও বুঝেছো। এখন তোমরা যত শ্রীমৎ-এ চলবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । অস্ত্রানতায় যা করবে তা ভুলই হবে । অল্প বয়সে অপরিণত বুদ্ধি থাকে তারপর বুদ্ধি পরিণত হয় । ১৬-১৭ বছর হলে তবেই বিবাহের কথা ভাবা হয় । আজকাল তো ভীষণ নোংরা দুনিয়া । কোলের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যও পাকা কথা বলে লেনদেন শুরু করে দেয়। ওখানে (সত্য যুগে) বিবাহও অভিজাত ভাবে হয় । তোমরা সব সাক্ষাৎকার করেছে। যত এগিয়ে যাবে ততই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । ভালো ফার্স্টক্লাস যোগী বাচ্চাদের আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা বলেন যোগের দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করো । বাচ্চারা বোঝে যোগে আমরা ঢিলে । স্মরণে থাকার জন্য মাথা ঠোকে, কিন্তু থাকতে পারে না । প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । বাস্তবে এই স্থিতিতে স্থায়ী হতে চাইলে তাদের চার্ট খুব ভালো হওয়া উচিত । বাইরে তো পার্থিব কাজকর্মের মধ্যে থাকতে হয় । বাবাকে স্মরণ করতে করতে এখানেই তোমাদের সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে । ভোজন তৈরি, কাজকর্ম ইত্যাদিতে যতটা সম্ভব সময় কম দিয়ে ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করলে তবেই শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা হবে । কেউ কেউ বলে আমি ৬ থেকে ৮ ঘন্টা যোগে থাকি কিন্তু বাবা তো বিশ্বাস করবে না। অনেকে লজ্জা বোধ করে, চার্ট লেখে না । আধা ঘন্টাও স্মরণে থাকতে পারে না । মুরলী শোনা এ কোনও স্মরণ করা নয়, এর দ্বারা তো ধন উপার্জন করো । যখন স্মরণে থাকবে শোনা বন্ধ হয়ে যাবে । কিছু বাচ্চারা লেখে স্মরণেই মুরলী শুনি কিন্তু একে তো স্মরণ বলে না । বাবা স্বয়ং বলেছেন আমি মাঝে মাঝেই ভুলে যাই । স্মরণে ভোজন করতে বসে বলি, বাবা, তুমি তো অভোক্তা । এটা কিভাবে বলি যে তুমিও থাও, আমিও খাই । কিছু কিছু বিষয়ে বলবে যে বাবা সাথে আছে । প্রধান হলো স্মরণের যাত্রা। মুরলীর বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা । স্মরণেই পবিত্র হওয়া যায়, আয়ু বৃদ্ধি হয়। এমন নয় যে মুরলী শুনছ আর বাবা তোমাদের সাথে সেখানে আছেন । মুরলী শুনলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । পরিশ্রম আছে । বাবা জানেন অনেক বাচ্চা আছে একদমই স্মরণ করতে পারে না । স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা সম্পূর্ণ আলাদা হবে । স্মরণের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে পারবে । কিন্তু মায়া এমনই যে একদম বুদ্ধিহীন করে দেয়। অনেকেরই রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে । মোহ যা একসময় ছিলই না তাও বেরিয়ে আসে এবং তার জালে আটকে পড়ে । বড় পরিশ্রমের কাজ । মুরলী শোনা এ আলাদা বিষয়, উপার্জনের কথা এতে । মুরলী শুনলে আয়ু বৃদ্ধি হবে না, পবিত্র হবে না, বিকর্মও বিনাশ হবে না । মুরলী তো অনেকেই শোনে, তারপর আবারও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে । সত্যিটা প্রকাশ করে না । বাবা বলেন পবিত্র না থাকতে পারলে কেন এখানে আসো? ওরা বলে আমরা অজামিল, এখানে আসলে তবেই তো পবিত্র হতে পারবো । এখানে আসলে কিছু তো পরিবর্তন হবে, নয়তো কোথায় যাব । রাস্তা তো এটাই । এমন-এমনও আসে । কখনও কখনও তীর লেগে যায় । বাবা এখানকার জন্যও বলেন -- এখানে কোনও অপবিত্রের আসা উচিত নয়। এ হলো ইন্দ্র সভা । এখনও এভাবে আসছে। একদিন এমন অর্ডিন্যান্স জারি হবে, যখন সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত করে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে। তখন বুঝবে এ এমনই এক সংস্থা যেখানে অপবিত্ররা প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ এ কার সভা। আমরা ভগবান, ঈশ্বর, সোমনাথ, বাবুলনাথের কাছে বসে আছি। উনিই পবিত্র করে তোলেন । একদম শেষে গিয়ে অনেক আসবে তখন কোনও হাঙ্গামা ইত্যাদি করতে পারবে না। এই ধর্মের যারা হবে তারাই বেরিয়ে আসবে । আর্থ সমাজও হিন্দু । শুধু মঠ, পন্থকে আলাদা করে দিয়েছে । দেবতারা হলো সত্যযুগে । এখানে সবাই হিন্দু । বাস্তবে হিন্দু বলে কোনও ধর্ম নেই, এই হিন্দুস্তান তো দেশের নাম ।

বাচ্চারা, তোমাদের উঠতে বসতে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । স্টুডেন্টদের পড়া স্মরণে থাকা উচিত, তাই না ! সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে । দেবতা আর তোমাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে । সম্পূর্ণ স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারলে বিষ্ণু কুলের হতে পারবে । তোমরা বুঝেছো যে আমরা এমন তৈরী হচ্ছি। দেবতা হলো ফাইনাল স্টেজ । তোমরা ফাইনাল স্টেজে তখন পৌঁছাবে যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে । শিববাবা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরি করছেন । ওঁনার মধ্যে নলেজ আছে না ! তিনিই তোমাদের তৈরী করেন আর তোমরা তৈরী হও । ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হবে । এখন এই

অলঙ্কার তোমাদের কিভাবে দেব। এখন তোমরা পুরুষার্থী। তারপর তোমরা বিষ্ণু কুলের হবে। সত্য যুগে বৈষ্ণব কুল তাই না! সুতরাং এমন হতে হবে। তোমাদের তো মিষ্টি হতে হবে। যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই ভালো। একটা দৃষ্টান্ত আছে - দু'জনকে লড়াই করতো দেখে একজন সন্ন্যাসী বললেন মুখে চুম্বিকাঠি রেখে দাও, কখনও বের করবে না। রেসপন্স না পেলে লড়াইও হবে না। ৫ বিকারকে জয় করা কোনও মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। কেউ কেউ নিজের অনুভব ব্যক্ত করে বলে আমার মধ্যে অনেক ক্রোধ ছিল, এখন অনেক কমে গেছে। অনেক মিষ্টি (স্বভাব ও ব্যবহারে) হতে হবে। কাল তোমরা এই দেবতাদের গুণের মহিমা করতে। আজ তোমরা বুম্বতে পেরেছো আমরাও তাই হতে চলেছি। নম্বর অনুসারেই হবে। যে সার্ভিস করবে তার নাম নিশ্চয়ই বাবা করবেন। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। আমরাও প্রথমে কিছু জানতাম না, এখন কত নলেজ পেয়েছি। যে ভালো করে ধারণ করতে পারে না তার রিপোর্ট আসে। বাবা এর মধ্যে এখনও কত ক্রোধ। বাবা শুনে বলেন যদি ঈশ্বরীয় (রুহানী) সার্ভিস করতে না পারো তবে স্থূল সার্ভিস করো। বাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করলেও অসীম সৌভাগ্য। একে অপরকে স্মরণ করাও। স্মরণে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। যারা স্মরণে সমর্থ, তাদের চার্ট রাখা উচিত। চার্ট দেখলেই জানা যায়। প্রত্যেকেই বাবা সতর্ক করে থাকেন। বিশ্বে সবাই শান্তি কামনা করে। নিশ্চয়ই কখনও শান্তি ছিল। সত্য যুগে অশান্তির কোনও প্রশ্নই আসে না। মিষ্টি বাবা মিষ্টি বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে মিষ্টি করে তোলে। এখন মিষ্টি কোথায়। চতুর্দিকে মৃত্যু মিছিল লেগে আছে। এই খেলা অনেকবার হয়েছে আর হতেও থাকবে। এর কোনও শেষ নেই। চক্র ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিকর্ম বিনাশ করার জন্য বা আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। স্মরণেই পবিত্র হবে সুতরাং কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের চার্ট তৈরি করতে হবে।

২) দেবতাদের মতো মিষ্টি হতে হবে। যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই শ্রেয়। ঈশ্বরীয় বা স্থূল সার্ভিস করতে করতে বাবার স্মরণে থাকলে অহো সৌভাগ্য।

বরদান:- সেবাতে রত থেকে কর্মাতীত স্থিতির অনুভবকারী তপস্বী মূর্ত ভব সময় কম আর সেবা এখন অনেক রয়েছে। সেবাতেই মায়ার আসার মার্জিন থাকে। সেবাতেই স্বভাব, সম্বন্ধের বিস্তার হয়, স্বার্থও সমাহিত থাকে, তাতে এতটুকুও ব্যালেন্স যদি কম হয় তবে মায়ী নতুন নতুন রূপ ধারণ করে আসবে। সেইজন্য সেবা আর স্ব স্থিতির ব্যালেন্সের অভ্যাস করো। মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় রুপী কর্মচারীদের সেবা নাও, মনের মধ্যে থাকবে কেবল এক বার দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই স্মৃতি ইমার্জ হলে তখন বলা হবে কর্মাতীত স্থিতির অনুভাবী, তপস্বীমূর্ত।

স্লোগান:- কারণ রুপী নেগেটিভকে সমাধান রুপী পজিটিভ বানাও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করবার জন্য যে কোনো প্রকারের ব্যর্থ আর নেগেটিভ সঙ্কল্প, বোল বা কর্মের থেকে মুক্ত হও। ব্যর্থ বা নেগেটিভ - এই বোঝা-ই সদাকালের জন্য ডীপ সাইলেন্সের অনুভব করতে দেয় না। এখন ব্যর্থ বোঝার থেকে সর্বদা হাল্কা হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার হও। বাবার কাছে যা কিছু পড়েছে সেসব অন্যদের পড়াও, যদি ধারণা হয়েছে তবে কাউকে বুঝিয়ে দেখাও"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে বাবার অটল নিশ্চয় আছে? বাচ্চাদেরও সেই কথায় অটল হতে হবে?

*উত্তরঃ - ড্রামার উপরে বাবার অটল নিশ্চয় আছে। বাবা বলেন যা পাস্ট হয়ে গেছে তা হলো ড্রামা। কল্প পূর্বে যা করেছিলে তাই করবে। ড্রামা তোমাকে উপরে নীচে করতে দেবে না। কিন্তু বাচ্চাদের অবস্থা এমন হয়নি তাই মুখ থেকে বের হয় - এমনটা হলে এমন করতাম, জানা থাকলে এই কাজ করতাম না.... বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ করো না, ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করো যেন এমন ভুল আর না হয়।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা নিজে বলেন আমি যখন আসি কেউ জানতে পারে না, কারণ আমি গুপ্ত রূপে আসি। গর্ভে যখন আত্মা প্রবেশ করে, তখন কেউ জানতে পারে না। তিথি তারিখ বের করা যায় না। গর্ভ থেকে বেরোনের তিথি তারিখ থাকে। তো বাবার প্রবেশের তিথি তারিখ জানা যায় না, কখন প্রবেশ করেন, কখন রথে আরুঢ় হন - কিছু জানা যায় না। তিনি যখন কাউকে দেখতেন তখন সে নেশায় চলে যেত। বুঝতে পারত কিছু প্রবেশ করেছে বা কোনো শক্তি এসেছে। শক্তি কোথা থেকে এসেছে? আমি বিশেষ কোনো জপ তপ তো করিনি। একেই বলা হয় গুপ্ত। তিথি তারিখ কিছু নেই। সূক্ষ্ম লোকের (বতনের) স্থাপনা কখন হয়, সেও বলা যায় না। মুখ্য কথা হলো মন্বনাভব। বাবা বলেন "হে আত্মারা তোমরা আমাকে, নিজের পিতাকে আহ্বান করো যে এসে পতিতদের পবিত্র করুন, পবিত্র দুনিয়া রচনা করুন"। বাবা বোঝান ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী যখন আমার আসার সময় হয় তখন চেঞ্জ অবশ্যই হয়। সত্যযুগ থেকে শুরু করে যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব আবার রিপিট করা হবে। সত্যযুগ ত্রেতা নিশ্চয়ই রিপিট হবে। সেকেন্ড সেকেন্ড পার হয়ে যায়। সম্ভব বা বর্ষ পার হতে থাকে। বলা হয় সত্যযুগ পাস্ট হয়েছে। দেখতে পাইনি তো! বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা পার করেছে। তোমরা-ই সবার প্রথমে আমার থেকে দূরে গেছে। সুতরাং এই কথাটিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি যে পুনরায় হুবহু নিতে হবে অর্থাৎ দুঃখ এবং সুখের পার্ট প্লে করতে হবে। সত্যযুগে থাকে সুখ, বাড়ি যখন পুরানো হয় তখন কোথাও ছাদ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কোথাও আরও কিছু হয়। তখন এই চিন্তা হয় মেরামত করতে হবে। যখন অনেক পুরানো হয়ে যায় তখন ধরে নেওয়া হয় বাড়িটা আর থাকার জন্য উপযুক্ত নয়। নতুন দুনিয়ার জন্য এমন বলা হবে না। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলার যোগ্য হও। প্রতিটি বস্তু প্রথমে নতুন পরে পুরানো হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের এইসব কথা ভাবনা তে চলতে থাকে আর কেউ তো এই সবকথা বুঝতে পারবে না। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি শোনাতে থাকে, তাতেই তারা বিজি থাকে। তুমি আমি তো এই সব কাজেই বিজি ছিলাম। এখন বাবা কত বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এমন নয় সবাই যাবে। সবাই মুক্তিধামে বসে থাকবে এমনও নিয়ম নেই। প্রলয় হয়ে যাবে। তোমরা জানো এ হলো পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার হলো অত্যন্ত কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। এখন চেঞ্জ হবে তারপরে শান্তিধামে যাবে। সেখানে সুখ অনুভূতিরও কোনো ব্যাপার নেই। বলা হয়ে থাকে - যজ্ঞে যে বিঘ্ন আসে সেসব তো আসবেই। পরের কল্পেও আসতে থাকবে। তোমরা এখন পাকা মজবুত হয়ে গেছো। এই স্থাপনা বিনাশ কোনো ছোটখাট কাজ নয়। বিঘ্ন কোন বিষয়ে আসে? বাবা বলেন কাম হলো মহা শত্রু এই নিয়েই অত্যাচার হয়। দ্রোপদীর কথা আছে না! ব্রহ্মচর্য নিয়েই সমস্ত খিটখিট। সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে। সিঁড়ি নামতে হবে, পুরানো দুনিয়া হবে নিশ্চয়ই। এইসব কথা তোমরাই বুঝতে পারো এবং স্মরণও করো এবং ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তেও হবে পড়াতেও হবে, টিচার হতে হবে। নলেজ অবশ্যই বুদ্ধিতে আছে, তবেই পড়াশোনা করে টিচার হয়। তারপরে টিচারের কাছে পড়ে যারা বুদ্ধিমান হয় গভর্নমেন্ট তাদের উত্তীর্ণ করে। তোমরাও হলে টিচার। বাবা তোমাদের টিচার বানিয়েছেন। একজন টিচার কি করতে পারে। তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার। তো বুদ্ধিতে নলেজ থাকা উচিত। এই জ্ঞান তো একেবারে সঠিক - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার।

এখন যত তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো ততো লাইট আসতে থাকে। লোকেদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে, কারণ

আত্মা পবিত্র হবে স্মরণের দ্বারা। তখন কারো সাক্ষাৎকারও হতে পারে। বাবা সহযোগ দাতা, বসে আছেন, বাবা হলেন সর্বদাই বাচ্চাদের সহযোগী। পড়াশোনায় আত্মারা নম্বর অনুসারে আছে। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে আমার ধারণা কতখানি হয়েছে। যদি ধারণা আছে তো কাউকে বুঝিয়ে দেখাও। এ হলো ধন, ধন দান না করলে কেউ মানবেনা যে এর কাছে ধন আছে। ধন দান করলে তো মহাদানী বলা হবে। মহারথী, মহাবীর কথা তো একই। সবাই একরকম তো হতে পারবেনা। তোমাদের কাছে অনেকে আসে। এক একজনের সঙ্গে বসে কতো মাথা ঘামাবে? তারা খবরের কাগজ থেকে অনেক কথা শুনে আশ্চর্য হয়। তারপরে যখন তোমাদের কাছে এসে শোনে তখন বলে আমরা পরমত অর্থাৎ অন্যদের মতানুযায়ী কি করেছি, এখানে তো সবকিছু ভালো। এক-একজনকে ঠিক করতে পরিশ্রম লাগে। এখানেও প্রচুর পরিশ্রম লাগে। তবুও কেউ মহারথী, কেউ অশ্বারোহী, কেউ পেয়াদা। এ হলো ড্রামাতে পার্ট। এই কথা তো বুঝতে পারো যে শেষে বিজয় তোমাদের হবে, কল্প পূর্বে যা ছিলে তাই হবে। পুরুষার্থ তো বাচ্চাদের করতেই হবে। বাবা পরামর্শ দেন বোঝানোর চেষ্টা করো। প্রথমে তো শিববাবার মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো - ইনি কে? এঁনার মাথায় জল দেওয়া হয় কেন? তোমরা ভালো ভাবে জানো। গল্প আছে, একজন রাধুনী গেলো উঁনুন জ্বালাবার জন্য চারকোল আনতে আর সেখানে গিয়ে মালিক হয়ে বসলো। এই দৃষ্টান্ত তোমাদেরই। তোমরা যাও মানুষকে জাগ্রত করতে আর তোমাদেরকেই নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকা হয়, তো এমন নিমন্ত্রণ এলে খুশী হওয়া উচিত। কাশী ইত্যাদি স্থানে বড় বড় টাইটেল দেওয়া হয়। ভক্তিতে এমন অনেক মন্দির আছে, এও তো একটা ব্যবসা। কোনো ভালো মহিলা দেখল তো তাকে গীতার শ্লোক আউরিয়া ভালো ইনকাম করে নিল। এর মধ্যে কিছুই নেই। রিদ্ধি সিদ্ধি অনেক শেখ। এমন স্থান গুলিতে তোমাদের যাওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের কখনও শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়। তোমাদের তো গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা হলেন একমাত্র তিনি, তাঁরই মহিমা বর্ণন করতে হবে। তিনি বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো। বাকি মন্মথভবের অর্থ এই নয় যে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করো। মামেকম্ শব্দের অর্থ হলো, এক আমাকেই স্মরণ করো - আমি প্রতিশ্রুতি করছি আমি তোমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করবো। যখন থেকে রাবণ এসেছে তখন থেকে পাপ শুরু হয়েছে। তো উঁচু পদ প্রাপ্ত করার অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। পর্জিশন পাওয়ার জন্য মানুষ রাত দিন কত মাথা ঘামায়, এও হলো পড়াশোনা, এতে কোনো বই হাতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৮৪-র চক্র তো বুদ্ধিতে এসে গেছে। এ কোনো বড় ব্যাপার নয়। এক-এক জন্মের ডিটেল খোঁড়াই বলা হবে। ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মা যে পতিত হয়েছে তাদের পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। সবাইকে এই কথাই বলো মামেকম্ স্মরণ করো। বাচ্চারা বলে বাবা যোগে থাকতে পারিনা। আরে তোমাদের সম্মুখে বলছি - আমাকে স্মরণ করো। তাহলে যোগ শব্দটি তোমরা কেন বলো! যোগ বলো তাই তোমরা ভুলেও যাও। বাবাকে স্মরণ কে না করতে পারে। লৌকিক মাতা পিতাকে কিভাবে স্মরণ করো, ইনিও তো মাতা পিতা। ইনিও পড়েন। সরস্বতীও পড়েন। পড়াচ্ছেন একমাত্র বাবা। তোমরা যত ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ো, ততই অন্যদের বোঝাও। বাবা বলেন শাস্ত্র পড়ে, জপ তপ করে আমাকে পাবে না, তাহলে লাভ কি। সিঁড়ি তো নামতেই থাকো।

তোমাদের কোনো শত্রু নেই। তবুও তোমাদের বোঝানো হয় যে পাপ ও পুণ্য কিভাবে জমা হয়। রাবণ রাজ্য হওয়ার পরেই তোমরা পাপ করা শুরু করেছো। এমনও বাচ্চারা আছে যাদের নতুন দুনিয়া, পুরানো দুনিয়া কি তারা বিষয়টি বোঝাতে পারে না। এখন বাবা বলছেন অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো, তিনি হলেন পতিত-পাবন। বাকি তোমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। ভক্তি মার্গে পা দুটি সদা ঘরের বাইরে থাকতো। স্বামী স্ত্রীকে বলে কৃষ্ণের ছবি তো ঘরেও আছে তাহলে বাইরে কেন যাও? কি তফাৎ আছে? স্বামী হলো পরমেশ্বর, তবু তার কথাও শোনে না। ভক্তি মার্গে অনেক দূরে দূরে উঁচু মন্দির নির্মাণ করে, যাতে মানুষের মনে ভাব আসে। তোমরা বোঝাও মন্দিরে কত ধাক্কা খায়। এ হলো এক রকমের রীতি। শিব কাশীতে তীর্থ করতে যায় কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এখন তোমরা তো বাবার শ্রীমং প্রাপ্ত করো। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। স্বামীর স্বামী পরমেশ্বর বাস্তুবে হলেন একমাত্র তিনি-ই। যাঁকে তোমার স্বামী, কাকা, মামা সকলেই স্মরণ করে তিনি হলেন পতি পরমেশ্বর বা পিতা পরমেশ্বর। তিনি তোমাদের বলেন "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে"। তোমাদের জ্যোতি এখন জাগ্রত হচ্ছে তো তোমাদের দ্বারা মানুষ আলো দেখতে পায়। তাই বাচ্চাদের নামও খ্যাত হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদের নাম বিখ্যাত করেন তাই না! সুদেশ বাষ্টি সুন্দর বোঝায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। পুরুষার্থ খুব ভালো করেছে তাই পুরানোদের থেকেও এগিয়ে গেছে। এতেও বেশী পুরুষার্থ করে এগিয়ে যাবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। হতাশ হওয়া উচিত নয়। পরে আসলেও সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। দিন দিন অনেকে এমন আসতে থাকবে। ড্রামাতে তোমাদের বিজয়ের পার্ট তো আছেই। বিদ্বৎ আসবেই। অন্য সংসঙ্গে এমন বিদ্বৎ আসে না। এখানে বিকার নিয়েই হাস্যামা হয়। কথিত আছে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাও। জ্ঞানের দ্বারা এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবণ রাজ্য হতে পারে না। কত

পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে। রাম রাজ্যের পাশেই রাবণ রাজ্য দেখানো হয়েছে। তোমরা টাইমও দেখাও। এই হল সঙ্গম। দুনিয়া বদলাচ্ছে। স্থাপনা, পালন এবং বিনাশ করান একমাত্র বাবা। এ হলো খুব সহজ, কিন্তু ধারণা পুরো হয় না এবং সব কথা স্মরণে থাকে বাকি জ্ঞান ও যোগ ভুলে যায়। তোমরা হলে উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান। দিন দিন তোমরা সলভেন্ট (সমৃদ্ধ) হতে থাকো। ধন প্রাপ্ত হয়, তাই না ! খরচও হতে থাকে। বাবা বলেন খাজানা ভরতে থাকবে। কল্প পূর্বের মতন তোমরা খরচ করবে। ড্রামা কম বেশী করতে দেবে না। ড্রামার উপরে বাবার অটল নিশ্চয় আছে। যা পাস্ট হয়েছে সব ড্রামা। এমন বলা উচিত নয় যদি এমন হত, এমন করতাম না। এখন সেই অবস্থা আসে নি। কিছু কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, পরে ফীল হয়। বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ কোরো না, ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করো যে এমন ভুল যেন পুনরায় না হয় তাই বাবা বলেন চার্ট লেখো, এতে অনেক কল্যাণ আছে। বাবা এক ব্যক্তিকে দেখেছিলেন যে নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী লিখছিলেন, ভেবেছিলেন বাচ্চারা তার থেকে শিখবে। এখানে তো শ্রীমৎ অনুসারে চললেই কল্যাণ। এখানে মিথ্যা চলতে পারে না। নারদের দৃষ্টান্ত আছে। চার্টের দ্বারা অনেক লাভ হয়। বাবা আদেশ করেন তো বাচ্চাদের সেই আদেশ অনুযায়ী চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের বোঝাতে হবে। জ্ঞান ধন দান করে মহাদানী হতে হবে। কারোর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক না করে বাবার প্রকৃত সত্য পরিচয় দিতে হবে।

২) তোমাদের অতীতের কথা নিয়ে চিন্তন করতে হবে না। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে পুনরায় যেন আর ভুল না হয়। নিজের সত্য প্রকৃত চার্ট রাখতে হবে।

বরদান:- যোগের দ্বারা উচ্চ স্থিতির অনুভবকারী ডবল লাইট ফরিস্তা ভব
তোমরা রাজযোগী বাচ্চারা যোগে উচ্চ স্থিতির অনুভব করে থাকো, হঠযোগী আবার শরীরকে উপরে উঠায়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, উচ্চ স্থিতিতে থাকো, সেইজন্য বলা হয় যোগী উচ্চে থাকে। তোমাদের মনের স্থিতির স্থান হলো উচ্চ, কারণ তোমরা ডবল লাইট হয়ে গেছে। এমনিতেও বলা হয় যে, ফরিস্তাদের পা ধরনীতে থাকে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যার বুদ্ধি রূপী পা ধরনীতে থাকবে না, দেহ বোধে থাকবে না। পুরানো দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ যেন না থাকে।

স্লোগান:- এখন দুয়ার (আশীর্বাদ) খাতাকে সম্পন্ন বানিয়ে তোলা তবে তোমাদের চিত্রের দ্বারা সকলের অনেক জন্মের দুয়া প্রাপ্ত হতে থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করবার জন্য এখনই এখনই আওয়াজে এসে, ডিসকাস করতে করতে, পরিবেশ যেমনই হোক না কেন সেকেন্ডে সকল সংকল্প গুলিকে স্টপ করে আওয়াজের ঊর্ধ্বে, ডিট্যাচড ফরিস্তা স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও। এইমাত্র কর্মযোগী, আবার এখনই ফরিস্তা অর্থাৎ আওয়াজের ঊর্ধ্বে অব্যক্ত সাইলেন্সের অনুভূতি। এই অভ্যাস লাস্ট পেপারে বিজয়ী বানিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের এই শরীরকে ভুলে অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য সুকর্ম করো, কোনো বিকর্ম নয়,"

*প্রশ্নঃ - নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করার জন্য কোন্ তিনজনের মহিমাকে সর্বদা স্মরণে রাখবে?

*উত্তরঃ - ১) নিরাকারের মহিমা ২) দেবতাদের মহিমা ৩) নিজের মহিমা । এখন তোমরা পরীক্ষা করো যে, নিরাকার বাবার সমান পূজ্য হয়েছে কি, তাঁর সব গুণ ধারণ করেছে কি ! আমাদের আচার আচরণ কি দেবতাদের মতো রাজকীয় ! দেবতাদের যে থাওয়া - দাওয়া, তাদের যে গুণ, তা কি আমাদের আছে ? আমাদের যে গুণ, সেইসব গুণকে জেনে তার স্বরূপ হয়েছে কি?

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিবাস স্থান টাওয়ার অফ সাইলেন্সে অর্থাৎ শান্তির শিখরে । হিমালয় পাহাড়ের যেমন শিখর থাকে । সেটা তো অনেক উঁচু হয় । তোমরাও উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকো । ওরা পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিস করে, রেসও করে । পাহাড়ে ওঠাতেও কেউ কেউ কুশলী হয় । সবাই উঠতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের এতে রেস ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজন নেই । আত্মা, যারা পতিত, তাদের পবিত্র হয়ে ওপরে যেতে হবে । একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স । আর সে হলো টাওয়ার অফ সাইন্স । অনেক বড় বড় বোম্ব হয় । তারও টাওয়ার হয় । তারা সেখানে ভয়ানক জিনিস রাখে । বিষ (বিস্ফোরক বস্তু) ইত্যাদি দিয়ে বম্ব তৈরী করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা তোমাদের ঘরের দিকে উড়তে হবে । ওরা তো ঘরে বসে এই বোম্ব নিষ্ক্ষেপ করে, যা সবকিছু শেষ করে দেয় । তোমাদের তো এখান থেকে উপরে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হবে । ওখান থেকেই তোমরা এসেছো, আবার ওখানেই ফিরে যাবে যখন তোমরা সত্বোপস্থান হয়ে যাবে । সত্বোপস্থান থেকে তোমরা তমোপস্থান অবস্থায় এসেছো, এরপর আবার তোমাদের সত্বোপস্থান হতে হবে । যারা সত্বোপস্থান হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারাই আবার অন্যদেরও রাস্তা বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুকর্ম করতে হবে । তোমরা কোনো বিকর্মই করবে না । বাবা কর্মের গতিও বুঝিয়ে বলেছেন । রাবণ রাজ্যে তোমাদের দুর্গতি হয়েছে । বাবা এখন সুকর্ম শেখাচ্ছেন । পাঁচ বিকার হলো অনেক বড় শত্রু । মোহও হলো বিকর্ম । কোনো বিকারই কম নয় । মোহ থাকলেও তোমরা দেহ - অভিমানে আটকে যাও, তাই বাবা কন্যাদের সব বুঝিয়ে বলেন । কন্যা পবিত্রদেরই বলা হয়, মায়েদেরও পবিত্র হতে হবে । তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । সে যদি বৃদ্ধাও হয়, তবুও তো ব্রহ্মারই সন্তান ।

বাবা বুঝিয়ে বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন কুমার - কুমারীর স্টেজ থেকেও উপরে উঠে যাও । যেমন শরীরে এলে তারপর বের হয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম তো করতেই হবে । যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে আর কারোর স্মৃতি যেন না আসে । আমাদের কাছে কি আর আছে । খালি হাতেই তো এসেছি, কিছুই তো নেই । নিজের এই শরীরও নেই । এখন এই শরীরকে ভুলতে হবে । অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে । তোমরা ট্রাস্টি হও । বাবা বলেন, তোমরা ঘোরো, বেড়াও কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ করো না । মানুষ অনেক দানও করে । খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত দানী । হসপিটাল, ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়েছে । যে অনেক দান করে, সে গভর্নমেন্ট থেকে টাইটেলও পায় । প্রথমে টাইটেল হয় - "হিজ হোলিনেস, হার হোলিনেস ।" হোলি পবিত্রকে বলা হয় । দেবতারা যেমন পবিত্র ছিলেন, ঠিক তেমন হতে হবে । তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকবে । অনেকেই বলবে, এ কেমন করে হতে পারে । ওখানেও তো সন্তানের জন্ম হয় । সুতরাং তৎক্ষণাৎ বলা যে, ওখানে রাবণ নেই । রাবণের দ্বারাই এই বিকারের দুনিয়া হয় । রাম বাবা এসেই আবার পবিত্র করেন । ওখানে কেউই পতিত হয় না । কেউ কেউ বলে, পবিত্রতার কথা বলাও উচিত নয় । এই শরীর কিভাবে চলবে । মানুষ এও জানে না যে, একসময় পবিত্র দুনিয়া ছিল । এখন এই দুনিয়া অপবিত্র । এই খেলা হলো বেশ্যালয় আর শিবালয়ের, পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার । প্রথমে থাকে সুখ, তারপর দুঃখ । এই কাহিনী হলো, কিভাবে রাজস্ব পাওয়ার আর হারানোর । এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । আমরা হেরে গিয়েছিলাম আবার আমাদের জিত পেতে হবে । আমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত । নিজের অবস্থাকে তৈরী করার প্রয়োজন । বাড়িঘরে থেকে, সবকিছুর দেখাশোনা করেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । কোনো অপবিত্র কাজই করবে না । অনেকের মধ্যেই খুব বেশী পরিমাণে মোহ থাকে । নিজের প্রতি নজর দেওয়া উচিত যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি ছাড়া অন্য কাউকেই ভালোবাসব না, তাহলে অন্যদের কেন ভালোবাসো । যে প্রিয়র থেকেও প্রিয় , তাঁকে স্মরণে আসা উচিত । তখনই অন্য সমস্ত দেহের সম্বন্ধ ভুলে যাবে ।

সবাইকে দেখে এই কথা মনে করো যে, আমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছি। এ সবই হলো কলিযুগী বন্ধন। আমরা দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছি। আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এমন জ্ঞান নেই। তোমরা যদি বাবার স্মরণে খুব ভালোভাবে থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। যতটা সম্ভব বন্ধন কম করতে থাকো। নিজেকে হাঙ্কা করে দাও। বন্ধন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। এই রাজ্য লাভ করতে খরচের প্রয়োজন নেই। তোমরা খরচা ছাড়াই বিশ্বের রাজস্ব নাও। ওদের বারুদ, সৈন্য এর উপর কতো খরচ হয়। তোমাদের কিছুই খরচা নেই। তোমরা যা কিছুই বাবাকে দাও, তা দাও না বরং তোমরা বাবার থেকে নাও। বাবা তো হলেন গুপ্ত। তিনি শ্রীমত দেন যে, মিউজিয়াম খোলো, হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলো, যার থেকে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারো। যোগের দ্বারা তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হয়ে যাও। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের হেলথ, ওয়েলথ আর তার সঙ্গে হ্যাপিনেস তো আছেই। এক সেকেন্ডে কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাবে, সেকথা এখানে এসে বোঝো। দ্বারেই তোমরা বোঝাতে পারো। দ্বারে যেমন ভিক্ষা চাইতে আসে। তোমরাও তেমনই ভিক্ষা দাও, যাতে মানুষ একদম ধনী হয়ে যায়। যে কেউই হোক না কেন, তোমরা জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভিক্ষা চাও? আমরা তোমাদের এমন ভিক্ষা দেবো যে, জন্ম - জন্মান্তর তোমরা ভিক্ষা চাওয়ার হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জানলে তোমরা এমন হতে পারো।

তোমাদের এই ব্যাজও কামাল করতে পারে। এক সেকেন্ডে অসীম জগতের উত্তরাধিকার তোমরা এর দ্বারা যে কাউকেই দিতে পারো। তোমাদের সর্ভিস করার প্রয়োজন। বাবা তোমাদের এক সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক বানান। এরপর সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। ছোটো - বড় সবাইকেই বলা হয় যে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। ট্রেনেও তোমরা ব্যাজের উপরে সর্ভিস করতে পারো। ব্যাজ তোমরা সবসময় লাগিয়ে রাখো, এর উপরে তোমরা বোঝাতে পারো যে, তোমাদের দুইজন বাবা। দুইজনের থেকেই তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও। ব্রহ্মার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। তিনি হলেন মাধ্যম। এনার মাধ্যমেই বাবা তোমাদের শেখান আর অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। প্রতিটি মানুষকে দেখে বুঝে তবে বোঝানো উচিত। যাত্রাতেও তো অনেকেই যায়। ওইসব হলো শরীরের যাত্রা। আর এ হলো আত্মিক (রুহানী)। এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। শরীরের যাত্রায় তো মানুষ ধাক্কা খেতে থাকে। তোমাদের সঙ্গে যেন সিঁড়ির চিত্রও থাকে। সর্ভিস করতে থাকলে তোমাদের ভোজন ইত্যাদিরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। বলা হয়, খুশীর মতো খাবার নেই। ধন না থাকলে তাদের প্রতি মুহূর্তে খিদে পায়। ধনবান রাজাদের যেমন পেট ভরা থাকে। তোমাদের চলন খুবই রাজকীয় হওয়া উচিত। কথাবার্তাও ফাস্টক্লাস হওয়া উচিত। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন কি হতে চলেছি। ওখানে থাওয়া - দাওয়া ইত্যাদি খুবই রাজকীয়ভাবে হয়। অসময়ে কেউই থায় না। অনেক রাজকীয়তা আর শান্তির সঙ্গে থায়। তোমাদের এই সমস্ত গুণই শেখা উচিত। নিরাকারের মহিমা, দেবতাদের মহিমা আর নিজের মহিমা, এই তিনকে পর্যবেক্ষণ করো। এখন তোমরা বাবার সমান গুণী তৈরী হচ্ছে। এরপর দেবতাদের সমান গুণবান হবে। তাই সেই গুণ এখনই ধারণ করা উচিত। এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করছো। এ কথাটি খ্যাত আছে যে - শান্তির সাগর --- প্রেমের সাগর, বাবা যেমন পূজ্য, তেমনি তোমরাও পূজ্য। বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। তোমাদের তো ডবল পূজা হয়। এই সব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের মহিমাও বোঝানো হয় যে, পুরুষার্থ করো, এমন হও। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এমন হয়েছি কি? আমরা যেমন অশরীরী এসেছি তেমনই অশরীরী হয়েই যেতে হবে। শাস্ত্রেও আছে যে, লাঠিও ছাড়া। এতে কিন্তু লাঠির কথা নেই। এখানে তো শরীর ত্যাগ করার কথা। বাকি সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের কথা। এখানে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয়।

বাম্বারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছো, তোমরা জানো যে, মানুষ কতখানি গুরু শৃঙ্খলে আবদ্ধ। গুরু অনেক প্রকারের আছে। এখন তোমাদের না গুরুর প্রয়োজন আর না অন্যকিছু পড়ার। বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন --- মামেকম স্মরণ করো (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো)। এই অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। তোমরা এখানে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। এখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। ওখানে মনে করবে যে, বাবা মধুবনে বসে আছে। আমাদের আত্মা যেমন আসনে আসীন আছে, বাবার আত্মাও এই আসনে আসীন আছে। বাবা কোনো গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি হাতে নেন না। এমনও নয় যে তিনি (ব্রহ্মাবাবা) কোনো কিছু কণ্ঠস্থ করে শোনাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা তো অমন কণ্ঠস্থ করে। ইনি (শিব বাবা) তো হলেন জ্ঞানের সাগর। ইনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন। শিববাবা কখনো কি কোনো স্কুলে বা সৎসঙ্গে গিয়েছেন? বাবা তো সবকিছুই জানেন। কেউ কেউ বলে, সায়েন্স নাকি সবকিছু জানে? বাবা বলেন, সায়েন্স দিয়ে আমরা কি করবো। মানুষ আমাকে ডাকে যে, তুমি এসে পতিতদের পবিত্র বানাও, এতে সায়েন্স কেন শিখবো। মানুষ বলবে, শিববাবা কি অমুক শাস্ত্র পড়েছেন? আরে, তাঁকে তো বলা হয় জ্ঞানের সাগর। ও সব তো হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ,

চক্র, গদা, পদ্ম দিয়ে দিয়েছে। মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না। বাস্তবে এই অলংকার ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত। সৃষ্টি লোকে(বতনে) তো এই শরীর থাকে না। ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারও ঘরে বসে অনেকেরই হয়। কৃষ্ণেরও সাক্ষাৎকার হয়। এর অর্থ হলো, এই ব্রহ্মার কাছে যাও তাহলে কৃষ্ণের সমান হতে পারবে বা কৃষ্ণের বংশে আসতে পারবে। সেটা তো কেবল প্রিন্সের সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা যদি খুব ভালো করে পড়ো, তাহলে এমন হতে পারবে। এই হলো এইম অবজেক্ট। স্যাম্পল তো একজনকেই বানানো হবে, তাই না। একে মডেল বলা হয়। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে, নর থেকে নারায়ণ বানাতে। প্রথমে তো অবশ্যই প্রিন্স হবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছিলো যে, কৃষ্ণ মাখন খেয়েছিলো, বাস্তবে এ হলো বিশ্বের বাদশাহীর গোলক (গ্লোব)। বাকি চাঁদ ইত্যাদি কিভাবে মুখে দেখাবে। বলা হয় যে, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে সৃষ্টির যে মালিক তার মুখে মাখন দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেদের দেখো যে, আমরা এমন হয়েছি কি হইনি। এই পড়া হলো রাজপদের জন্য। প্রজা পার্শালা বলবেই না। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পার্শালা। গডলী ইউনিভার্সিটি। ভগবান এখানে পড়ান। বাবা বলেছেন যে, লেখো ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ব্র্যাকেটে লেখো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু এই কথা লিখতে তোমরা ভুলে যাও। তোমরা যতই তাদের ব্রহ্মাকুমারীস এর পুস্তক ইত্যাদি দাও না কেন, তারা কিছুই বুঝবে না। সামনে বসে বোঝাতে হয়। অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়। জন্ম - জন্মান্তর তোমরা জাগতিক সীমিত (হদের বর্সা) উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো। তোমরা ব্যাজের উপরেও বোঝাতে পারো। কেউ কেউ তোমাদেরকে নিয়ে হাস্যহাসিও করতে পারে। তোমরা দু'জন বাবার কথা সেই সময় বলতে পারবে। এমন অনেকেই আছে যারা নিজের বাচ্চাদের বোঝায়। বাচ্চারাও বাবাকে বোঝাতে পারে। স্ত্রী তার পতিকে নিয়ে আসে। কোথাও কোথাও আবার ঝগড়াও করে। এখন তোমরা জানো যে, তোমরা সব আত্মারা হলে সন্তান। তোমরাই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী। লৌকিক জগতে মেয়েরা বিয়ে করে অন্য বাড়িতে যায়, একে কন্যাদান বলা হয়। অন্যকে তো দিয়ে দেয়, তাই না। এখন তো ওই কাজ তোমরা করবে না। ওখানে স্বর্গেও কন্যারা অন্য গৃহে যায়, কিন্তু তারা পবিত্র থাকে। এ হলো পতিত দুনিয়া আর ওই সত্যযুগ হলো শিবালয়, পবিত্র দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা। তোমরা স্বর্গে তো অবশ্যই যাবে, এ তো সম্পূর্ণ পাকা। বাকি পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা অমুকের মতো সার্ভিস করি তো? এমন নয় যে ব্রাহ্মণী (টিচার) চাই। নিজেই টিচার হও। আচ্ছা!

বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে। বাকি বাবা কারোর থেকে অর্থ নিয়ে কি করবেন। তোমরা মিউজিয়াম ইত্যাদি খোলো। বাড়িঘর ইত্যাদি তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। বাবা তো ব্যবসায়ী, তাই না! তিনি হলেন শেয়ারের দালাল (শরফ)। তিনি দুঃখের শৃঙ্খল মুক্ত করে সুখ প্রদান করেন। এখন বাবা বলছেন, অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অল্পই বাকি আছে - তোমরা দেখতে থাকবে, অনেক বিপর্যয় হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ট্রাস্টি আর অনাসক্ত হয়ে থাকো। কোনো ব্যর্থ খরচ করো না। নিজেদের দেবতার মতো পবিত্র বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকো।

২) একমাত্র সেই প্রিয়র থেকেও প্রিয় জিনিসকে (বাবাকে) স্মরণ করো। যতটা সম্ভব কলিযুগী বন্ধনকে হাল্কা করতে থাকো। বন্ধন বাড়িও না। তোমরা সত্যযুগী দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছ, এই খুশীতেই থাকো।

বরদানঃ:- পুরানো স্বভাব-সংস্কারের বোঝাকে সমাপ্ত করে ডবল লাইট হয়ে থাকা ফরিস্তা ভব যখন বাবার হয়ে গেছে তখন সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে দাও। পুরানো স্বভাব-সংস্কারের এতটুকু বোঝাও যদি থেকে যায় তবে উপর থেকে নীচে নিয়ে আসবে। উডতি কলার অনুভব করতে দেবে না। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সব কিছু দিয়ে দাও। এই রাবণের প্রপাটি নিজের কাছে রাখলে দুঃখই পাবে। ফরিস্তা অর্থাৎ যার কাছে এতটুকুও রাবণের প্রপাটি থাকে না। সব পুরানো খাতাকে ভস্ম করো, তবেই বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

স্লোগানঃ:- নির্ভয় আর হাসিখুশী মনে অসীম জগতের খেলাকে দেখলে কোনো অস্থিরতা আসবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্থা স্থিতির অনুভব করো -

যেমন ব্রহ্মা বাবাকে চলতে ফিরতে থাকা ফরিস্থা, দেহ বোধ রহিত অনুভব করেছো, কর্ম করছেন, কথাবার্তা বলছেন, ডায়েরেশন দিচ্ছেন, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে করতেও দেহ বোধের থেকে ডিট্যাচ, সূক্ষ্ম প্রকাশ রূপের অনুভব করিয়েছেন, এই রকমই ফলো ফাদার করো। সর্বদা দেহ বোধের থেকে ডিট্যাচ থাকো, সকলেই যেন তোমার ডিট্যাচ রূপকেই দেখতে পায়, একেই বলা হয় দেহ থেকেও ফরিস্থা স্থিতি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"এই নতুন বছর মুক্তি-বর্ষ উদযাপন করো, সফল করো - সফলতা প্রাপ্ত করো"

আজ বাপদাদা নিজের নব জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, নব যুগের রচয়িতা আত্মাদের নতুন বছরের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দুনিয়ার জন্য নতুন বছর আরম্ভ হচ্ছে, তোমরা সব বাচ্চার মনে নব যুগের স্মৃতি আসছে। যেমন নতুন বছর কাল আসতে চলেছে, তেমনই নব যুগও কাল আসবে। এমন স্মৃতি কি আসে তোমাদের যে, আমাদের নতুন যুগ আগত প্রায়? যেমন, আজ নতুন বছরের জন্য মনুষ্য আত্মাদের হৃদয়ে খুশি রয়েছে, অল্পকালের উৎসাহ রয়েছে, তেমনই নব যুগ আগমনের সদাকালের খুশি তোমরা সব আত্মার মধ্যে রয়েছে? এমন মনে হয় কি ব্যস্ আজ আর কালকের ব্যাপার? আজ পুরানো যুগ, কাল নব যুগ সামনে দাঁড়িয়ে আছে? ড্রামা অনুসারে, আজ আর কালকের বিষয়, এমন স্পষ্ট স্মৃতি অনুভব হয় তোমাদের? নাকি শুধু নতুন বছর উদযাপন করতে এসেছো? নতুন বছর নব যুগের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা হৃদয়ে থাকে কি যে, কাল তোমরা কি হতে চলেছো? নিজের নতুন শরীররূপী ড্রেস সামনে আসে? মনে আছে, তোমাদের নতুন শরীর নতুন যুগে কীরকম সুন্দর ছিল? কেমন যুগ ছিল, কেমন রাজ্য ছিল, প্রকৃতি কেমন দাসী ছিল, সতোপ্রধান ছিল! সেই রাজ্য অধিকারী স্থিতি স্পষ্ট? বোধগম্য হচ্ছে, সেই দুনিয়া কত সুন্দর? এক সেকেন্ডে নিজের রাজ্য অধিকার অনুভব করতে পারো নাকি অনুভব করছো? ব্যস্! এক সেকেন্ডে নব যুগে চলে যাও। কীভাবে যেতে হয় জানো তোমরা? কত বার এই রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করেছো, মনে আছে তোমাদের? অনুভব করো নিজের রাজ্য কত সুন্দর, অনুপম! স্বতন্ত্রও আবার মনোরমও বটে! সুতরাং সেকেন্ডে শুধু আমাদের রাজ্য আর আমাদের বিশ্ব রাজ্য অধিকারী-স্বরূপের স্মৃতিতে এসো। লোকে নতুন বছরে একে অপরকে অল্পকালের গিফ্ট দিয়ে থাকে আর বাবা গিফ্ট দেন নব যুগের, বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারের। এই অবিনাশী গিফ্ট এই সময় বাবার দ্বারা তোমাদের সবার জন্য অটল ভবিতব্য হয়ে যায়। যে ভবিতব্যকে কেউ টলাতে পারে না। অচল, অখন্ড। তো এমন গিফ্ট প্রাপ্ত হয়েছে তো না? সুতরাং এই গিফ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, কোনো ডাকাতি এই গিফ্ট যেন না নিয়ে যায়! তোমাদের সবার কাছে ডবল লক আছে তো না? আজকাল সিঙ্গল লক চলে না, ডবল লক দরকার। গডরেজ-এর লক নয়, গডের লক চাই। তো গড এইরকম লক তোমাদের দিয়েছেন যা কেউই ভাঙতে পারে না। যদি গডিমসি করো তো দস্যু আসবে। দস্যুও হুঁশিয়ার হয়, তারাও জেনে যায় যে, এদের লক আজ আলাগা রয়েছে, সেইজন্য নিশ্চেষ্ট হয়ো না।

তো এই নতুন বছরে স্ব-এর জন্য এবং সেবার জন্য কোনো নতুন প্ল্যান বানিয়েছো? কনফারেন্স করতে হবে, মত বিনিময় করতে হবে, সে' তো আছেই। নতুন প্ল্যান কী বানিয়েছো? বাপদাদা এই নতুন বছরে, দেশ এবং বিদেশের ভ্যারাইটি বর্গের বিশেষ আত্মাদের একটি পুষ্পস্তবক দেখতে চান। বর্গের সেবা তো অনেক করেছে, তাই না, এখন প্রতিটা বর্গ থেকে এমন একেক রত্ন তৈরি করো, একটাও বর্গ যেন মিস না হয়, কেন? এখন যখন সময় কাছে চলে আসছে তো কোনও বর্গের কেউ দোষারোপ যেন না করতে পারে যে আমাদের বর্গ বাদ রয়ে গেছে। প্রত্যেক বর্গ থেকে বিশেষ কোয়ালিটির কেউ একজন হবে যে মাইকের কাজ করতে পারে, কারণ যেভাবে সময় কাছাকাছি এগিয়ে আসছে তো সব পেশার (বর্গ) লোক, সব ধর্মের সব লোকের মুখ থেকে এক আওয়াজ বের হোক যে, বাবা এসে গেছেন, কেননা এই সঙ্গমযুগেই সব ধর্ম-স্থাপক আত্মাদের অথবা সমূহ বর্গের আত্মাদের মধ্যে বীজ বপন হতে হবে। তারা এত পাওয়ার নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাবে যা আবার সময়মতো নিজের নিজের বর্গের বা ধর্মের ইনভেন্টর (রচয়িতা) হবে। সেইজন্য সব বীজ তোমাদের প্রস্তুত করতে হবে, যা সময়মতো নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টের নিমিত্ত হবে, কেননা বীজ হলেন বাবা আর তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা কান্ড, সমুদয় আত্মা বীজ আর কান্ড থেকেই বের হয়। অতএব, বিদেশেরও এবং দেশেরও এমন পুষ্পস্তবক তোমরা বাবার সামনে নিয়ে এসো। প্রতিটি রকমের স্যাম্পল আনতে হবে, স্যাম্পল থেকে অন্য অনেকে আপনা থেকেই তৈরি হয় ... কিন্তু প্রত্যেকে যেন পাওয়ারফুল মাইক তৈরি হয়, বীজ বলো, ধর্ম বলো বা বর্গ কিংবা ভ্যারাইটি ফুলের স্তবক বলো, প্রস্তুত হওয়া দরকার। কেউই যেন মিস না হয়, তবেই বলা যাবে বিশ্ব কল্যাণকারী বা সকল আত্মার উদ্ধারকারী নিমিত্ত আত্মা। সর্ব-সম্প্রদায়ের একটা শাখাও কম হওয়া চলবে না, সমুদয় শাখা প্রয়োজন। হতে পারে তোমাদের নব যুগে কোনো বর্গ থাকবে না, কিন্তু সেই আত্মাদের মধ্যে থেকে যারা দ্বাপর কিংবা কলিযুগে ইনভেন্টর নিমিত্ত হয়, সেই আত্মাদের শক্তি তোমাদের দ্বারাই প্রাপ্ত হবে। যেভাবে সকল ধর্ম পিতাগণ তোমাদের সামনে বাবার ধ্বজা, প্রত্যক্ষতার ধ্বজা উত্তোলনে সহযোগী হবে, ঠিক সেইভাবেই সমূহ বর্গের সকলেও প্রত্যক্ষতার ধ্বজা উত্তোলনে সহযোগী হবে, তখন বলা যাবে সকলের সহযোগের দ্বারা সুখময় দুনিয়ার স্থাপন। তারা সহযোগী হচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে এখন বিশেষ আত্মাকে সহযোগে

সামনে এগিয়ে যেতে দাও, নিমিত্ত বানাও। নিমিত্ত বানানোর বীজ বপন করো। বুঝেছো, কী করতে হবে? বিদেশেও এখন আই. পি. কিংবা ভি.আই. পি.র কানেকশন সহজ হয়ে গেছে, তাই না! কঠিন নয় তো না? কঠিন নাকি সহজ? তো তোমরা সবাই যখন পরের নিউ ইয়ারে আবার আসবে তখন পরবর্তী নিউ ইয়ারের উপহার হিসেবে বাপদাদা এমনই ফুলের তোড়া দেখতে চান। এক বছর আছে, সেটা কম নয়। দেশের তোমরাও করবে, বিদেশের তোমরাও করবে। (হ্যাঁ বাবা) অবশ্য করবো। বলো, হয়েই রয়েছে। শুধু নিমিত্ত হতে হবে। ডবল বিদেশি বলো। সব বিদেশি তালি বাজাও। আচ্ছা - দেখবো প্রথমে কে তৈরি করে, দেশ নাকি বিদেশ! এছাড়া, কত বড় স্ববক তৈরি করতে পারো দেখবো! ঠিক আছে তো না? চতুর্দিকে শুনছে। দেশেও শুনছে, বিদেশেও শুনছে। এখন আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের মনে প্ল্যান তৈরি হচ্ছে - এটা করবো, এটা করবো। আচ্ছা - এটা তো হলো বিশ্ব সেবা।

স্ব-এর জন্য কী করবে? সেই প্ল্যানও হবে তো না? কেননা, যদি স্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান তৈরি না করো তবে বিশ্ব সেবাতে সকাশ প্রাপ্ত হবে না। সেইজন্য বাপদাদা সবার হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা জেনে এটাই বলবেন যে, প্রতিটি উৎসবে বাচ্চারা, হতে পারে তারা সিলভার জুবিলির, অথবা আরও যা যা জুবিলী হওয়ার আছে, সবাই হৃদয় থেকে, উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের মনে বাবার কাছে এটা প্রতিজ্ঞা করেছে আমরা বাবা সমান হয়েই দেখাবো। সবাই তোমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছে তো না? ডবল ফরেনার্স প্রতিজ্ঞা করেছে? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) আচ্ছা অভিনন্দন। খুব মিষ্টি, খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা তো করেছে। এবারে শুধু পালন করতে থাকো। সেই সময় যারা প্রতিজ্ঞা করে, খুব উৎসাহ-

উদ্দীপনার সাথে করে, তাদের মনোবলও খুব প্রবল থাকে, তারপরে কী হয়? মায়া কখনো ইঁদুরের রূপে

এসে যায়, কখনো বিড়ালের রূপে এসে যায়, বিড়াল কী করে? ম্যাও ম্যাও করে, তাই না? তাহলে, বাচ্চারা কী করে? ম্যায় ম্যায় ম্যায় (আমি আমি আমি), সুতরাং বিড়ালের এই ম্যাও-ম্যাও ক'রো না। ইঁদুর কী করে? ইঁদুর নির্বুদ্ধি হয়ে যা পায় তাই খেয়ে নেয়, কেটে দেয়। তো মায়াও বাচ্চাদের সমূহ ভান্ডার কেটে খেয়ে নেয়। কখনো বাঘ এসে যায়, বাঘ কী করে? যারা নিষ্ঠুর তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার ঘটায়। সর্বশক্তিমান বাচ্চাদের নিরাশ করে তোলে। এমন ক'রো না, আসতে দিও না, ডবল লক লাগিয়েই রেখো। এই বছর কাউকেই আসতে দিও না।

সকল বিষয় থেকে মুক্ত-বছর হিসেবে এই বছর উদযাপন করো। মুক্তি বছর। যখন এই মুক্তি বছর উদযাপন করবে তখন মুক্তিধামে যাবে। এর জন্য কী করবে? খুব ছোট একটা ব্যাপার, বড় ব্যাপার নয়। বাপদাদা শুধু ছোট একটা স্লোগান দিচ্ছেন "সফল করো, সফলতা প্রাপ্ত করো।" বুঝেছ! সফল করো, সফলতা প্রাপ্ত করো - কী সফল করতে হবে? যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, নিজের যা প্রপার্টি আছে - সময়, সঞ্চয়, শ্রাস অথবা তন-মন-ধন সফল করো, না ব্যর্থ নষ্ট করো, না সময়ের জন্য সংরক্ষণ করো। সঞ্চয়কেও সফল করো। একেকটা সঞ্চয় তোমাদের প্রপার্টি। যেমন, ধন স্থূল প্রপার্টি, তেমনই সূক্ষ্ম প্রপার্টি হলো সময়, শ্রাস, সঞ্চয়। একটা সঞ্চয়ও যেন ব্যর্থ না হয়, সফল হতে হবে। হয় তা' মন্ডা সেবা দ্বারা, অথবা বচন দ্বারা, কিংবা কর্ম দ্বারা - চেক করো, কতটা সফল করেছে! কতটা জমা করেছে! তাছাড়া, বাপদাদা এই বছর এই বিশেষ বরদান দিচ্ছেন - সফল করো আর পদমণ্ডন সফলতার অনুভব করো। এই প্রত্যক্ষ ফল সহজভাবে প্রাপ্ত করতে পারো, শুধু নির্মল হৃদয় দিয়ে। প্রকৃত হৃদয়ের প্রতি ভোলানাথ বাবা খুব সহজে প্রসন্ন থাকেন, সেইজন্য সফল করো। জ্ঞান ধন, সমূহ শক্তির ধন, গুণের ধন সবসময় সফল করো। সফল করতে জানো তোমরা নাকি একপাশে সরিয়ে রাখতে কিংবা সামলে রাখতেই বেশি জানো? সরিয়ে রেখো না, ব্যবহার করো। যখন বলো যে সব কিছু অকস্মাৎ হবে, এভাররেডি হতে হবে, তখন যা কিছু তোমাদের আছে তা' সফল করো। বাপদাদার চাই না, নিজের জন্য জমা করো। বাপদাদা তো দাতা, কিন্তু সফল করা অর্থাৎ জমা করা, কেননা, বাপদাদা সময় অনুসারে জমা করার খাতা দেখেছেন, প্রত্যেক বাচ্চার জমা করার খাতা বাপদাদার কাছে আছে। তো জমার খাতায় কী দেখেছেন? কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে বা বলে অনেক আছে - আমাদের এটাও জমা আছে, এটাও জমা আছে, জমার খাতা বাইরে থেকে অনেক বর্ণন করে কিন্তু বাবার জমার খাতায় যে যতটা বলে, মনে করে তা' থেকে অনেক কম জমা আছে। কেন? সেই প্রথম পাঠ, "আমি আর আমিহুতাব।" আমি করেছে, এই সেবা আমার, এটা আমার কার্য। তো জমা করার সময়ে, তারা মনে করে যে জমা করছি, কিন্তু তা' অটোমেটিক্যালি জমার খাতা থেকে বেরিয়ে ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যায়। এটা অটোমেটিক সূক্ষ্ম মেশিনারি। বাবা করিয়েছেন, বাবার সেবা, আমার সেবা নয়। আমি করেছে, না। বর্ণন ক'রো না, আমি এটা করেছে, আমি এটা করি ... এই আমি আমি নয়। বাবা, বাবা, বাবা বলো তো পদমণ্ডন জমা হয়ে যাবে।

আর যদি আমি আমার বলবে তো ট্রান্সফার হয়ে ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যাবে। এই অটোমেটিক মেশিনারি খুব ফাস্ট, তোমরা জানতেও পারো না। এর চেকিংও অতি উদার হৃদয়ে, আমিষ্ববোধ থেকে পৃথক হয়ে যারা করবে তারাই করতে পারবে। যখন আদি রত্নসমূহ শুরুতে স্থাপনের জন্য বেরিয়েছিল, সেবাতে বেরিয়েছিল তখন তাদের কোন ভাব ছিল? কী বোল নির্গত হতো? আমিষ্বভাব ছিল? বাবা বাবা বলেছে তখনই বাবার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) হয়েছে, তারা আজ সেবার মূলকারণ হয়েছে, বাবা বাবা বলার এটা প্রমাণ।

এখন বাপদাদার কাছে ওয়ারিশ কোয়ালিটি (heir/উত্তরাধিকারী) খুবই কম আসে, কেন? বাবা আর আমিষ্ব ভাব মিশ্র হয়ে রয়েছে, সেইজন্য এই বছর বাপদাদা উদার চিতে বরদান দিচ্ছেন যে - যত যত বেশী পরিমাণে জমা করতে চাও তত বেশী করে জমা করে নাও। সফল করো সফলতা মূর্ত হও। আচ্ছা।

এখন কোন উৎসব পালন করেছে? সিলভার জুবিলী। যারা সিলভার জুবিলী পালন করেছে তারা হাত তোলো। যারা তাদের সেরীমনি পালন করেছে তারা হাত তোলো। ডবল সেরীমনি পালন করেছে তোমরা। ভারতেরও, বিদেশেরও। খুব ভালো এই সেরীমনি পালন করা অর্থাৎ নিজেকে নিজে পাক্ষা প্রতিজ্ঞার স্ট্যাম্প লাগানো। সেরীমনি পালন করেছে, বাপদাদারও এই দৃশ্য ভালো লাগে। তার সাথে সাথে তোমরা যে সংকল্প করে থাকো, তাতে এই রকম অলমাইটি গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগাও যাতে তা সদা অবিনাশী, অটল থাকে। পালন করা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। তো এই রকম পাক্ষা স্ট্যাম্প লাগিয়েছো? নাকি অস্পষ্ট স্ট্যাম্প লাগিয়েছো? পাক্ষা লাগিয়েছো? যে সব কুমার নিজের সিলভার জুবিলী পালন করেছে, তারা হাত তো খুব ভালোই নাড়াচ্ছে, তারা নিশ্চিত যে তারা তাদের সিলভার জুবিলী পালন করেছে? খুব ভালো। এই দৃশ্যকে ভুলে যেও না। যখনই কোনো দুর্বলতা এসে উপস্থিত হবে, তখন নিজের উৎসবের ফটোকে সামনে নিয়ে এসো। প্রত্যেকেরই ফটো তোলা হয় তো না? সবাই পাও তো? তো এমনিই ফটো তোলা হয় না, বিশেষ উদ্দেশ্যে তোলা হয়। ফটো এইজন্যই তোলা হয়, যাতে সেই রকম কোনও সময় এলে যাতে ফটোকে সামনে রাখতে পারো, এই রকম নয় যে, আলমারীতে বন্ধ করে রেখে দিলে যে সময় কালে মনেই পড়লো না। এ হলো সবথেকে বড় সওগাত, এ হলো স্মৃতিকে স্মরণ করবার চিহ্ন। আচ্ছা।

ডবল ফরেনার্স কী চমৎকারিষ্ব দেখাবে? ডবল ফরেনার্স এমন চমৎকারিষ্ব করে দেখাও যে, এই রকম আত্মাদেরকে সন্দেশ দাও যারা ভারতের জন্য মাইক হবে, কারণ ভারতের মাইকেরও প্রভাব রয়েছে, কিন্তু ফরেনার্স মাইকেরও ডবল প্রভাব পড়বে। তো ডবল ফরেনার্সদের এই রকম মাইক তৈরী করতে হবে। করবে? সামনে বছর মাইক আসা চাই। এই রকম নয় যে কেবল ভাষণ করে চলে গেলো। না। সম্বন্ধ যাতে সমীপ হয়। জ্ঞান, যোগে যদি নিয়মিত নাও হয়, কিন্তু এটা যেন মানে যে, এটা সত্যিই ঈশ্বরীয় কার্য আর জীবনও এই রকমই বানানো উচিত, কিন্তু আমার মধ্যে সেই সাহস কম রয়েছে। তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। অন্যদের নিমিত্ত মাইক হতে হতে সে নিজেই তৈরী হয়ে যাবে। এমনিতে সোজাসুজি স্টুডেন্ট হবে না সে, কিন্তু সেবার বল এর দ্বারা অন্যদের নিমিত্ত হবে, তার প্রভাব থেকে সে নিজেও হয়ে উঠবে। তাহলে ডবল ফরেনার্সরা শুনলে? এখন দেখা যাক কোন্ দেশ নিমিত্ত হয়। যে দেশই নিমিত্ত হবে, তাকে তখন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে।

সকল নব যুগের বিশ্ব অধিকারী, নব জীবনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা সফল করার ফলে সফলতামূর্ত হয়ে ওঠা আত্মাদেরকে, সদা নিজ কৃত প্রতিশ্রুতিকে সাকার স্বরূপ প্রদানকারী অচল, অখন্ড স্বরূপ আত্মাকে, সদা উৎসবে থেকে অন্যদেরকেও উৎসবের দ্বারা উৎসাহিত করে থাকা আত্মাদেরকে, বাপদাদার নব বর্ষ আর নব যুগের স্থাপনার জন্য অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। তার সাথে সাথে যে সকল বাচ্চারা সাহস রেখে অগ্রসর হয়েছে, সাহসী বাচ্চারা আর সহায়ক বাবা, এইরূপ সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

(রাত্রি ১২ টার পর বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে পুনরায় নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন)

বিশ্বের কোণায় কোণায় থাকা সকলকে, বিশ্বের চতুর্দিকের বিশেষ নব জীবনে থাকা সকলকে নব বর্ষের সাথে সাথে নব যুগেরও অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য প্রতিটি দিন, প্রতিটি সেকেন্ড হলো নতুন। তাই এখন পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়ে আর নতুন বর্ষকে অভিনন্দনসহ শুভেচ্ছা। এই রকম সদা এক এক সেকেন্ডে যে সংকল্পই করো, কর্ম করো, প্রতিটি কর্ম, সংকল্প অভিনন্দন যোগ্য যেন হয়। যারাই সম্পর্কে আসবে, তারাই যেন অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন, এই গীতই গাইতে থাকে। এই নব বর্ষে যাদের সাথেই দেখা হবে, সাথে যারা থাকে, তাদের সবাইকেই সর্বদা খুশীর, দিলখুশ মিঠাই খাওয়াতে থাকবে আর সর্বদা খুশীতে মন থেকে নাচতে থাকবে আর সেবাতে

খুশীর খাজানা ভরে ভরে বিলি করতে থাকবে। তো এই রকম নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনার চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে নব বর্ষের সাথে সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, অভিনন্দন। গুড নাইট আর গুড মর্নিং। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদান:- দুট নিশ্চয়ের আধারে সদা বিজয়ী হওয়া ব্রহ্মা বাবার স্নেহী ভব
যে দুট নিশ্চয় রাখে, তো নিশ্চয়ের বিজয় কখনো ব্যাহত হতে পারে না। পাঁচটি তত্ত্বই হোক কিম্বা সব
আত্মারাও যদি তোমার বিরোধিতা করে আর তুমি অটল নিশ্চয়ের আধারে সমাহিত করবার শক্তির দ্বারা
সেই বিরোধিতাকে সমাহিত করে নেবে। নিশ্চয়ে কখনো দোলাচল হতে পারে না। এই রকম অচল থাকা
বিজয়ী বাচ্চারাই বাবার স্নেহী হয়। স্নেহী বাচ্চারা সর্বদা ব্রহ্মা বাবার ভূজাতে সমাহিত হয়ে থাকে।

স্লোগান:- সর্ব খাজানার চাবী প্রাপ্ত করতে হলে পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবী হও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো - প্রতিটি কথায় বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, কর্মে ডিট্যাচড ভাব অনুভব যেন হয়।
ইনি কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু বেশ ডিট্যাচড, অত্যন্ত প্রিয়ও মনে হচ্ছে। আত্মিক ভাবে প্রিয়। নম্বর ওয়ান ব্রহ্মার আত্মার সাথে তোমাদের
সকলকেও ফরিস্তা হয়ে পরমধামে যেতে হবে, তাই মনের একাগ্রতার উপরে অ্যাটেনশন দাও, মনকে অর্ডার অনুসারে চালাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে থেকে সদা প্রফুল্ল থাকো। স্মরণে থাকা বাচ্চারা অত্যন্ত রমণীয় আর মিষ্টি হবে। খুশীতে থেকে সার্ভিস করবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের নেশার সাথে সাথে কিসের চেকিং করা অত্যন্ত আবশ্যিক?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের নেশা তো থাকে কিন্তু চেক(পরীক্ষা) করো যে আত্ম-অভিমानी কতটা হয়েছে ? জ্ঞান তো অত্যন্ত সহজ কিন্তু যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে ইঁদুর-রূপী মায়া ভিতরে ভিতরে কাটতেই থাকে আর তোমরা উপলব্ধিও করতে না পারো। নিজের নাড়ী নিজেই দেখো যে বাবার সাথে আমাদের সুগভীর ভালবাসা আছে কি? কতটা সময় আমরা বাবার স্মরণে থাকি ?

*গীতঃ- বহি-পতঙ্গ কেন জ্বলবে না....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। যেমন বাবা এমন চমক(ভেঙ্কি) দেখায় যে তোমরা অতি সুন্দর হয়ে যাও। যে বাবা শ্যাম (অসুন্দর) থেকে ফর্সা (সুন্দর) বানায়, আমরা কেন সেই বাবার হয়ে যাবো না ! বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছি। একথা একজনের উদ্দেশ্যে বলা হয় না। ওরা তো কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে দেয়। চিত্রও এমনই তৈরী করে। কেউ সুন্দর, তো কেউ শ্যামবর্ণের। মানুষ তো জানে না যে এইরকম কি করে হতে পারে। সত্যযুগের প্রিন্স শ্যামবর্ণের হতে পারে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সকলেই বলে যে, যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান পাই, পতি পাই। তাহলে সে শ্যাম কি করে হতে পারে। কিছুই বোঝে না। কৃষ্ণকে কালো কেন বানানো হয়েছে, তার কারণ জানা চাই। এই যে দেখানো হয়েছে, সর্পের উপরে নাচ করছে - এইরকম ব্যাপার তো হতে পারে না। শাস্ত্রে এইরকম ধরনের কথা শুনে বলে দেয়। বাস্তবে এইরকম কোনো কথা নেই। যেমন চিত্রতে দেখানো হয় যে শেষনাগের শয়্যার উপরে নারায়ণ বসে রয়েছে, এইরকম কোনো শেষনাগের শয়্যা ইত্যাদি হয় না। এতো শত শত মুখ হয় নাকি? কিরকম ধরনের চিত্র বসে তৈরী করে। বাবা বোঝান যে এই সবার মধ্যে কিছুই নেই, এইসব ভক্তিমার্গের চিত্র। কিন্তু এও ড্রামায় ফিফ্‌ড (নিশ্চিত) হয়ে রয়েছে। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যে নাটক শুটি করা হয়েছে সেটাই রিপীট হবে। একথা শুধু বোঝানোর জন্য যে ভক্তিতে কি কি করতে থাকে। কত খরচ করে। কেমন কেমন চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে। পূর্বে যখন এইসব চিত্র দেখতাম তখন এতো আশ্চর্য হতাম না। এখন, যখন বাবা বুঝিয়েছেন, তখন ঠিকমতো বুদ্ধিতে আসে যে এসব হলো ভক্তিমার্গের কথা। ভক্তিতে যা কিছুই করা হয় তা পুনরায় অবশ্যই হবে। তোমরা ছাড়া একথা আর কেউই বুঝতে পারে না। এটা তো জানোই যে ড্রামায় যা পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে, তাই-ই পুনরায় হতে থাকে। অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়। এতো অতি কল্যাণকারী।

এখন তোমরা প্রার্থনা ইত্যাদি কিছুই কর না। এইসব করা হয় ভগবানের থেকে ফল পাওয়ার জন্য। ফল হলো জীবনমুক্তি, এসব কথা তোমাদের বোঝানো হয়েছে। এখানে হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব। গীতায় বর্ণিত রয়েছে, হে ভারতবাসী - কৌরব, পাণ্ডব তোমরা কি করছো ! বরাবর যাদব-রাই মুসল (মিসাইল) বের করে। আর তারা নিজের কুলেরই বিনাশ করে। এরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। তোমরা সংবাদ ইত্যাদি শোনো না, যারা শোনে তারা ভালোমতন বুঝতে পারে। দিন দিন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব (মনোমালিন্য) বাড়তেই থাকে। তারা নিজেরি খ্রীস্টান কিন্তু তবুও পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রচুর, ঘরে বসেই একে-অপরকে উড়িয়ে (মেরে ফেলে) দেয়। তোমরা রাজযোগ শিখছো তাই রাজত্ব করার জন্য পুরানো দুনিয়াকে অবশ্যই পরিষ্কার (সোফ) করা উচিত। পুরানো দুনিয়ায় আবার সব কিছু নতুন হবে। ৫ তন্ত্র-ও সেখানে সত্যপ্রধান হবে। সমুদ্রের শক্তি নেই যে সেখানে উছলে পড়ে ক্ষতি করবে, এখানে তো ৫ তন্ত্র-ও অনেক ক্ষতি করে। ওখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতিই দাসী হয়ে যাবে তাই দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ হলো ফিফ্‌ড হয়ে থাকা ড্রামার খেলা। স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে, খ্রীস্টানরাও বলে প্রথমে হেভেন (স্বর্গ) ছিল। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। শুধু তাদের একথা জানা নেই যে আমাদের মুক্তিদাতা পিতা ভারতেই আসেন। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয় তাও বুঝতে পারে না। তোমরা এখন সকলকে বোঝাও যে ভারতেই শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়। অবশ্যই শিববাবা ভারতে এসেই হেভেন তৈরী করেছেন, এখন আবার তৈরী করছেন। যারা প্রজা হবে তাদের বুদ্ধিতে কিছুই প্রবেশ করবে না। যারা রাজত্বের অধিকারী হবে তারাই সঠিকভাবে বুঝবে যে আমরাই হলাম শিববাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও রয়েছেন। মুক্তিদাতা, জ্ঞানের সাগর হলেন স্বয়ং বাবা।

ব্রহ্মাকে বলা যাবে না। ব্রহ্মাও ঔঁনার থেকেই (জ্ঞানের দ্বারা) লিবারেট (মুক্ত) হন। একমাত্র বাবাই হলেন সকলের মুক্তিদাতা, কারণ সবাই তো তমোপ্রধান। এইরকমভাবে ভিতরে-ভিতরে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। আমরা মূরলী যেন এমনভাবে পড়ি যাতে মানুষ স্পষ্টভাবে তা বোঝে। বাচ্চারা তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। এ হলো জ্ঞান, তাই সর্বদা এর অনুশীলন করা উচিত। ভয়ের কারণে পড়া না করা এ তো ঠিক নয়। তখন আবার বলে কর্মবন্ধন আছে। দেখো, প্রথমেই কতজন মুক্ত হয়ে এসেছিল আবার অনেকে চলেও গেছে। সিন্ধুপ্রদেশে অনেক কন্যারা এসেছিল আবার অশান্তির কারণে কত শত্রুও হয়ে গেছে। প্রথমে তাদের জ্ঞান খুব ভালো লাগতো। মনে করতো যে, এরা ভগবানের দান (পুরস্কার) প্রাপ্ত করেছে। এখনো এটাই মনে করে যে, কোনো শক্তি রয়েছে, কিন্তু এটা বোঝে না যে পরমাত্মা স্বয়ং অবতরিত হয়েছেন। আজকাল রিদ্ধি-সিদ্ধি-র শক্তি তো অনেকের মধ্যেই রয়েছে। গীতা নিয়ে শোনাতেই থাকে। বাবা বলেন, 'এসব হলো ভক্তিমাগের পুস্তক। জ্ঞানের সাগর তো এক - আমিই। ভক্তিমাগে আমাকেই সকলে স্মরণ করে। ড্রামার পরিকল্পনা অনুসারে, এই সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। সাক্ষাৎকারও হয়। তিনি (বাবা) ভক্তিমাগের লোকেদেরকেও খুশী করেন। জ্ঞান ধারণ না করতে পারলে তাদের জন্য ভক্তিও ভালো, তবুও মানুষ এতে একটু শুধরায় তো, তাই না। চুরি ইত্যাদি করবে না। ভগবানের ভজন যারা করে তাদের উদ্দেশ্য কখনো ভুল কথা বলবে না, যেহেতু তারা হলো ভক্ত। আজকাল ভক্ত হলেও, তারাও দেউলিয়া (কপর্দক-শূন্য) হয়ে যায়। আবার এরকমও নয় যে শিববাবার বাচ্চা হয়ে গেলে তারা আর দেউলিয়া হবে না। পাস্ট কোনো কর্ম এমন হয়ে থাকলে দেউলিয়া হবে। জ্ঞানে আসলেও দেউলিয়া হতে পারে কারণ এর সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্পর্কই নেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সার্ভিসে (সেবায়) যুক্ত রয়েছে। তোমরা মনে করো যে, শ্রীমৎ অনুসারে সেবায় নিযুক্ত হলে ভালো ফল পাবে। আমাদের সবকিছু ওখানে ট্রান্সফার করতে হবে। ব্যাগ-ব্যাগেজ সবকিছু ট্রান্সফার করতে হবে। শুরুতে বাবার(ব্রহ্মা) খুব আনন্দ হতো, ওখান থেকে যখন এখানে আসেন তখন গান বানান - অল্ফ পেলো আল্লাহ-কে (ভগবান) আর বে পেলো বাদশাহী... শ্রীকৃষ্ণের, চতুর্ভুজের (বিশ্বুর) সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তাই তিনি মনে করতেন যে দ্বারকার রাজা (কৃষ্ণ) হবো। এইরকম নেশায় মত্ত থাকতেন। এখন এই বিনাশী ধন দিয়ে কি করবো। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও খুশী হওয়া উচিত। বাবা আমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেন। বাচ্চারা কিন্তু ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে না। চলতে-চলতে পড়ে যায়। ভালো ভালো বাচ্চারা, যারা বাবাকে নিমন্ত্রণ জানায় তারাও বাবাকে স্মরণ করে না। বাবার কাছে পত্র আসা উচিত যে, বাবা আমরা খুব খুশী। তোমার স্মরণে সদা মেতে থাকি। অনেকেই আছে যারা কখনো স্মরণ করে না। স্মরণের যাত্রায় থাকলেই খুশীর নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে। জ্ঞানে যদিও খুবই মত্ত থাকে কিন্তু দেহ-অভিমানও অনেক রয়েছে। আত্ম-অভিমानीভাব কোথায়? জ্ঞান তো অনেক সহজ। যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে মায়া বশীভূত করে নিলো। মায়া এমনভাবে কাটে যেন ইঁদুর। ইঁদুর এরকমভাবেই কামড়ায়, রক্ত বেরিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে পারা যায় না। বাচ্চারা বুঝতেও পারে না যে দেহ-অভিমান এলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। মাশ্বা-বাবার মতো আমরাও যেন রাজসিংহাসনের (তখতনসীন) অধিকারী হই। বাবা হলেন হৃদয় হরণকারী। দিলবাড়া মন্দিরেও এর সম্পূর্ণ স্মারকচিহ্ন রয়েছে, ভিতরে হাতীর উপর মহারথী বসে রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও মহারথী, ঘোড়-সওয়ার, পেয়াদা রয়েছে। প্রত্যেককে নিজের নিজের নাড়ী পরীক্ষা করতে হবে। বাবা কেন দেখবে! দেখো, আমরা বাবাকে স্মরণ করি এবং বাবার মতো সার্ভিসও করি। আমাদের বাবার সাথে যোগ রয়েছে! রাত জেগে কি বাবাকে স্মরণ করা হয়? আমরা কি অনেকের সেবা করি? চার্ট রাখা উচিত - বাবাকে অন্তর থেকে কতটা সময় স্মরণ করো? কেউ কেউ মনে করে, আমরা নিরন্তর স্মরণ করি, এটা তো হতে পারে না। আবার কেউ কেউ মনে করে, আমরা বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, ব্যস্। কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ ব্যতীত কোনো কাজ করা মানেই বাবাকে স্মরণ না করা। বাবার স্মরণে সদা প্রফুল্ল থাকা উচিত। যারা বাবার স্মরণে থাকে তারা সর্বদা রমনীয় থাকবে আর হর্ষিতমুখী থাকবে। কাউকে যখন বোঝাবে তখন অত্যন্ত খুশী হয়ে এবং রমনীয়তার সাথে বোঝাবে। এমন অতি অল্পই আছে যাদের সার্ভিসের অনেক শখ রয়েছে। চিত্রের দ্বারা বোঝানো অতি সহজ। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান আবার তাঁর রচনা হলো সব বাচ্চারা, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এ হলো ব্রাদারহুড (ভাতৃস্ববোধ), তারা তো ফাদারহুড (পিতৃস্ববোধ) বলে দেয়। প্রথমে শিববাবার চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন সব আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার। আমরা আত্মারাও নিরাকার, ক্রকুটির মধ্যভাগে বিরাজমান। শিববাবাও স্টার কিন্তু স্টারের পূজা কিভাবে হবে। তাই আকৃতি বড় করে। এছাড়া আত্মা কখনো ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় না। বাবা বোঝান যে আত্মা প্রথমে অশরীরী আসে তারপর শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। সতোপ্রধান আত্মা পুনর্জন্ম নিতে নিতে আয়রন এজে (লৌহযুগে) চলে আসে। পরে যারা আসবে তারা তো ৮৪ জন্ম নেবে না। সবাই তো ৮৪ জন্ম নিতে পারে না। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ

করে। নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। ভাষণ এভাবেই করা উচিত। বলাও হয় যে সেক্স রিয়েলাইজেশন (আত্ম-সচেতনতা)। কিন্তু সেটা কে করাবে? আত্মাই পরমাত্মা বলা - এ কোনো সেক্স রিয়েলাইজেশন কী? এ হলো নতুন নলেজ। বাবা, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতি দাতা, তিনি বসে বোঝান। তাই তাঁর খুব মহিমা করো, তাঁর মহিমা শোনো। আত্মার পরিচয় দিয়েছেন, এখন পরমাত্মার পরিচয়ও দিচ্ছেন। তাঁকে বলা হয় সকল আত্মার পিতা। তিনি ছোটো বা বড় হন না। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ সুপ্রীম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। পরমাত্মা তো পরপারে নিবাস করেন। উনি পুনর্জন্মে আসেন না। তাই তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। এতো ছোট আত্মায় পাট ভরা থাকে। পতিত-পাবনও ঐনাকেই বলা হয়। সর্বকালেই ঐনার নাম শিববাবা। রুদ্রবাবা নয়। ভক্তিমার্গে তো অনেক নাম রাখা হয়, সকলেই ঐনাকে স্মরণ করে বলে যে পতিত-পাবন এসো আমাদের পবিত্র করো। তাই অবশ্যই আসতে হয়। যখন এক ধর্ম স্থাপন করতে হয় তখনই তিনি আসেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন হলো কলিযুগ, অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে তো অনেক কম মানুষ থাকে। গায়নও রয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ..... গীতার দ্বারাই আদি সনাতন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। আর তাতেও ভুলবশত: কৃষ্ণের নাম বসিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন, তিনি (কৃষ্ণ) তো পুনর্জন্মে আসেন। আমি হলাম পুনর্জন্ম-রহিত। তাহলে এখন বিচার কর যে, পরমপিতা পরমাত্মা কে, নিরাকার শিব না কৃষ্ণ। গীতার ভগবান কে? ভগবান তো একজনকেই বলা হয়, আবার সেইকথা যদি কেউ না মানে তাহলে বোঝা উচিত যে এরা আমাদের ধর্মের নয়। সত্যযুগে যারা আসবে তারা শীঘ্রই মেনে নেবে আর পুরুষার্থ করতে থাকবে। এই হলো মুখ্য ব্যাপার। এতে তোমাদেরই বিজয় হয়। কিন্তু আত্ম-অভিমानी অবস্থা(স্থিতি) কোথায়? একে অপরের নাম, রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভক্তিমার্গেও বলা হতো যে, ভরসা ছিল পরপারের ব্রহ্মত্ব নিবাসী পরমাত্মার প্রতি, তাহলে ভয় কিসের। অনেক সাহসের প্রয়োজন। যারা ভাষণ করেন, তাদের (জ্ঞানের) নেশায় অত্যন্ত বিভোর হয়ে আত্মার জ্ঞান দেওয়া উচিত। আবার পরমাত্মা কাকে বলা হয় - সে বিষয়েও বোঝানো উচিত। বাবার মহিমা হলো তিনি প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর.... তেমনই বাচ্চাদেরও মহিমা। কারোর উপর ক্রোধ করা অর্থাৎ ল নিজের হাতে তুলে নেওয়া। বাবা কত মিষ্টি। বাচ্চারা যদি কোনো কার্যে না বলে দেয় তবে তারা কৃষ্ণের মতো হতে পারবে না। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ সব ট্রান্সফার করে অত্যন্ত খুশীতে এবং বিভোর হয়ে থাকতে হবে। মাম্মা-বাবার মতো রাজসিংহাসনের অধিকারী হতে হবে। অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে।

২) কারো ভয়ে পড়া কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্মরণের দ্বারা নিজের কর্মবন্ধনকে হাল্কা করতে হবে। কখনো ক্রোধের বশে ল (আইন) নিজের হাতে নেওয়া উচিত নয়। কোনো সেবায় না করা উচিত নয়।

বরদান:- রয়্যাল আর সিম্পল দুয়েরই ব্যালেন্সের দ্বারা কার্য করে থাকা ব্রহ্মা বাবার সমান ভব যেমন ব্রহ্মা বাবা সাধারণ ছিলেন, না অত্যন্ত উঁচু না অত্যন্ত নীচু। ব্রাহ্মণদের আদি থেকে এখনো পর্যন্ত নিয়ম হলো যে না একদম সাধারণ হও, না অত্যন্ত রয়্যাল হও। মধ্যবর্তী হওয়া উচিত। এখন অনেক সাধন রয়েছে, সাধন প্রদানকারীও রয়েছে তবুও কোনো কাজ করলে তখন মধ্যবর্তী পনহা অবলম্বন করো। এইরকম কেউ যেন না বলে যে এ তো একেবারে রাজার মতো ঠাট্টাট। যতটা সিম্পল ততই রয়্যাল - দুইয়ের ব্যালেন্স যেন থাকে।

স্লোগান:- অন্যদের দেখার বদলে নিজেকে দেখো আর স্মরণে রাখো - "যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও করবে"

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফুরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন তোমাদের সমস্ত কাজ-কারবার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা ঈশারায় চলা উচিত। এমন লাইট-রূপে থাকো যাতে সেই সঙ্কল্প ওঠে যে এ'টাই করতে হবে, তবেই এই সাকারলোক সূক্ষ্মলোকে পরিণত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করো, যতটা সম্ভব স্মরণ এবং অধ্যয়নের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) দাও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা অনেক বড় ব্যবসায়ী, তোমাদের সবসময় কোন্ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে চিন্তন করা উচিত?

*উত্তরঃ - সবসময় লোকসান এবং লাভের উপরে চিন্তন করো। যদি এর উপরে চিন্তন না করো তবে প্রজার মধ্যে দাস দাসী হতে হবে। বাবা ২১ জন্মের রাজত্বের জন্য যে উত্তরাধিকার প্রদান করেন সেটা হারাতে, সেইজন্যই বাবার সাথে সম্পূর্ণ সওদা করতে হবে। বাবা হলেন দাতা, তোমরা বাচ্চারা সুদামার দৃষ্টান্তের মতো এক মুঠো চাল দিয়ে বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখানে বসে আছে । এটা একটা স্কুল। কোনো সংসঙ্গ নয়। মহন্ত, ব্রাহ্মণ বা কোনো সন্ন্যাসী সামনে বসে নেই। এখানে ভয়ের কিছু নেই যে স্বামী (প্রভু, গুরু) অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। ভক্তি মার্গে যখন কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে গৃহে নিয়ে আসে তারপর তার পা ধুয়ে সেই জল পান করে, এখানে ইনি তো হলেন বাবা তাইনা। ঘরে বাচ্চারা কখনও কি বাবাকে ভয় পায়। তোমরা তো একসাথেই খাওয়া-দাওয়া করো, খেলা করো। সন্ন্যাসী - গুরু প্রমুখ এদের সাথে কি এমনটা করো? ওখানে তো সারাদিন গুরু জী, গুরু জী করতেই থাকে। এখানে তো ও'সব করতে হয় না। ইনি তো বাবা। ওখানে গুরুর কাছ থেকে বর্ষা, টিচারের কাছ থেকে বর্ষা পাওয়া যায়। গুরুর কাছ থেকে গুরুর উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, টিচারের কাছ থেকে টিচারের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবার কাছ থেকে তো প্রপাটি (সম্পদ) পাওয়া যায়। বাচ্চা জন্ম নেয় আর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এখানেও বাবার বাচ্চা হই, বাবার পরিচয় পাই, আর আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের রাজত্ব কিভাবে আর কোথা থেকে পেয়েছেন — এটা কেউ জানে না। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা এই ছিলাম আবারও হচ্ছি। মানুষ তো কিছুই ভাবে না যে, এরা কে, আমরা কার পূজা করছি। শিবের মন্দিরে গিয়ে শুধু জল ঢেলে চলে আসে, জানা নেই কিছুই। তোমাদের এখন অনুভব হয় যে এই মৃত্যুলোকে শরীর ত্যাগ করে আমরা অমরলোকে চলে যাবো। কত বড় প্রাপ্তি। ভক্তি মার্গে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। বাবা (ব্রহ্মা) স্বয়ং বলেন আমি ১২ জন গুরু করেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছেন যে এতে তো সময়ও নষ্ট হয়েছে আর নীচেও নামতে হয়েছে। কিন্তু এটাও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের কারো সাথেই শত্রুতা নেই। আমাদের শুধুমাত্র এক বাবার প্রতি প্রীতি আছে। তোমরা যখন ভিতরে ক্লাস করতে আসো তখন এইসব চিত্র দেখে খুশী হওয়া উচিত যে আমরাও পড়াশোনা করে এই রকম হচ্ছি। তোমরা জানো যে এই রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়। বাবা বলেন বাচ্চারা মুষড়ে পড়বে না। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান তার পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে শুনন্তি, কথন্তি, তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। মায়ার বশীভূত হয়ে পড়ে, ওদের বলা হয় ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক), যারা এক রাজধানী থেকে বেরিয়ে অন্যের হয়ে যায়। বাবা কতো সুন্দর রীতিতে পুরুষার্থ করান। ভক্তি মার্গে সবাই কত ছুটে বেড়িয়েছে। দান-পুণ্য, তীর্থ, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি অনেক কিছু করেছে। আচ্ছা যদি সাক্ষাৎকার হয়েও থাকে তাতে কি হবে। চড়তি (উত্তরণ) কলা তো হয়নি বরং আরও নীচে নামতে হয়েছে। তোমাদের দিন দিন উত্তরণ হচ্ছে। বাকি সবারই অবতরণের কলা চলছে। লৌকিক গুরুরাও বলে জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন, ভক্তি ব্রহ্মার রাত। জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। জ্ঞানের মাধ্যমে সুখ প্রাপ্ত হয়, বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে তারপর তোমরাই নীচে নেমে এসেছো। এখন বাবা বলছেন শুধু নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা অবিনাশী। আত্মা অবিনাশী বাবাকে বলে তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো, এতে মুক্তি জীবনমুক্তি সব হয়ে যায়। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো ভক্তি মার্গে আমরা কিছুই জানতাম না। খুঁজে বেড়াতাম। গাইতাম হে ভগবান দয়া করো। ভগবান বললে এত টেস্ট (অনুভব) হয় না, উত্তরাধিকারও স্মরণে আসে না। তোমরা যখন বলো উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা, সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো এখানে রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য সত্যযুগে। এখন তো কলিযুগ। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানব থাকে। সেখানে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সুখ শান্তি ছিল। এখানে মানুষ শান্তির জন্য ঘুরে বেড়ায়। কত খরচ করে - কনফারেন্স ইত্যাদি করার জন্য। তোমরা ওদের লিখতে পারোও শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর, সম্পত্তিরও সাগর হলেন তিনি। সবকিছুই ওঁনার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

এখন তোমরা জানো সত্যযুগে আমরা কতো ধনবান ছিলাম। বিশ্বে শান্তি তো তখনই ছিল। বাকি আত্মাদের শান্তি হয় পরমধাম গৃহে। বিশ্বে তখন আমরা একলাই ছিলাম সুতরাং সুখ-শান্তি সব ছিল। সুতরাং বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। স্বর্গের বিষয়ে শাস্ত্রে কিই না কি লেখা হয়েছে। বাবা এখন বলছেন আমি তোমাদের এত বুঝিয়ে বলি যে কোনো প্রশ্ন ইত্যাদি করার দরকারই পড়ে না। প্রথমে তোমরা মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা আহ্বান করে বলেছো পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে এসে নতুন করে তৈরী করো। কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। সুতোয় জট পড়ে গেছে। এখন এর সমাধান করতে হবে। ভক্তি মার্গে কত চিত্র তৈরি করা হয়েছে, কৃষ্ণকে চক্র দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে অকাসুর বকাসুরকে বধ করেছিল। তারপর তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় অমুক-অমুককে অপহরণ করেছিল। তাঁকে ডবল হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। কি অদ্ভুত তাইনা! যিনি শাস্ত্র লিখেছিলেন তার বুদ্ধিমত্তা বিস্ময়কর। এরপর তাকে বলা হয়েছে ব্যাস ভগবান। বাবা এখন বলছেন আমাকে স্মরণ করোও আর দৈবী গুণ ধারণ করোও। আর কোনো কথা নেই। তোমাদের যোগে বসানো হয় কেননা অনেকেই আছে যারা বাবাকে স্মরণ করে না। নিজেদের কাজের মধ্যেই থাকে। তাদের সময়-ই হয়না। কিন্তু এখানে কাজকর্ম ইত্যাদি করতে করতেও বুদ্ধিতে স্মরণ করতে হবে। তোমরা প্রিয়তমা (আশিক) আমি (প্রিয়তম) মাশুকের। এখন আমি তোমাদের বলছি সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক আমার সঙ্গে জোড়ো। খাওয়া দাওয়া, সবকিছুতেই এই অভ্যাস তৈরি করো যে আমি আত্মা আর সেইসঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তোমাদের কত উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) করে তোলেন, তোমরা কানা-কড়ি কথাও মানো না, আমাকে স্মরণ করো না। নিজের সন্তানাদিদের স্মরণ করতে পারো আর আমাকে স্মরণ করতে পারো না। বাস্তবে নেষ্ঠা (কাউকে ধ্যান করানো) শব্দটা বলা ভুল। বাবা ডাইরেক্ট এসে বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। কল্প পূর্বেও সামনে বসে বাবা বুঝিয়েছিলেন। এখনও বোঝাচ্ছেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা কল্পের শেষে পাওয়া প্রিয় বাচ্চারা... এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যাওয়ার জন্য তোমাদের পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বিকারে যাওয়ার কারণেই তোমরা পতিত হয়ে গেছো। পবিত্র না হলে পদও কম পাবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রকেও স্মরণ করো, এটাই হলো স্বদর্শন চক্র। এর অর্থও কেউ জানে না। মুখে জ্ঞানের শব্দ বাজাতে হবে। এটা হলো জ্ঞানের বিষয়। ইনি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, স্বর্গের রচয়িতা, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের উত্তরণের কলা হবে। কত সহজ বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছো যে এই ড্রামা তৈরী হয়েই আছে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা আসেন। এখন খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো। তোমরা ধনের পিছনে কেন মরো! আচ্ছা মাসে লক্ষ টাকা রোজগার করবে কিন্তু এ'সবই বিনাশ হয়ে যাবে। এমনকি খাওয়ার জন্য বাচ্চারাও কেউ থাকবে না। আকাঙ্ক্ষা থাকে যে পুত্র, পৌত্র, তাদেরও পৌত্ররা (ছেলে, নাতি) থাকে। এমন নয় যে পুনর্জন্ম সব ঐ বংশেই নেবে। পুনর্জন্ম জানা নেই কোথায়-কোথায় নিয়ে থাকে। তোমরা তো ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। যদি পুরুষার্থ কম করো তাহলে প্রজার মধ্যেও দাস দাসী হতে হবে। সুতরাং কত লোকসান হবে। অতএব লাভ-লোকসানেরও কথা ভাবো। ব্যবসায়ীরা অনেক পাপও করে আবার কিছু কিছু ধার্মিক মানুষও আসে। এটা হলো অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ব্যবসা, যা খুব কম লোকই করে। এই চুক্তি ডাইরেক্ট বাবার সাথে করতে হবে। বাবা জ্ঞান রত্ন দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন দাতা। বাচ্চারা এক মুঠো চাল দেয় পরিবর্তে বাবা বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকেন। ওঁনার দেওয়া উপহারের কাছে এটা তো এক মুঠো চাল-ই দেওয়া হলো তাইনা। তোমরা সবাই সুদামা। তোমরা কি দাও আর কি নাও? বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে বিশ্বের মালিক হও। বুদ্ধি বলে যে একটাই ভারত খন্ড হবে। প্রকৃতিও নতুন হবে। আত্মাও সতোপ্রধান হবে। সত্যযুগে তোমরা দেবতা ছিলে তো পিওর সোনা ছিলে। তারপর ত্রেতায় আত্মার মধ্যে অল্প রূপের খাদ পড়ে যায়, যাকে সিলভার এজ বলা হয়। সিঁড়ি নীচে নামতে থাকে। এই সময় তোমাদের অনেক উচ্চ স্থান। বিরাট রূপের চিত্রও আছে। কেবল অর্থ কিছুই জানা নেই। অসংখ্য চিত্র রয়েছে। কেউ থাইস্টের চিত্র রাখে কেউ আবার সাঁইবাবার চিত্র রাখে। মুসলমানদেরও গুরু বানায়। ওখানে গিয়ে মদের বোতল নিয়ে আসার জমায়। বাবা বলেন কি ঘোর অন্ধকার। এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের অন্ধকার। সঙ্গও অনেক সাবধানে করতে হবে। বলাও হয় সংসঙ্গ পার করে দেয় আর অসং সঙ্গ ডুবিয়ে দেয়, কুসঙ্গ হলো ৫ বিকারের মায়া। এখন তোমরা সত্য বাবার সঙ্গ পেয়েছো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা পার হয়ে যাও। বাবা-ই সত্য বলেন। কল্পে-কল্পে তোমরা সত্যর সঙ্গ পাও তারপর অর্ধেক কল্প পরে তোমরা রাবণের কুসঙ্গ পেয়ে থাকো। এটাও বুঝেছো কল্প পূর্বের মতোই রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। তোমরা বিশ্বের মালিক নিশ্চয়ই হবে। এখানে পার্টিশন (বিভাজন) হওয়ার কারণে কত ঝগড়া হয়। ওখানে তো একটাই ধর্ম। বিশ্বে শান্তি ছিল যখন অদ্বৈত দেবতাদের রাজ্য ছিল। একটাই ধর্ম ছিল। ওখানে অশান্তি কোথা থেকে আসবে। ওটা হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য। স্পিরিচুয়াল নলেজের দ্বারা পরমাত্মা কিংডম (রাজধানী) স্থাপন করেছিলেন তবে তো নিশ্চয়ই সেখানে সুখ হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা থাকে তাইনা। বাবা বলেন আমি জানি তোমাদের কত ধাক্কা খেতে হয়। মনে করে ভগবান কোনো না কোনো রূপে আসবেন। কখনও তাঁকে ষাঁড়ের উপর সওয়ার রূপে দেখানো হয়েছে।

ষাঁড়ের উপর কখনও কি কেউ সওয়ার হতে পারে? কতখানি অজ্ঞানতার অন্ধকার। তোমরা বাচ্চারা এখন সবাইকে বোঝাও বাবা সবাইকে উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। বাবা সবসময়ই বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। ঠিক তেমনি এর যে ফাউন্ডেশন আছে সেটাই পুনরায় স্থাপনা করছেন সেখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড আর অবিনাশী তীর্থ। ভারত বাবার বার্থ প্লেস তাইনা। বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের কত ভালোবাসা দিয়ে বোঝান। তিনি টিচার রূপে শিক্ষা প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করে আমার থেকেও উঁচুতে উঠে যাও। আমি তো রাজস্ব গ্রহণ করিনা। তোমরা কখনও কি স্বর্গে আহ্বান করে বলেছো যে এসো - আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। কত মজার এই খেলা। বাবা বলেন আচ্ছা, বাচ্চারা বেঁচে থাকো। আমি বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকি।

বাবা বলেন এখন তো বিপদ মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেইজন্যই পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর যে যত পড়াশোনা করবে সে উচ্চ কুলে যাবে। বাবা বলেন নিজেই নিজের বুদ্ধিতে পেশাই করো ততই নেশা চড়তে থাকবে। বাচ্চারা সবসময় বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। লৌকিকে তো পুত্র পেয়ে থাকে। কন্যা দান করা হয় (বিবাহের মাধ্যমে)। এখানে সমস্ত আত্মারাই অসীমিত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সুতরাং এর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত। ভগবান পড়াচ্ছেন সুতরাং একটা দিনও মিস করা উচিত নয়। বাবাকে বলে আমার সময় নেই। আরে আত্মার সময় নেই আমার কাছে পড়াশোনা করার জন্য, এটা বলতে লজ্জাও করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। এক সত্য বাবার সঙ্গ করতে হবে। মায়ার ৫ বিকারের সঙ্গ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

২) পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজের খুশিতে থাকো। বলাও হয় নিজেই নিজের বুদ্ধিতে যত পেশাই করবে ততই নেশা চড়তে থাকবে। একটা দিনও পড়াশোনা মিস করবে না।

বরদান:- সেবায় স্নেহ আর সত্যতার অধিকারীর ব্যালেন্সের দ্বারা সফলতা মূর্ত ভব
যেমন এই মিথ্যা খন্ডে ব্রহ্মা বাবার সত্যতার অধিকারীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ তোমরা দেখেছো। ওঁনার অথরিটির সাথে বলা কথা কখনও অহঙ্কারের অনুভব করাবে না। অথরিটির বোল এ স্নেহ সমাহিত হয়ে আছে। অথরিটির বোল কেবল প্রিয়ই নয় প্রভাবশালীও। সুতরাং ফলো ফাদার – স্নেহ আর অথরিটি, নির্মাণ আর মহানতা দুটোই যেন একত্রে দেখা যায়। বর্তমান সময়ের সেবায় এই ব্যালেন্সকে আন্ডারলাইন করে নিলে সফলতা মূর্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- 'আমার' - কে 'তোমার' - এ পরিবর্তন করা অর্থাৎ ভাগ্যের অধিকার নেওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

আগে নিজের দেহের প্রতি আসক্তি দূর করো তাহলে সম্বন্ধ আর পদার্থের প্রতি আসক্তি নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ফরিস্তা হওয়ার জন্য প্রথমে এটাই অভ্যাস করো যে এই দেহ সেবার জন্য, বাবার দেওয়া আমানত, আর আমি হলাম ট্রাস্টি। তারপর দেখো ফরিস্তা হওয়া কত সহজ মনে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - "অল্ফ" আর "বে", বাবা আর উত্তরাধিকার (বাদশাহী) স্মরণে থাকলে খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকবে, এটা খুবই সহজ, এক সেকেন্ডের ব্যাপার"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের অপার খুশী থাকবে? সর্বদা খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকবে তার পন্থা কি?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করে, বাবা যা শোনান সেটাকে খুব ভালো ভাবে ধারণ করে আরেক জনকে তা করায়, তাদেরই অপার খুশী থাকতে পারে। খুশীর পারদ সর্বদা তুঙ্গে থাকবে, তার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো। অনেকের কল্যাণ করো। সর্বদা এটা মনে রাখো যে আমরা এখন সুখ আর শান্তির শীর্ষে যাব্দি তাহলে খুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাপদাদার ভাবনা এলো যে এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের থেকে লিখিয়ে নেবেন যে কার স্মরণে বসেছো? এটা লিখতে একদম টাইম লাগবে না। প্রত্যেকে এক সেকেন্ডে লিখে বাবাকে দেখিয়ে যাবে। (সবাই লিখে বাবাকে দেখালো আবার বাবাও লিখলেন, কিন্তু বাবা যা লিখেছেন সেটা আর কেউ লেখেনি)। বাবা লিখেছেন অল্ফ আর বে, কত সহজ। অল্ফ মানে বাবা, বে মানে বাদশাহী। বাবা পড়ান আর তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করো। বেশী আর লেখার দরকার নেই। তোমরা তো লিখতে দুই মিনিটও লাগিয়েছো। অল্ফ বে সেকেন্ডের ব্যাপার। সল্ল্যাসী কেবল অল্ফকে স্মরণ করে। তোমাদের বাদশাহীও স্মরণে আছে। স্মরণের অভ্যাস হয়ে যায়। বুদ্ধিতে এটা স্থির হলে খুশীর পারদ তুঙ্গে উঠে যায়। অল্ফ-এর অর্থ কত বড়, তিনি তো হাইয়েস্ট, শীর্ষে তাঁর অবস্থান। এর উপরে আর কোনো কিছুই হয় না। থাকার জায়গাও উচ্চ থেকে উচ্চতম। সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অর্থও কেউ জানে না। অবশ্যই এরও অর্থ থাকবে। বাচ্চা জন্ম নিলে লেখে এত ঘন্টা, এত মিনিট, এত সেকেন্ডে হলো। টিক-টিক চলতেই থাকে। টিক হল অল্ফ বে, ব্যস্ সেকেন্ডও লাগে না। বলারও দরকার নেই। স্মরণ তো আছেই। বাচ্চারা, তোমাদের এত ভালো অবস্থা হওয়া চাই। কিন্তু সেটা তখনই হবে যখন স্মরণ থাকবে। এখানে বসে আছ তো বাবা আর রাজধানী স্মরণে থাকা চাই। বুদ্ধি দিয়ে দেখে, যাকে দিব্য দৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। আত্মাও দেখে। বাবাকে আত্মাই স্মরণ করতে থাকে। তুমিও বাবাকে স্মরণ করলে রাজত্বও একসাথে স্মরণে এসে যাবে। কতটুকু সময় লাগে ! এখানে স্মরণে বসলে মন আনন্দে গদ-গদ হয়ে যায়। বাবাও এই খুশীতে বসে আছেন। এখানকার কোনো কথা বাবার স্মরণ হয় না। বাবা স্মরণ করেন ওখানকার কথা। বাবা আর রাজত্ব যেন দ্বারে এসে উপস্থিত। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের জন্য রাজত্ব নিয়ে এসেছি। তোমরা আমাকে স্মরণ করো না বলেই খুশী স্থিত হয় না। তোমরা উঠতে বসতে নিজেকে আত্মা মনে কর আর আমাকে, অর্থাৎ বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। কতো উঁচু স্থান সেটা, যেখানে তোমরা থাকো। সারা বিশ্বের খুব কম জনই তা জানে। মানুষ মুক্তির জন্য কতো মাথা ঠোকে। এখন মুক্তিধাম কোথায়? তোমরা ভাবো আত্মা তো হল রকেট। লোকেরা চাঁদ পর্যন্ত যায়, তারপর পোলারেও (পৃথিবীর শেষ সীমায়)। তোমরা তো পোলারের থেকেও আরো উচ্চতায় যাও। চন্দ্রমা তো এই দুনিয়ারই। বলা হয়ে থাকে সূর্য চাঁদেরও ওপারে, শব্দের ওপারে। এই শরীরকে ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা আসো সুইট সাইলেন্স হোম থেকে। আসতে যেতে টাইম লাগে না। নিজ নিকেতন যে। এখানে তো যে জায়গায়তেই যাও না কেন টাইম লাগে। আত্মা শরীর ছেড়ে দিলে সেকেন্ডে কোথায় না কোথায় চলে যায়। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীরে প্রবেশ করে। তাই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। তোমরা অনেক উচ্চ শিখরে যাও। মানুষ শান্তি চায়। শান্তির হাইয়েস্ট শিখর হল নিরাকারী দুনিয়া আর সুখেরও হাইয়েস্ট শিখর হল স্বর্গ। উচ্চ থেকেও উচ্চতমকে টাওয়ার বলা হয়। তোমাদের ঘরও কতো উচ্চতম। দুনিয়ার লোকেরা কখনো এই ব্যাপারে খেয়াল করে না। ওদেরকে এই কথা বোঝানোর মত কেউ নেই। তাকে বলা হয় শান্তির টাওয়ার। মানুষ তো বলতে থাকে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হোক। কিন্তু এর অর্থ জানে না যে শান্তি কোথায় আছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সুখের টাওয়ারে আছে সেখানে কোনো লোভ, লালসা নেই। সেখানকার খাওয়া দাওয়া, বাচনভঙ্গি খুব রয়্যাল হয় আবার সুখও হাইয়েস্ট। ওদের মহিমা দেখ কত হয় কারণ তারা অনেক পরিশ্রম করেছে। তারা কেবল একজন নন, গোটা মালা তৈরী হয়ে আছে। বাস্তবে নব রত্নের সুখ্যাতি আছে। অবশ্যই এনারা গুপ্ত পরিশ্রম করেছিলেন। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। কখনো কাম, কখনো ক্রোধ... অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে এনে ফেলে। নিজের জ্ঞান দেখতে হবে। নারদকেও বলা হয়েছে চেহারা দেখো। ওই অবস্থা তো এখন নেই, তৈরী করতে হবে। বাবা এইম অবজেক্ট অবশ্যই বলবেন। ভিতরে ভিতরে পুরুষার্থ করতে থাকো। পরবর্তী কালে ওই অবস্থা তোমাদের হবে। অশরীরী থাকার প্র্যাক্টিস করতে হবে। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেছেন আমাকে স্মরণ করো।

স্মরণ না করলে তো অনেক শাস্তি পেতে হবে আর পদও কম হবে। এটা হল অনেক সূক্ষ্ম বিষয়। বিজ্ঞানীরা সাইন্সের কত ডিপ এ (গভীরে) যায়। কি কি তৈরী করতে থাকে। ওখানেও তো সংস্কার চাই না! যা আবার ওখানে গিয়ে এই জিনিস তৈরী করবে। কেবল এই দুনিয়া পরিবর্তন হবে। এখানকার সংস্কার অনুসারে গিয়ে জন্ম নেবে। যেমন লড়াই যারা করে তাদের বুদ্ধিতে লড়াই এর সংস্কার থাকে, তাই ওই সংস্কারই নিয়ে যাবে। লড়াই ছাড়া থাকতে পারে না। অফিসারদের কাছে আবার অনেকটা সময় দিতে হয়। ভর্তি করার সময় পরীক্ষা করে নিতে হয় যেন কোন রোগ না থাকে। চোখ - কান ইত্যাদি সব ঠিক আছে কি না। লড়াই করতে গেলে তো সব ঠিক চাই। এখানেও দেখা হয় কে কে বিজয় মালার দানা হবে। তোমাদের পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। আত্মা অশরীরী এসেছে, অশরীরী হয়ে যেতে হবে। ওখানে শরীরের কোন সম্বন্ধ নেই। এখন অশরীরী হতে হবে। আত্মারা ওখান থেকে আসে, এসে শরীরে প্রবেশ করে। অনেক-অনেক আত্মারা আসতে থাকে। সবাই নিজের-নিজের পার্ট পেয়ে যায়। যে নতুন পবিত্র আত্মারা আসে, তাদের অবশ্যই আগে সুখ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য তাদের মহিমা হয়। বৃহৎ বৃক্ষ যে। কত নামি-দামি বড় মানুষ আছে। নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী খুব সুখে থাকে। তাই এখন বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হবে, কর্মাতীত অবস্থায় পবিত্র হয়ে যেতে হবে। নিজের ব্যবহার দেখতে হবে, কাউকে দুঃখ দিই নি তো! বাবা কত মধুর। মোস্ট বিলাভড না! তাই বাচ্চাদেরও হতে হবে। এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখানে আছেন। মানুষদের কি আর এটা জানা আছে যে বাবা এখানে স্থাপনা করছেন তবুও তাঁকে জন্ম- জন্মান্তর স্মরণ করতে থাকব। শিবের মন্দিরে গিয়ে কত পূজা করে। কত উচ্চ শিখরে বদ্রীনাথ ইত্যাদির মন্দিরে যায়। কত মেলা বসে, কারণ মধুর না! গাওয়াও হয় উচ্চতমেরও উচ্চ ভগবান। বুদ্ধিতে নিরাকারই স্মরণে আসবে। নিরাকার তো আছেনই। আর আছেন ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর। ওনাদের ভগবান বলবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে আমরাই সত্যপ্রধান দেবতা ছিলাম, যখন আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম তখন এত বেশী মানুষ ছিলই না। শুধু ভারতেই এদের রাজ্য হবে। বাকী সবাই চলে যাবে - শান্তিধামে। এ সব তোমরা দেখতে থাকবে, এর জন্য খুব বড় মাপের বুদ্ধির দরকার। ওখানে তোমাদের পাহাড় ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই। ওখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি হয় না। সেটা তো হলই ওয়াল্ডার অফ স্বর্গ। যখন সেটা স্বর্গের ওয়াল্ডার হবে না তবে তা মায়ার ওয়াল্ডারস হতে থাকে। একথা দুনিয়ার লোক বুঝতে পারবে না। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। সেটা হলো সুখের টাওয়ার। এ হলো দুঃখের টাওয়ার। লড়াইতে কত মানুষ রোজ মারা যায়, আবার জন্মাতেও থাকে। গাওয়া হয়ে থাকে ঈশ্বরের অন্ত বা পরিসীমা কেউ জানে না। সাধু সন্ত কেউ রচয়িতা আর রচনার পরিসীমা পেতে পারে না। তোমাদেরকে বাবা পড়ান, একে পড়াশুনা বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে তোমরা বাচ্চারা জানতে যাচ্ছে। ওরা তো বলে আমরা জানি না নয়তো বলে সৃষ্টির আয়ু লক্ষ বছর। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই যা কিছু তোমরা এখানে দেখছো - এইসব ওখানে থাকবে না। স্বর্গ হলো টাওয়ার অফ সুখ। এখানে হলো দুঃখ আর দুঃখ। হঠাৎ মৃত্যু এমন আসবে যে সব শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু দেখা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো এত সহজ ব্যাপার নয়। একে (এখন) বলা হয় দুঃখের শিখর। ওটা হলো সুখের শিখর। ব্যস তৃতীয় কোনো শব্দ নেই। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা শুনতে থাকে কিন্তু ধারণা করে না। ধারণা তখন হবে যখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজ্ এ হবে। ধারণা না হলে খুশীও থাকে না। একদম হাইয়েস্ট পড়ার মতো লোকও আছে আবার লোয়েস্টও আছে। পড়ায় পার্থক্য তো আছে না! অসীম জগতের বাবা ওদের কত বোঝান কিন্তু কখনোই বুঝবে না। স্মরণ ব্যাতীত তোমরা কখনো পবিত্র হতে পারবে না। বাবা-ই হলেন চুপ্চক। তিনি একদম হাইয়েস্ট পাওয়ার সম্পন্ন। ওঁনার উপর কখনো মরচে পড়তে পারে না, বাকী সবার উপর মরচে পড়ে, আর সেটাকে সরিয়ে আবার সত্যপ্রধান হতে হবে। বাবা বলেন একমনে এক নাগাড়ে আমাকে স্মরণ করো আর কোন কিছুতে মম্ব্ব থাকবে না। ধনী ব্যক্তিদের তো সারাদিন ধন দৌলতই সামনে আসতে থাকবে। গরীবদের কিছু তো নেই- ই তবুও গরীবেরা কিছু বোঝার মত যারা ধারণা করতে পারে। স্মরণ ব্যাতীত ময়লা কিভাবে বের হবে। আমরা পবিত্র কীভাবে হব। তোমরা এখানে এসেছো উচ্চ শিখরে যেতে। জানো যে বাবার শিক্ষা অনুযায়ী চললে আমরা উঁচু সুখের শিখরে যাব। এটা পরিশ্রমের। বাবা আসেন টাওয়ারে নিয়ে যেতে। তাই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। প্রথম নম্বরে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা সুখ্যাত। তারা একদম টাওয়ারে হবে। আর সব কিছু না কিছু কম। নতুন দুনিয়াকেই টাওয়ার অফ সুখ বলা হয়। ওখানে কোনো ময়লা জিনিস হয় না। এরকম মাটি নেই, এরকম হাওয়া ওখানে বয় না যে বাড়ী খারাপ করে দেবে। স্বর্গের তো অনেক মহিমা। তারজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। লক্ষ্মী- নারায়ণ কত উচ্চ, দেখা মাত্রই মন খুশী হয়ে যায়। পরবর্তী কালে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। প্রথম প্রথম কত সাক্ষাৎকার হতো। বাবা কত চমৎকার দেখিয়েছেন। তারা মুকুট ইত্যাদি পড়ে আসতেন। ওই জিনিস তো এখানে পাওয়া যাবে না। বাবা তো হলেন জহুরী। আগে যে মণি ৫০ হাজারে নেওয়া হত সেটা এখন ৫০ লাখেও পাওয়া যায় না। তোমরা স্বর্গের জন্য পুরুষার্থ করছ। ওখানে অপরিমিত সুখ বাবা এত পড়ান কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য এসে যায়। কোথায় রাজা-রানী কোথায় দাস-দাসী। যে ভালো ভাবে পড়ে আর পড়ায় সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সাথে সাথে বলবে বাবা আমি অমুক জায়গায় গিয়ে সার্ভিস করব। সার্ভিস তো

অনেক রয়েছে। তোমাদের এই জঙ্গলকে মঙ্গল (মন্দির) তৈরী করতে হবে। রুটির টুকরো টুকু খেলো কি খেলো না, ছুটল সার্ভিস করতে। ব্যবসায়ীরা এরকম করে। ভাল ক্রেতা এসে গেলে খেল কি খেল না, ছুটবে। ধন আয় করার শখ থাকে। এখন তো অসীম জগতের বাবার থেকে অপরিসীম ধন পাওয়া যায়। যদিও সময় খুব কম রয়েছে! কিন্তু কাল শরীর ত্যাগ হলে - কোনো ভরসা নেই। বিনাশ তো হবেই। তোমাদের জন্য তো - "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার)। তোমাদের খুশীর পারাপার নেই। তোমাদের অপরিসীম খুশী হওয়া চাই। অনেকের কল্যাণ করতে হবে তোমাদের। পরিশেষে কর্মজীত অবস্থায় স্থিত হতে হবে। তোমরা স্মরণ করতে করতে অশরীরী হয়ে যাবে, তবেই অনায়াসে উড়বে। এটা খুব পরিশ্রমের। কেউ তো অনেক সার্ভিস করে। সারাদিন মিউজিয়ামে বোঝাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন রাত সার্ভিসে উৎসাহী। শত শত মিউজিয়াম খুলে যাবে। হাজার হাজার লোক তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা অবসর পাবে না। সব থেকে বেশী তোমাদের দোকান খোলা থাকবে- এই অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের ধারণা করার জন্য প্রথমে নিজের বুদ্ধি গোল্ডেন এজ্ এর বানাও। বাবার স্মরণ ছাড়া আর কোনো জিনিসে মমত্ব থাকবে না।

২) কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করে নিজ নিকেতনে যাওয়ার জন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। নিজের আচার-ব্যবহারকেও দেখো যে কাউকে দুঃখ দিইনি তো। বাবার সমান মধুর হয়েছি!

বরদানঃ:- সহন শক্তির ধারণার দ্বারা সত্যতাকে গ্রহণকারী সদাকালের বিজয়ী ভব জগতের মানুষ বলে থাকে, বর্তমানে সৎ মানুষের চলা খুব কঠিন, মিথ্যা কথা বলতেই হয়, কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মারাও মনে করে কখনো কখনো চাতুর্যের সাথেও চলতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, সত্যতা এবং পবিত্রতার জন্য কতোই না অপোজিশন হয়েছিল, তবুও তিনি ঘাবড়াননি। সত্যতার জন্য সহন শক্তির প্রয়োজন হয়। সহন করতে হয়, নত হতে হয়, হার মানতে হয়, কিন্তু সেটা পরাজয় নয়, সদাকালের জন্য বিজয়।

স্নোগানঃ:- প্রসন্ন থাকা আর প্রসন্ন করা - এটাই হলো দুয়া দেওয়া আর দুয়া নেওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

আমার তো এক বাবা আর আমার বউ কিছু এই এক আমার এর মধ্যেই মিশে যায়। যেখানে চাও, যেমন চাও, যত সময় ধরে চাও তত সময় ধরে মন একাগ্র হয়ে যাবে, একে বলা হয় মন বশে রয়েছে। এই একাগ্রতা অর্থাৎ একরস সুইট সাইলেন্সের স্থিতির দ্বারা সহজেই ডবল লাইট ফরিস্তা স্বরূপের অনুভূতি হয়ে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশাতেই থাকো যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, আমাদের এই স্টুডেন্ট লাইফ হলো দি বেস্ট (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ), আমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে"

*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের সকলের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়?

*উত্তর:- যারা অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হয়, যাদের কল্যাণ হয়েছে তারা বলে যে, তুমি হলে আমাদের মা। তাই নিজেরা নিজেদের দেখো যে আমরা কতজনের কল্যাণ করছি? বাবার ম্যাসেজ কত আত্মাদের দিতে পারছি? বাবাও হলেন পয়গম্বর। বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবার পয়গাম (সন্দেশ) দিতে হবে। সবাইকে বলো যে দুজন পিতা রয়েছে। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে (বর্সা) স্মরণ করো।

*গীত:- তুমি প্রেমের সাগর... তব প্রেমের এক বিন্দুর পিয়াসী মোরা...

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের রোজ-রোজ বোঝান যে বাচ্চারা আত্ম-অভিমानी হয়ে বসো। এইরকম যেন না হয় যে বুদ্ধি বাইরে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে । একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনিই জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। বলা হয় যে, জ্ঞানের এক ফোঁটাও অনেক। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আত্মিক পিতাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। অমরপুরী বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। এছাড়া এইসময় তোমাদের মাথার উপরে যে পাপের বোঝা রয়েছে তা নামিয়ে ফেলতে হবে। নিয়ম অনুসারে, বিবেক অনুসারে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়। যিনি উচ্চ থেকে উচ্চে ছিলেন তিনিই অস্তিমে নীচে তপস্যা করছেন। রাজযোগের তপস্যা একমাত্র বাবাই শেখান। হঠযোগ হলো সম্পূর্ণ আলাদা। ওটা হলো পার্থিব জগতের, আর এ হলো অসীম জগতের । ওটা হলো নিবৃত্তিমার্গ, এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ । বাবা বলেন, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। রাজা-রানী যেমন হবে প্রজা তেমনই হবে। প্রবৃত্তিমার্গের পবিত্র দেবী-দেবতা ছিল পরে আবার দেবতার বাম-মার্গে (বিকারে) চলে যায়। সেসবেরও চিত্র রয়েছে। অত্যন্ত অশোভন (নোংরা) চিত্র বানায় যা দেখতেও লজ্জা করে, কারণ বুদ্ধিও সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবার উদ্দেশ্যেই বলা হয় যে, তুমি হলে প্রেমের সাগর। এখন প্রেমের তো এক ফোঁটা হয় না। এ হলো জ্ঞানের কথা। তোমরা বাবাকে জেনে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। বাবা সন্নতির-ই জ্ঞান দেন। শুধু শুনলেই কি সন্নতিতে আসতে পারবে, না পারবে না। বাচ্চারা, এখান থেকেই তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। তোমরা জানো যে আমরাই বৈকুণ্ঠের মালিক হই। এইসময় সমগ্র বিশ্বে রাবণের রাজত্ব। বাবা এসেছেন তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিতে। তোমরা সকলেই বিশ্বের মালিক ছিলে। এখনও পর্যন্ত চিত্র রয়েছে। এছাড়া লক্ষ বছরের কোনো কথাই নেই। একথা সম্পূর্ণ ভুল। বাবাকেই সদা রাইটিংস (ন্যায়পরায়ণ) বলা হয়। বাবার দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব ধর্মনিষ্ঠ হয়ে যায়। এখন সব হলো আনরাইটিংস (অধার্মিক)। এখন বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিছো। এও কিন্তু ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। জ্ঞান শুনতে-শুনতে তারা আশ্চর্য রকমভাবে শুনন্তী (শোনে), কথন্তী (অন্যদের জ্ঞান শোনায়ে), ভাগন্তী (তারপর হাত ছেড়ে চলে যায়) হয়ে যায়। ওহো! আমার মায়া, তুমিও কত শক্তিশালী যে বাবার কাছ থেকে বিমুখ করে দাও। শক্তিশালী কেন হবে না, আধাকল্প তো তার রাজত্বও চলে। রাবণ কি, তা তোমরা জানো। এখানেও কোনো কোনো বাচ্চারা বুদ্ধিমান, আবার কেউ কেউ অবুঝ।

তোমরা জানো যে এখন আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে, তবেই তো আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। মানুষের যে মৃত্যু হয়, কিন্তু তারা তো স্বর্গে যাওয়ার জন্য কোনো পুরুষার্থ করে না। শুধু এমনিই বলে যে, স্বর্গে গেছে। তোমরা জানো যে, সত্যি-সত্যিই স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি অথবা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এমন কখনও কেউ বলে না যে ইনি স্বর্গে যাচ্ছেন। বরং তারা বলবে যে এটা কি বলছো, মুখ বন্ধ করো। মানুষ তো পার্থিব (হদের) জগতের কথা শোনায়ে। বাবা তোমাদের অসীমের (বেহদের) কথা শোনায়ে। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। নেশায় অত্যন্ত বিভোর হয়ে থাকা উচিত। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছিল, যে পদ প্রাপ্ত করেছিল, তাই-ই পাবে। বাচ্চারা, অনেকবার তোমাদের মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করিয়েছি। পুনরায় তোমরা পরাজয় বরণও করেছো। ড্রামা এইভাবেই তৈরী হয়ে রয়েছে। তাই বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। তোমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাচ্ছ। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট (ছাত্র-জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন)। এইসময়ই হলো তোমাদের শ্রেষ্ঠ জীবন, একে

কোনও মানুষ জানে না। স্বয়ং ভগবান এসে তোমাদের পড়ান, এটাই হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছাত্র-জীবন। আল্লাই পড়ায় আবার বলে যে এর নাম অমুক। আল্লাই শিক্ষক, তাই না। আল্লাই শুনে তা ধারণ করে। আল্লাই শোনে। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে বুঝতে পারে না। সত্যযুগে বুঝতে পারবে যে আমরা অর্থাৎ আল্লারা এই শরীর প্রাপ্ত করেছি আর এখন বৃদ্ধাবস্থা। অতি শীঘ্র সাক্ষাৎকার হবে যে - এখন আমরা এই পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন পরবো। ভ্রমরীর উদাহরণও এখানকার। এখন তোমরা জানো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণী। ডামার পরিকল্পনা অনুসারে যারাই তোমাদের কাছে আসে তাদেরকে (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করো, তাদের মধ্যেও আবার কেউ-কেউ কাঁচা থাকে, কেউ-কেউ নষ্ট (বিকারী) হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা তো এই উদাহরণ দিতে পারে না। ওরা কি কাউকে নিজের মতো তৈরী করবে, না করবে না। তোমাদের কাছে তো এইম অবজেক্ট রয়েছে। এই সত্যনারায়ণের কথা, অমরকথা.... এসব তোমাদেরই। একমাত্র বাবা-ই সত্য কথা শোনান। এছাড়া আর সবই মিথ্যা। ওখানে তো সত্যনারায়ণের কথা শুনিয়ে প্রসাদ খাওয়ায়। কোথায় তা হলো সীমিত জগতের (হদের) কথা, আর কোথায় এ হলো অসীম জগতের (বেহদের) কথা। বাবা তোমাদের ডায়রেকশন দেন। তোমরা নোট করো, বাকী যত বই, শাস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে, এইসবই শেষ হয়ে যাবে। পুরানো কোনো জিনিসই থাকবে না। মানুষ ভাবে যে কলিযুগ শেষ হতে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকী রয়েছে, সেইজন্য বড় বড় ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরী করতেই থাকে। খরচ করতেই থাকে। সমুদ্র কি ছেড়ে দেবে? এক ঢেউ-য়েই সব গ্রাস করে নেবে। না এই বোম্বে ছিল, আর না থাকবে। এই ১০০ বছরের ভিতরে এখন এইসব কি না কি বেরিয়েছে। পূর্বে ভাইসরয় (ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি) ৪টি ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে আসতেন। আর এখন অল্পসময়ের মধ্যে দেখো কি কি হয়েছে। স্বর্গ তো অনেক ছোট। নদীর ধারে তোমাদের মহল হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে। বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে আমরাই ধনবান হই। যখন কেউ সর্বস্বান্ত হয় তখন তাকে বলা হয় রাহুর দশা রয়েছে। তোমরা নিজেদের দশায় প্রফুল্ল থাকো। ভগবান অর্থাৎ বাবা আমাদের পড়ান। ভগবান আর কাউকে পড়ান কি? বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে আমাদের এই ছাত্র-জীবনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা নর থেকে নারায়ণ, বিশ্বের মালিক হই। এখানে আমরা রাবণ রাজ্যে এসে আটকে (আবদ্ধ হয়ে) পড়েছি। পুনরায় যাই সুখধামে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। একজনই কি হবে, না তা হবে না। অনেকেই হবে, তাই না। তোমরা খুদার (ভগবান) খিদমতগার (সেবাধারী) হও। খুদা স্বর্গ স্থাপনের জন্য যে সেবা করেন, তোমরা তাতে সাহায্য করো। যারা অনেক সাহায্য (সেবা) করবে তারা উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। না খেতে পেয়ে কেউ মরবে না। এখানে তো ফকিরদের কাছেও যদি খোঁজ কর তবে হাজার-হাজার টাকা বেরোবে। তাই ক্ষুধার্ত হয়ে কেউ-ই মারা যেতে পারে না। আর এখানে তোমরা বাবার হয়েছে। যদিও বাবা গরীব তবুও কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত বাচ্চারা খাবার পায় ততক্ষণ নিজেও খান না, কারণ বাচ্চারা হলো ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী)। তাদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে ওখানে (স্বর্গ) তো গরীবের কোনো ব্যাপারই নেই। প্রচুর আনাজ (সন্নি) থাকে। অগাধ ধন থাকে। ওখানকার লালন-পালন দেখা কত সুন্দর। তাই বাবা বলেন যে যখনই অবসর পাবে তখনই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে গিয়ে বসো। রাতেও বসতে পারো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখতে দেখতে শুয়ে পড়ো। ওহো! বাবা আমাদের এরকমই তৈরী করেন। তোমরা এরকম অভ্যাস করে দেখো যে কত আনন্দ হয়। তারপর আবার সকালে উঠে অনুভব শোনাও। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আর সিঁড়ির চিত্র সকলের কাছে থাকা উচিত। স্টুডেন্টরা জানে যে, আমাদের কে পড়াচ্ছেন। ওঁনার চিত্রও রয়েছে। সমগ্র বিষয়টিই হলো পড়ার উপর। স্বর্গের মালিক তো হবে। বাকী পদ প্রাপ্তির আধার হলো পঠন-পাঠনের উপর। বাবা বলেন, এই পুরুষার্থ করো যে - আমি হলাম আল্লা, শরীর নই। আমি বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষি। বিশেষ কিছু কঠিন নয়। মাতাদের জন্য তো খুবই সহজ। পুরুষেরা তো কাজ-কর্মে চলে যায়। এই এইম- অবজেক্টের চিত্রের উপর তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। অনেকের কল্যাণ করলে তারা তোমাকে অনেক ভালবাসবে, তারা বলবে যে তুমি তো আমাদের মা। জগতের কল্যাণের জন্য মাতা-রা, তোমরা নিমিত্ত হয়েছে। নিজেদের দেখতে হবে যে আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি। কতজনকে বাবার সংবাদ দিয়েছি। বাবাও পয়গম্বর, আর কাউকে পয়গম্বর বলা যাবে না। বাবা তোমাদের ম্যাসেজ দেন যা তোমরা সকলকে শোনাও। অসীম জগতের বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণ কর, ৮৪-র চক্রকে স্মরণ করো। তোমরা হলে পয়গম্বর, বাবার সন্তান তাই সবাইকে বাবার সংবাদ দাও। সকলকে বলো তোমাদের দু'জন পিতা রয়েছে। অসীমের পিতা তো সুখ আর শান্তির আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমরাই সুখধামে ছিলাম আর বাকী সবাই তখন শান্তিধামে ছিল। তারপরে আবার জীবনমুক্তিতে আসে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে তারপর আবার সেখানে আমরাই বিশ্বের মালিক হবো। কথাতেও রয়েছে, বাবা তোমার থেকে আমরা বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) পাই। সমগ্র ধরনী, সমুদ্র, আকাশ আমাদের হতে থাকবে। এইসময় আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষি। তোমরা হলে গুপ্ত ওয়ারিয়স (যোদ্ধা), শিব-শক্তিসেনা। এ হলো জ্ঞান কাটারী, জ্ঞান-বাণ। ওরা তো দেবীদের স্থূল

হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে কত মন্দির বানানো হয়েছে, কত চিত্র ইত্যাদি রয়েছে, তবেই তো বাবা বলেন যে ভক্তিমার্গে তোমরা সব টাকা-পয়সা শেষ করে দিয়েছ। এখন এই সবই শেষ হয়ে যাবে, ডুবে যাবে। তোমাদের সাম্রাজ্যকারও করিয়েছি যে ওখানে কিভাবে খনি থেকে হীরে-জহরত নিয়ে আসে কারণ সবকিছুই তো মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড়-বড় রাজাদের কাছে নীচে গুপ্ত রত্ন-ভান্ডার থাকে। ওই সবকিছুই নীচে চলে যাবে যা পরে তোমাদের কারিগররা গিয়ে নিয়ে আসবে। স্বর্গের দৃশ্য আজমীরে সোণী মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, তাই না। বাবা বলেছিলেন, মিউজিয়ামও এইরকমই তৈরী করো। স্বর্গের ফার্স্টক্লাস মডেল তৈরী করা উচিত। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখন আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। পূর্বে কিছুই জানা ছিল না, এখন জানতে পারছি। এমনও নয় যে আমরা প্রত্যেকের ভিতরে কি আছে তা জানি। কোনো কোনো ন বিকারীও আসত। তাদের বলা হত, কেন আসো ? তখন বলত যে এখানে আসব তবে তো বিকার থেকে মুক্ত হবো। আমি অত্যন্ত পাপী আত্মা। তখন বাবাই বলেন যে, আচ্ছা তোমার কল্যাণ হোক। মায়াও অত্যন্ত প্রবল। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের এই বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, তবেই জগৎজীত হবে। মায়াও কম নয়। এখন তোমরা পুরুষার্থ করে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হও। এঁাদের মতো সৌন্দর্য আর কারও হতে পারে না। এটাই হলো ন্যাচারাল বিউটি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে স্বর্গের স্থাপনা হয়, পুনরায় ৮৪ জন্মের চক্রতে আসতে হয়। তোমরা লিখতে পারো, এ হলো বিশ্ব-বিদ্যালয় তথা হাসপিটাল। একটি স্বাস্থ্যের (হেল্থ) জন্য আর একটি ওয়েল্থের জন্য। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস - ২১ জন্মের জন্য এসে প্রাপ্ত করো। ব্যবসায়ীরাও নিজেদের বোর্ড লাগায়। ঘরেও বোর্ড লাগানো হয়। যারা সদা নেশায় বিভোর থাকবে তারাই এরকম লিখতে পারবে। যারাই আসবে তাদেরকেই বোঝাও - তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো। এখন পবিত্র হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও এমনই করেন। তিনি (ব্রহ্মা) হলেন প্রথম নশ্বরের পুরুষার্থী। অনেক বাচ্চারা লেখে যে, বাবা ঝড় ঝাপটা আসে, এমন এমন হয়। আমি লিখি, আমার কাছে তো সব ঝড় ঝাপটা সবার আগে আসে। আমি প্রথমে অনুভাবী হলে তবে তো বোঝাতে পারবো। মায়ার কাজই তো হলো এটা।

এখন বাবা বলছেন - মিষ্টি, অতি প্রিয় বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে। তোমাদের নিজেদের জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) ইত্যাদি আর কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। বাবা সবকিছু বলে দেন। ওখানে আয়ুও বড় হয়। কৃষ্ণকেও মানুষ যোগেশ্বর বলে। কৃষ্ণকে যোগ শিখিয়েছেন যোগেশ্বর, তাই এরকম হয়েছেন। কোনো মানুষ, সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের যোগেশ্বর বলা যাবে না। তোমাদের ঈশ্বর যোগ শেখান, তাই তোমাদের যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী নাম রাখা হয়েছে। এইসময় জ্ঞানেশ্বর-জ্ঞানেশ্বরী হলে তোমরাই। পুনরায় ওখানে গিয়ে রাজ-রাজেশ্বরও তোমরাই হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এইম- অবজেক্টকে সামনে রেখে পুরুষার্থ করো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে সামনে দেখতে-দেখতে নিজে নিজের সাথে কথা বলো যে, ওহো! বাবা তুমি আমাদের এইরকমই তৈরী করছো। আমাদের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে।

২) নিজের সমান বানানোর জন্য ভ্রমরীর মতো জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করো। খুদাই খিদমতগার (খুদার সেবাধারী) হয়ে স্বর্গ স্থাপনে বাবাকে সাহায্য করো।

বরদানঃ:- দেহের বোধ থেকে ডিট্যাচ হয়ে পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভবকারী কমল আসনধারী ভব কমল আসন হলো ব্রাহ্মণ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির চিহ্ন। এই রকম কমল আসনধারী আত্মারা এই দেহ বোধের থেকে স্বভাবতঃই ডিট্যাচ থাকে। শরীরের বোধ তাদেরকে আকর্ষণ করবে না। ব্রহ্মা বাবার যেমন চলতে ফিরতে ফুরিস্তা রূপ বা দেবতা রূপ সব সময় স্মৃতিতে থাকতো, সেই রকম দেহী-অভিমানী স্থিতি সর্বদা থাকলে তাকে বলা হবে দেহ বোধের থেকে ডিট্যাচ। এই রকম দেহ বোধের থেকে যারা ডিট্যাচ থাকে, তারাই পরমাত্মার প্রিয় হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- তোমার বিশেষত্ব বা গুণ হলো প্রভুর প্রসাদ, তাকে নিজের মনে করাই হলো দেহ-অভিমান।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকলে তবে এখন ব্রহ্মা বাবার সমান ফরিস্তা হও। সর্বদা নিজের লাইটের ফরিস্তা স্বরূপ যেন দেখতে পাওয়া যায় যে, এই রকম আমাকে হতে হবে আর ভবিষ্যতের রূপও যেন দেখতে পাওয়া যায়, এখন এটা ত্যাগ করেই ওটা গ্রহণ করলাম বলে। যখন এই রকম অনুভূতি হবে, তখনই বুঝবে যে, সম্পূর্ণতা সমীপে রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে আত্মা মনে করে, আত্মা রূপী ভাই এর সাথে কথা বলে। দৃষ্টিকে এই রকম পাকা করো তাহলে ভূত (বিকার) প্রবেশ করতে পারবে না। কারও মধ্যে বিকারের ভূত দেখলে নিজেকে সরিয়ে নাও"

*প্রশ্নঃ - বাবার হওয়ার পরেও বাচ্চারা কেউ আস্তিক তো কেউ নাস্তিক, কেন?

*উত্তরঃ - আস্তিক তারাই যারা ঈশ্বরীয় নিয়ম পালন করে। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করে আর নাস্তিক তারাই যারা ঈশ্বরীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিকারের বশীভূত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে। ২ - আস্তিক বাচ্চারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে সবাইকে ভাই-ভাই মনে করে। নাস্তিকরা দেহ - অভিমান নিয়ে থাকে।

ওম শান্তি। সর্বপ্রথমে বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, বাচ্চারা বুদ্ধিতে সবসময় এটাই স্মরণ রেখো যে শিববাবা আমাদের সুপ্রীম ফাদার, সুপ্রীম শিক্ষক আর সুপ্রীম সঙ্গুরুও। সর্বপ্রথম বুদ্ধিতে অবশ্যই এটা আসা উচিত। প্রত্যেকেই নিজেরটা বুঝতে পারে যে আমার বুদ্ধিতে এসেছে কিনা। যদি বুদ্ধিতে এসে থাকে তবে সে আস্তিক, না এসে থাকলে নাস্তিক। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে ঝটপট আসা উচিত যে, টিচার এসেছেন। তোমরা ঘরে থাকলেই সব ভুলে যাও। খুব কম বাচ্চাই আধ্যাত্মিক দিক থেকে বোঝে যে, আমাদের সুপ্রীম বাবা এসেছেন। উনি একাধারে শিক্ষক এবং সঙ্গুরুও। যিনি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। স্মৃতিতে এলে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, নয়তো এই দুঃখ যন্ত্রণাময় দুনিয়ার কার্য, কথাবার্তায়, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসে থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো অনেকেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করে বিনাশের আর কত সময় বাকি আছে। ওদের বলা, এসব জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। প্রথম কথা হলো যিনি আমাদের এসব বুঝিয়েছেন তাঁকে জানো। প্রথমেই বাবার পরিচয় দাও। অভ্যাস থাকলে ওদের বোঝাতে পারবে, নয়তো ভুলে যাবে। বাবা কতো বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর। অন্যদেরও আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখো, কিন্তু সেই দৃষ্টি স্থায়ী রাখতে তোমরা অক্ষম। এক আনাও খুব অতি কষ্টেই স্থায়ী হয়। বুদ্ধিতে যেন বসেই না। বাবা কিন্তু অভিশাপ দেন না। বাবা তো বোঝাচ্ছেন এই জ্ঞান কত উচ্চ মার্গের। রাজ্য স্থাপন হয়। তোমরা ভিখারি থেকে বিত্তশালী হয়ে উঠবে। বিত্তশালী অল্পই হবে। বাকি দরিদ্ররা নম্বর অনুসারে হবে। শেষ নম্বরে যে থাকবে তার বুদ্ধিতে কোনও কথাই ঢুকবে না। সুতরাং প্রথমে যখন কাউকে বোঝাও তখন শিববাবার যে ৩২ গুণ সমন্বিত চিত্র বানানো হয়েছে সেটা দিয়ে বোঝানো উচিত। তাতেও লেখা আছে সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম টিচার, সঙ্গুরু।

সর্বপ্রথম যখন এটা নিশ্চিত হবে যে, শিববাবাই বোঝাচ্ছেন তখন আর সংশয় আসবে না। বাবা ছাড়া এই স্থাপনা আর কেউ করতে পারবে না। তোমরা যখন বোঝাও যে, স্থাপনা হতে চলেছে তখন ওদের বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই আসা উচিত এদের অবশ্যই কেউ বুঝিয়েছে। কোনও মানুষ তো বলতে পারে না এই রাজ্য স্থাপন হতে চলেছে। সুতরাং সর্বপ্রথমে বাবার প্রতি বিশ্বাস নিশ্চিত করাতে হবে। আমাদের পরমাত্মা বাবা শিক্ষা প্রদান করছেন। এ কোনও মানুষের মত নয়, এ হলো ঈশ্বরীয় মত। নতুন দুনিয়া নিশ্চয়ই বাবার দ্বারাই স্থাপন হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটবে, এটাও বাবার কাজ। এই নিশ্চয় যতদিন না আসবে জিজ্ঞাসা করতেই থাকবে - কি করে হবে। সর্বপ্রথম শ্রী মং-এর কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে, তবেই সব বুঝবে। নাহলে মানুষের মত মনে করবে। প্রতিটি মানুষের মত আলাদা। মানুষের মত কখনও এক হতে পারে না। এই সময় তোমাদের একজনই মত দিয়ে থাকেন। ওনার শ্রী মং -এ সঠিকভাবে চলা সেটাও বড় মুশকিল হয়ে পড়ে। বাবা বলেন দেহী - অভিমানী হও। এমনটাই মনে করো যে, আমরা ভাই - ভাইয়ের সাথে বাক্যালাপ করি তবে আর লড়াই ঝগড়া কখনও হবে না। দেহ - অভিমান আসা মানেই বুঝে নাও নাস্তিক। দেহী-অভিমানী না হলে সে নাস্তিক। দেহী -অভিমানী যে হতে পারে সে আস্তিক। দেহ - অভিমান অনেক ক্ষতির কারণ। সামান্য লড়াই ঝগড়া করলেও বুঝবে সে নাস্তিক, বাবাকে জানেই না। ক্রোধের ভূত যার মধ্যে থাকবে নাস্তিক বলে বিবেচিত হবে। বাবার বাচ্চাদের মধ্যে ভূত (বিকার) কোথা থেকে আসবে! বাচ্চারা আস্তিক। যতই কেউ বলুক না কেন আমার বাবার সাথেই ভালবাসা, কিন্তু ঈশ্বরীয় মতের বিপক্ষে কথা বললেই তাকে রাবণ সম্প্রদায়ের বলেই ধরে নেওয়া উচিত। সে দেহ - অভিমানে আছে। কোনওরকম বিকার দেখলে বা দৃষ্টি খারাপ বুঝলে সাথে সাথে সরে যাওয়া উচিত। বিকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে বিকারের প্রবেশ ঘটবে। ভূত, ভূতের সাথে লড়াই করতে শুরু করে। ভূত আসা মানেই সম্পূর্ণ নাস্তিক। দেবতারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন হয়। সেইসব গুণ না থাকলে সে নাস্তিক। নাস্তিক অবিনাশী উত্তরাধিকার কোনও ভাবেই পাবে না।

সামান্যতম ক্রটিও যেন না থাকে । নয়তো অনেক সাজা খেয়ে প্রজাতে যেতে হবে । ভূতদের থেকে দূরে থাকা উচিত । ভূতদের মুখোমুখি হলেই ভূত প্রবেশ করে । ভূতকে (বিকার) প্রতিরোধ করা যায় না । ওদের সাথে বেশি কথা বলাও উচিত নয় । বাবা বলেন এ হলো ভূতের দুনিয়া । যতক্ষণ না বিকার দূরীভূত হবে শাস্তি পেতে হবে । পদও ভ্রষ্ট হবে । একটাই তো লড়াই । কেউ রাজা হয়ে যায়, কেউ ফকির হয়ে যায় । রাজাদের দুনিয়া ছিল এখন হলো ফকিরদের দুনিয়া । সবার মধ্যে বিকার আছে । বিকারকে দূর করতে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা মুরলীর দ্বারা অনেক বোঝান । কত ধরনের স্বভাবের যে হয়, সে আর জিজ্ঞাসা করো না ।

সূতরাং প্রদর্শনী ইত্যাদিতে সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা কত লাভলী । তিনিই আমাদের দেবতা করে তোলেন । মহিমাও আছে মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশি সময় লাগে না... দেবতারা ছিল সত্যযুগে, নিশ্চয়ই তার আগে কলিযুগ ছিল । এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ হয়েছে । ওখানে (সত্যযুগে) এই জ্ঞান দেবতাদের মধ্যে থাকবে না । এখন তোমরা নলেজফুল হচ্ছে, এরপর পদ প্রাপ্ত হলে নলেজের আর প্রয়োজন নেই । ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা, যাঁর কাছ থেকে ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো তোমরা । সূতরাং এমন বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত । বাবা সবসময় বোঝাচ্ছেন যে, সব সময় মনে রেখো শিববাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । শিববাবা এই রথের (ব্রহ্মার তন) দ্বারা আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন । উনি আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু । এ হলো অসীম জগতের পড়াশোনা । তোমরা বুঝেছো আমরা প্রথমে তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলাম । এই কলেজ সম্পর্কে এতটুকুও ধারণা নেই তাদের । তাই বোঝানোর সময় খুব ভালো ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝাও । কৃষ্ণের কোনও কথাই নেই । বাবা বুঝিয়েছেন কৃষ্ণের কোনও ভূমিকা (কর্তব্য) নেই এক শিববাবা ছাড়া । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও ভূমিকা নেই । ভূমিকা শুধু একজনেরই, যিনি মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন । বিশ্বকে হেভেন করে তুলছেন । তোমরা সেই শ্রীমৎ অনুসারে চলো বাবার সহযোগী হয়ে । বাবা না থাকলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না । তোমরা ওয়ার্থ নট এ পেনি থেকে ওয়ার্থ পাউন্ড (কড়িহীন থেকে টাকার সমান মূল্যবান) হয়ে উঠছ । এখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমরা সব জেনে গেছো । সূতরাং সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । কৃষ্ণ তো ছোট শিশু । সত্যযুগে কৃষ্ণ অসীম জগতের বাদশীহি প্রাপ্ত করে । তার রাজস্বে আর কেউ ছিল না । এখন তো কলিযুগ । কত রকমের ধর্ম । এই এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে স্থাপন হয়ছিল এটা কারও বুদ্ধিতেই নেই । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী আছে, অতএব বাবার মহিমাকে ভালো করে বোঝানো উচিত । আমরা জানি বাবার কাছ থেকেই আমরা নিজেদের পরিচয় পেয়েছি । বাবা বলেন সবার সঙ্গতি দাতা আমিই । কল্পে-কল্পে আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নির্দেশ দিই নিজেকে আত্মা মনে কর আর আমাকে স্মরণ কর । তবেই আত্মা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে । 'আত্মা অভিমানী ভব' । অন্যদেরও আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তোমাদের ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না । আত্মাই শরীর দ্বারা কর্ম করে -- আমি আত্মা, এও আত্মা - এটাই প্রথম নিশ্চিত করতে হবে । তোমরা জানো সর্বপ্রথম আমরা হানড্রেট পার্সেন্ট পবিত্র ছিলাম, তারপর পতিত হয়েছি । আত্মাই আহ্বান করে বলে বাবা এসো । আত্মার অভিমান (দেহী - অভিমানী) দূত রূপে নিশ্চিত হওয়া উচিত আর সব সম্বন্ধ ভুলে যাওয়া উচিত । আমি আত্মা সুইট হোমের বাসিন্দা এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি । এটাও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো । তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসার আছে যাদের স্মরণে থাকে । ভগবান পড়াচ্ছেন, কতটা খুশি থাকা উচিত । ভগবান আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু । তোমরা বলবে আমরা ওঁনাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করিনা । বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো । তোমরা সবাই ভাই-ভাই, কেউ কেউ সেটা মানে । কেউ না মানলে বুঝবে সে নাস্তিক । আমরা শিববাবার সন্তান সূতরাং পবিত্র হওয়া উচিত । বাবাকে আহ্বান করেও মানুষ বলে থাকে বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে বিশ্বের মালিক বানাও । সত্যযুগে পবিত্র হওয়ার তো কোনও প্রশ্নই আসেনা । প্রথমে এটাই বোঝো যে ইনি শিববাবা, এঁনার দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় । যদি জিজ্ঞাসা করে বিনাশ কবে হবে, তাহলে বলো ঈশ্বরকে প্রথমে জান । ঈশ্বরকে না জানলে পরের কোনও কথা বুদ্ধিতে কিভাবে আসবে ! আমরা সত্য বাবার বাচ্চারা সত্যই বলে থাকি । আমরা কোনও মানুষের সন্তান নই, আমরা শিববাবার সন্তান । ভগবানুবাচ, ভগবান তাঁকেই বলা হয় যিনি সকল ব্রাদারদের (আত্মা রূপী) পিতা । মানুষ কখনোই নিজেকে ভগবান বলতে পারে না । ভগবান তো নিরাকার । তিনি বাবা, টিচার, সঙ্গুরুও । কোনও মানুষ বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু হতে পারে না । কোনও মানুষ কারও সঙ্গতি করতে পারে না । ভগবান হতে পারে না ।

বাবা হলেন পতিত পাবন । পতিত করে তোলে রাবণ । বাকি সবাই হল ভক্তি মার্গের গুরু । এটাও তোমরা বুঝেছো এখানে যে আসে সে আত্মিক হয়ে যায় । অসীম জগতের বাবার কাছে এসে নিশ্চয় করে যে, ইনিই আমাদের বাবা, টিচার, গুরু । যখন সম্পূর্ণ দৈবী গুণ ধারণ হবে তখন (মহাভারত) লড়াইও হবে । সময়ানুসারে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে,

এখন কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাচ্ছি। এখন কর্মাতীত অবস্থা কোথায় হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। অনেককে সংবাদ দিতে হবে। বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের আছে। এখন তো দ্রুত গতিতে লড়াই শুরু হবে। তারপর এই হাসপাতাল ডাক্তার ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। বাবা বাচ্চাদের সামনে এসে বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম শরীর ধারণ করে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে চলেছো। কারও কারও ৭০ -- ৮০ জন্মও হবে। এখন তো সবাইকেই যেতে হবে। বিনাশ হবেই। অপবিত্র আত্মারা যেতে পারবে না। পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম আছে। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গবাসী হবে একি কম বড় কথা! মানুষ তো বলে দেয় অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ কোথায়? কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত যে, ভগবান আমাদের শিক্ষা প্রদান করে বিশ্বের মালিক করে তুলছেন। খুশিও এক হয় স্থায়ী অপরটি হয় অল্প সময়ের জন্য। পড়বো, পড়াব নয়তো খুশি কি করে হবে? আসুরি গুণকে দূর করতে হবে। বাবা কত বোঝান, কত কর্মভোগ আছে। যতক্ষণ কর্মভোগ থাকবে তার চিহ্নই এই যে, কর্মাতীত অবস্থা এখনও আসেনি। এখনও পরিশ্রম করতে হবে। কোনও রকম মায়ার তুফান যেন না আসে। বাচ্চাদের এই নিশ্চয় আছে যে, বাবা আমাদের অনেকবার মানব থেকে দেবতা বানিয়েছেন। এটাও বুদ্ধিতে থাকলে অহো সৌভাগ্য। এ হলো বেহদের বড় স্কুল। ওটা (লৌকিক) হলো সীমিত জাগতিক ছোট স্কুল। বাবার তো ভীষণ দয়া হয় এই ভেবে যে, কিভাবে বোঝাবো -- কারও কারও তো এখনও বিকারের ভূত দূর হয়নি। বাবার হৃদয়ে জায়গা পাওয়ার বদলে অধঃপতন হয়। কিছু বাচ্চা তো তৈরী হচ্ছে, অনেকের কল্যাণ করার জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ঈশ্বরীয় মতের বিপক্ষে কোনও কথা বলা উচিত নয়। কারও মধ্যে যদি ভূতের প্রবেশ হয়ে থাকে বা দৃষ্টিতে অপবিত্রতা থাকে তবে তার সামনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে সরে যেতে হবে, তার সাথে বেশি কথা বলা উচিত নয়।

২) খুশিকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্য অধ্যয়নের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। আসুরি গুণকে অপসারণ করে দৈবী গুণ ধারণ করে আস্তিক হতে হবে।

বরদানঃ:- নিশ্চয় আর নেশার আধারে সকল পরিস্থিতির উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব যোগের দ্বারা এখন এমন সিদ্ধিপ্রাপ্ত করো যাতে অপ্রাপ্তিও প্রাপ্তির অনুভব করাবে। নিশ্চয় আর নেশা - সকল পরিস্থিতিতে তোমাদেরকে বিজয়ী করে দেবে। পরবর্তী সময়ে এমন পরীক্ষার পেপারও আসবে যে - শুধুমাত্র শুকনো রুটি খেতে হবে। কিন্তু নিশ্চয় নেশা আর যোগের সিদ্ধির শক্তি, সেই শুকনো রুটিকেও নরম বানিয়ে দেবে। তোমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করবে না। তোমরা সিদ্ধি স্বরূপের মহিমায় স্থিত হয়ে থাকো, তাহলে কেউ তোমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে পারবে না। কোনো সাধন থাকলে, তা নিশ্চিত্তে ব্যবহার করো, কিন্তু সেই সাধন যেন সময়ে তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় - সেটা চেক করো।

স্লোগানঃ:- নিমিত্ত হয়ে যথার্থ পার্ট প্লে করো, তবেই সকলের সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যে কোনো কাজে নতুন কিছু ইনভেনশন (আবিষ্কার) করার জন্য, একাগ্রতার প্রয়োজন। তা লৌকিক দুনিয়ার ইনভেনশনই হোক কিংবা আধ্যাত্মিক দুনিয়ার ইনভেনশন। একাগ্রতা অর্থাৎ একটিমাত্র সংকল্পে স্থিত হয়ে যাওয়া। এক লগনে মগন হয়ে যাওয়া। নিজের শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাওয়া - এর ফলে বুদ্ধির এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানো, সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। দেহ আর দেহের দুনিয়া সহজেই ভুলে যাবে আর ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মানুষের শরীরের উন্নতি কিভাবে হবে, আত্মার উন্নতি বা উত্তরণের সাধন বাবা-ই বলে দেন - এটা হলো বাবারই রেস্পন্সিবিলিটি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের সর্বদা উন্নতি হবে, এর জন্য বাবা কোন্ শ্রীমৎ দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, নিজের উন্নতির জন্য ১. সদা স্মরণের যাত্রা করো। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মার মরচে দূর হবে। ২. কখনও অতীতকে স্মরণ করবে না এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা রাখবে না। ৩. জীবনধারণের জন্য কাজকর্ম করো কিন্তু যদি সময় পাও তবে সময় নষ্ট না করে বাবার স্মরণে সময় সফল করো। ৪. কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় সেবা করো তাহলে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন, মানুষ বলে যে আত্মার রেস্পন্সিবিলিটি হলো পরমাত্মার উপরে। তিনি-ই সকল আত্মাদের উন্নতি এবং মনের শান্তির পথ বলে দিতে পারেন। আত্মা দুই ব্রহ্মকুটির মধ্যে অবস্থান করে এবং সবকিছুর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। প্রায়শঃই রোগ হয় শরীরে। এখানে ব্রহ্মকুটিতে নয়। যদি মাথায় যন্ত্রণাও হয় কিন্তু যেখানে আত্মার আসন আছে সেখানে কোনো কষ্ট হবে না, কারণ সেই আসনে আত্মা বিরাজিত থাকে। এবারে আত্মার উন্নতি অথবা শান্তি প্রদান করেন যে সার্জেন তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা। যখন আত্মার উন্নতি হয় তখনই আত্মা হেল্থ ওয়েল্থ প্রাপ্ত করে। শরীরের জন্য যতই করো কোনো উন্নতি হবে না। শরীরে কিছু না কিছু সমস্যা তো থাকবেই। আত্মার উন্নতি তো বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারেনা। অন্য সবাই দুনিয়ায় শরীরের উন্নতির ব্যবস্থা করে, তাতে আত্মার উত্তরণ কলা বা উন্নতি হয়না। সেটা তো বাবা-ই শেখান। সবকিছুই আত্মার উপরে নির্ভর করছে। আত্মা-ই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয় তারপরে আত্মা একেবারে কলা বিহীন হয়ে যায়। ১৬ কলা হয় আবার কলা বা গুণ কম কিভাবে হয়, সে কথাও বাবা বোঝান। বাবা বলেন সত্যযুগে তোমরা অনেক সুখী ছিলে। আত্মা উত্তরণ কলায় ছিল, অন্য সংসঙ্গে আত্মার উন্নতি কিভাবে হবে - সেই কথা বোঝানো হয় না। তারা দেহের নেশায় থাকে। তাদের মধ্যে দেহ-অভিমান থাকে, বাবা তোমাদেরকে দেহী-অভিমानी বানাচ্ছেন। আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। এখানে সবই হল আত্মিক কথা। সেখানে হল দৈহিক কথা। সার্জেন একটি হার্ট বের করে অন্যটি লাগিয়ে দেয়। তাদের, আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। আত্মা তো ব্রহ্মকুটিতে অবস্থান করে, তার অপারেশন ইত্যাদি হয় না।

আত্মা বাবা বোঝান যে আত্মার উন্নতি তো একবারই হয়। আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন আত্মার উন্নতি করতে বাবা আসেন। বাবা ব্যতীত কোনো আত্মার উত্তরণ কলা হতে পারেনা। বাবা বলেন এই ছিঃ ছিঃ তমোপ্রধান আত্মারা আমার কাছে আসতে পারে না। তোমাদের কাছে যখন কেউ এসে বলে শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে অথবা উন্নতি কিভাবে হবে? কিন্তু সে কথা কেউ জানে না যে উন্নতির পরে আমরা কোথায় যাব, কি হবে? আহ্বান করে বলে - পতিত থেকে পবিত্র করো। জীবনমুক্তি ধামে নিয়ে চলো। অর্থাৎ আত্মাদেরই নিয়ে যাবেন তাইনা। শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। এটাই হল ঈশ্বরীয় মত। বাদবাকি সবই হল মনুষ্য মত। ঈশ্বরীয় মতের আধারে একদম আকাশে উঠে যাও - শান্তিধাম, সুখধামে। তারপরে ড্রামা অনুযায়ী নীচে নামতেও হবে। আত্মার উন্নতির জন্য বাবা ব্যতীত অন্য কোনও সার্জেন নেই। সার্জেন আবার তোমাদেরকে নিজ সমান তৈরি করেন। কেউ অন্যদের খুব ভালো উন্নতি করে, কেউ মিডিয়াম, কেউ আবার থার্ড ক্লাস উন্নতি করে। আত্মাদের উন্নতির দায়িত্ব একমাত্র বাবার। দুনিয়ায় এই কথা কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের উদ্ধার করতে আমিই আসি। প্রথমে আত্মা যখন আসে তখন পবিত্র-ই আসে। এখন বাবা এসেছেন সবার উন্নতি করতে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদের দেখো কত উন্নতি হয়ে যায়। সেখানে তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীরও প্রাপ্ত কর। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। তিনি এসে তোমাদের উন্নতি করেন। ফলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু নিজের সুইট হোমে ফিরে যাবে। তারা চাঁদে যায়। অবিনাশী সার্জেন তোমাদের উন্নতির জন্যে বলেন মামেকম স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বিশ্বের বাচ্চাদের লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ধার করেন। যখন তোমরা স্বর্গে যাবে তখন সবাই শান্তিধামে থাকবে। বাবা কত ওয়ান্ডারফুল কাজ করেন। বাবার তুলনা নেই ! তবেই বলা হয় তোমার গতি তুমিই জানো। আত্মাতে মত আছে, আত্মা পৃথক হলে মত প্রাপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বরীয় মত দ্বারা উত্তরণ কলা, মনুষ্য মত দ্বারা অবনমন কলা - এও ড্রামায় ফিক্স আছে। তারা

ভাবে এখন স্বর্গের নির্মাণ হচ্ছে। ভবিষ্যতে জানতে পারবে যে এইটি নরক না স্বর্গ। ভাষা নিয়ে কত হাস্যামা করে। দুঃখে আছে যে। স্বর্গে তো দুঃখ হয়না। ভূমিকম্পও হবে না। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে তারপরে স্বর্গে পরিণত হবে। তারপরে অর্ধকল্প পরে সেইটিও প্রায়ঃলুপ্ত হয়। বলা হয় দ্বারকা সাগরের নীচে চলে গেছে। সোনার জিনিস নীচে চাপা পড়ে গেছে। তাহলে অবশ্যই ভূমিকম্পের দ্বারা নীচে যাবে। সমুদ্রের নীচে থেকে নিশ্চয়ই খুঁড়ে বের করা হবেনা। ভূমি খনন করা হয়, সেখান থেকে জিনিস বের হয়।

বাবা বলেন আমি সকলের উপকার করি। সবাই আমার অপকার করে, অপশব্দ বলে। আমি তো অপকারীরও উপকার করি, তাই আমার অবশ্যই মহিমা হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গে দেখো কত মান। তোমরা বাচ্চারাও বাবার কত মহিমা করো। চিত্রে ৩২ টি গুণ দেখানো হয়েছে। এখন তোমরাও বাবার মতন গুণবান হচ্ছে তাহলে কত পুরুষার্থ করা উচিত। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সর্বোচ্চ পিতা পড়াচ্ছেন তাই রোজ অবশ্যই পড়া উচিত। ইনি হলেন অবিনাশী পিতা, টিচার, যারা পরে আসছে তারা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ণ যেতে পারে। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার উন্নতি হচ্ছে - বাবার সাহায্যে। শ্রীকৃষ্ণ কেও গুণবান করেন বাবা, সবাইকে দান করেন। বাকিরা সবাই প্রাপ্ত করে। এই বংশের বিস্তার হচ্ছে - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। অসীম জগতের বাবা দেখো কত মিষ্টি এবং কত প্রিয়। উঁচুর থেকে উঁচু বাবার দ্বারা সবার উন্নতি হচ্ছে। বাকি তো সবাইকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। বাবা হলেন অতুলনীয়। খাও দাও সবকিছু কর শুধুমাত্র বাবার গুণ গাও। এমন নয় বাবার স্মরণে থাকলে খাওয়া হবেনা। রাত্রে অনেক সময় থাকে। ৮ ঘন্টা তো সময় থাকে। বাবা বলেন কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এই গভর্নমেন্টের সার্ভিস করো। যে আসবে তাকে আত্মার উন্নতির পথ বলো। জীবনমুক্তি অর্থাৎ বিশ্বের মালিক ও মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এই কথা বোঝানো তো সহজ তাইনা। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি আর করবে।

বাবা বোঝান বাবার স্মরণ ব্যতীত আত্মার মরচে মিটেবে না। যদিও সারা দিন জ্ঞান শোনাও কিন্তু আত্মার উন্নতির উপায় স্মরণ ছাড়া সম্ভব নয়। বাবা বাচ্চাদের ভালোবেসে প্রতিদিন বোঝান কিন্তু নিজের উন্নতি করবে বা করবেনা, সে তো প্রত্যেকে নিজেরা বুঝতে পারবে। এই কথা শুধু তোমরাই শুনছো না, সব সেন্টারের বাচ্চারাও শোনে। এই টেপ রাখা আছে। এইটিও নিজের ভিতরে রেকর্ড করে যায়। এটি অনেক সার্ভিস করে। বাচ্চারা বোঝে আমরা শিববাবার মুরলী শুনছি। তোমাদের মুখে শুনলে ইনডাইরেক্ট (অপ্রত্যক্ষ) হয়ে যায় তখন এখানে আসে ডাইরেক্ট শুনবার জন্য। তখন শিববাবা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা শোনান বা মুখ দ্বারা জ্ঞান অমৃত প্রদান করেন। এই সময় দুনিয়া তমোপ্রধান হয়েছে তাই জ্ঞান বর্ষার প্রয়োজন আছে। জল বিন্দুর বৃষ্টি তো অনেক হয়। জল দিয়ে কেউ পবিত্র হতে পারেনা। এই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা।

বাবা বলেন এখন জাগো, আমি তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাই। আত্মার উন্নতিও এতেই হয়, বাকি সবই হলো দৈহিক কথা। আত্মিক কথা শুধুমাত্র তোমরাই শোনো। পদমপতি, ভাগ্যশালী শুধুমাত্র তোমরাই হও। বাবা হলেন দীননাথ। গরীবরা শোনে, তবেই তো বাবা বলেন অহল্যা, গণিকাদেরও বোঝাও। সত্যযুগে এমন কথা থাকবে না। সেটি হল অসীম জগতের শিবালয়। এখন হল অসীম জগতের বেশ্যালয়, একেবারেই তমোপ্রধান। এতে বিশেষ মার্জিন নেই। এখন এই পতিত দুনিয়াকে চেঞ্জ হতেই হবে। ভারতে রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য তো হয়। যখন অনেক ধর্ম হয় তখন অশান্তি হয়। যুদ্ধ তো লেগেই থাকে। এবার তো খুব জোরে যুদ্ধ লাগবে। কঠিন যুদ্ধ লেগে বন্ধ হয়ে যাবে কারণ রাজস্ব স্থাপন হয়ে, কর্মজীত অবস্থা হবে। এখন তো কেউ বলতে পারেনা। সেই অবস্থা হলে পড়াশোনা পূর্ণ হবে। তখন ট্রান্সফার হয়ে যাবে - নিজের পুরুষার্থ অনুসারে। এই পুরানো দুনিয়ায় তো আগুন লাগবে। অতি শীঘ্রই বিনাশ হবে। তাকে রক্তের খেলা বলা হয়। সবার মৃত্যু হবে। রক্তের নদী বইবে। তারপরে ঘি দুধের নদী বইবে। হাহাকার থেকে জয়জয়কার হবে। বাকিরা সবাই অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে থেকেই শেষ হয়ে যাবে। খুব যুক্তি সহকারে স্থাপনা হয়। বিদ্বান আসবে, অত্যাচারও হবে। এখন মাতাদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলবে। যদিও পুরুষও অনেক আছে কিন্তু মাতা হল জন্মদাত্রী তাই পুরুষদের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রাপ্ত করে। স্বর্গে তো নম্বর অনুসারে সবাই যাবে কেউ দুই জন্ম পুরুষের ধারণ করে, হিসাব নিকাশ যা কিছু ড্রামা ফিক্স রয়েছে তাই হয়। আত্মার উন্নতি হলে কত তফাৎ হয়ে যায়। কেউ তো একদম হাইয়েস্ট হয় কেউ একেবারে লোয়েস্ট। কোথায় রাজা তো কোথায় প্রজা।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বোঝান এখন পুরুষার্থ করো। যোগের দ্বারা পবিত্র হও তবে ধারণা হবে। লক্ষ্য অনেক উঁচুতে। নিজেকে আত্মা ভেবে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পরমাত্মার সাথে আত্মার ভালোবাসা আছে তাইনা। এ হলো আত্মিক (রুহানী) ভালোবাসা, যার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়। দৈহিক ভালোবাসার দ্বারা পতন হয়। ভাগ্যে না থাকলে

ভাগ্যী হয়ে যায় (পালিয়ে যায়)। যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খুব সাবধানতা চাই। মাতাদের পাই পয়সা দিয়ে যজ্ঞের সার্ভিস করা হচ্ছে। এখানে গরীব-ই ধনী হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। তোমরা এখন সদা সৌভাগ্যবতী হও - সবার এই রকম অনুভূতি হয়। মালার দানা যারা হয় তাদের খুব ভালো অনুভূতি হওয়া চাই। শিববাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে থাকো তাহলে অনেক উল্লসিত হতে থাকবে। শিববাবার সার্ভিসে শরীরও সমর্পণ করা উচিত। সারাদিন যেন নেশা থাকে - এটা মাসির বাড়ি নয় (সহজ নয়)। দেখতে হবে আমরা নিজের কতখানি উল্লসিত করছি। বাবা বলেন - অতীতকে স্মরণ করবে না। ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা রাখবে না। জীবন নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম তো করতে হবে। যখন সময় পাবে তখন বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। যারা বন্ধনে রয়েছে (বাঁধেলদের), বাবা তাদের উদ্দেশ্যে বোঝান যে তোমরা নিজেদের যুগলকে খুব নম্র হয়ে ভালোবেসে বোঝাও, মারধর করলে তাদের উপরে ফুলের বর্ষণ করো। নিজেদের রক্ষা করার অনেক যুক্তি চাই। শীতল চোখ হওয়া উচিত। কখনো যেন নড়চড় না হয়। এই বিষয়ে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত রয়েছে, একদম অটল ছিল। তোমরা সবাই হলে মহাবীর, যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব স্মরণ করবে না। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামায় অটল থাকতে হবে। বাবা নিজেই বলেন আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। বাকি আর কোনো কথা নেই। কৃষ্ণের বিষয়ে লেখা হয়েছে স্বর্দর্শন চক্র দিয়ে মেরেছিল। এইসবই হলো কাহিনী। বাবা হিংসা তো করতে পারেন না। এই বাবা তো হলেন টিচার, মারের কথা নেই। এইসব কথা হলো এখনকার। একদিকে অনেক মানুষ আছে অন্য দিকে আছে তোমরা, যাদের আসার হবে তারা আসবে। কল্প পূর্বের মতো পদের অধিকারী হবে। এতে কোনো চমৎকার ইত্যাদির ব্যাপার নেই। বাবা হলেন দয়ালু, দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, তাহলে দুঃখ দেবেন কিভাবে! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের সার্ভিস করে নিজের সময় সফল করতে হবে। বাবার মতো গুণবান হতে হবে।

২) যা অতীতে ঘটে গেছে সেসব স্মরণ করবে না। অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামার নলেজে অচল থাকতে হবে।

বরদান:- সংকল্প, বাণী আর কর্মের ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী হোলিহংস ভব
হোলিহংসের অর্থ হলো - সংকল্প, বাণী আর কর্মের ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী। কেননা ব্যর্থ হলো পাথরের মতো, পাথরের কোনও ভ্যালু নেই, রত্নের ভ্যালু আছে। হোলিহংস শীঘ্রই পরখ করতে পারে যে এটা কাজের জিনিস নয় বা এটা কাজের জিনিস। কর্ম করার সময় কেবল এই স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে যে আমরা রাজযোগী নলেজফুল আত্মারা হলাম রুলিং আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার যুক্ত, তাহলে ব্যর্থ আসতে পারবে না। এই স্মৃতিই হোলিহংস বানিয়ে দেবে।

স্লোগান:- যে নিজেকে এই দেহরূপী গৃহে অতিথি মনে করে, সে-ই নির্মোহী থাকতে পারে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যেইরকম, এমন কোনও দিন থাকে যেদিন চলতে থাকা ট্রাফিককেও দাঁড় করিয়ে তিন মিনিট সাইলেন্সের প্র্যাক্টিস করায়। চলতে থাকা সকল কাজ স্টপ করে দেয়। সেইরকম তোমরাও কোনও কাজ করছো বা কথা বলছো তো মাঝেমধ্যে এই সংকল্পের ট্রাফিককে স্টপ করার অভ্যাস করো। এক মিনিটের জন্যও মনের সংকল্পকে, এমনকি শরীরের দ্বারা চলতে থাকা কর্মকেও মাঝে মাঝে স্টপ করে নিজের ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্যর্থ আর নেগেটিভকে অ্যাভয়েড করে অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার যোগ্য হও"

আজ বাপদাদা নিজের পরমাত্ম ভালোবাসার যোগ্য আত্মাদের দেখছেন। পরমাত্ম-ভালোবাসা হলো আনন্দময় দোলা যে সুখদায়ী দোলায় তোমরা সদা ঝুলতে থাকো। পরমাত্ম ভালোবাসা অনেক জন্মের দুঃখকে এক সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেয়। পরমাত্ম ভালোবাসা সর্ব শক্তিসম্পন্ন, যা নির্বল আত্মাদের শক্তিশালী বানায়। তোমরা কত অল্প আত্মা এমন শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-ভালোবাসার যোগ্য! এমন শ্রেষ্ঠ সুযোগ্য আত্মাদের দেখে দেখে বাপদাদা প্রসন্ন হন। বাবা যেমন প্রসন্ন হন ঠিক তেমনই বাচ্চারাও উৎফুল্ল হয়, কিন্তু নম্বরক্রমে। বাপদাদা তো তাঁর হৃদয় থেকে বাচ্চাদের এই বরদানই দেন যে, সদা পরমাত্ম - ভালোবাসার দোলায় দুলে অবিনাশী রত্ন ভব। এই

ভালোবাসার দোলা থেকে মনরূপী পা নিচে ক'রো না, কেননা, সারা বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে তোমরা পরম আত্মার পরম আদরের, তোমরা প্রিয়। তাইতো বাপদাদা এই বাচ্চাদের আশিস দিয়ে থাকেন এই পরমাত্ম-অনুরাগে লভলীন থাকো। এমন লভলীন আত্মাদের কাছে কোনও পর-স্থিতি কিংবা মায়ার চঞ্চলতা আসতে পারে না। নিচে যখন পা রাখো তখন মায়াও বিভিন্ন খেলা খেলতে আসে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে আকর্ষণ করে। লভলীন আত্মাদের সর্বশক্তির সামনে মায়া চোখ তুলেও তাকাতে পারে না। তোমাদের তৃতীয় নয়ন, জ্বালামুখী নয়ন মায়াকে শক্তিহীন করে দেয়। সুতরাং তোমরা সবাই যে বিশেষ আত্মারা রয়েছো, ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই সকলের বাপদাদা দ্বারা তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত হয়েছো। কিন্তু বাবা দেখেন, কখনো কখনো অনেক পরিশ্রমের পুরুষার্থ করতে করতে বাচ্চাদের তৃতীয় নয়ন ক্লান্ত হয়ে যায় এবং ক্লান্ত হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। মায়ারও দেখার চোখ অতি দূরদর্শীসম্পন্ন, দূর থেকে দেখে নেয়। এখন তো মায়াও বুঝে গেছে যে, এখন তার রাজত্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেইজন্য মায়াতে ঘাবড়ে যেও না। খুশির সাথে, সর্বশক্তির আধারে তাকে বিদায় দাও। আসার চান্স দিও না, বিদায় দাও। সেও ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে, শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তোমরা নিজেরা দুর্বলতার কারণে মায়াকে আহ্বান জানাও, তাইতো সেও চান্স নিয়ে নেয়। এখন শক্তিহীন হয়ে গেছে। তোমাদের সকলের অনুভব কী বলে? এখন মায়ার মধ্যে আগেকার মতো শক্তি আছে? তার মধ্যে শক্তি রয়েছে নাকি তোমরা শক্তিশালী? সে তো ট্রায়াল করবে, কেননা, তোমরাই তাকে আমন্ত্রণ করো, তাহলে সে কেন চান্স দেবে না! কেন হীনশক্তি হও? বাবার এটা কোশ্চেন যে তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, নাকি না? সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান? কখনো কখনো সর্বশক্তিমান হও নাকি সদা সর্বশক্তিমান? কী তোমরা? সদা শক্তিশালী? তাহলে মায়াকে বলবে কি এখন যাও? তোমরা তাকে ডেকো না। বাবা মায়াকে বলেন, এখন সমাপ্ত করো, তো মায়া বলে যে আমাকে আহ্বান করে। তাহলে বাবা কী করবেন? যদি কোনও ধরনের দুর্বলতা, হতে পারে তা' মনে, বা বচনে, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে, তবে বুঝবে মায়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ। আমন্ত্রণের ভাইব্রেশন খুব তাড়াতাড়ি তার কাছেও পৌঁছায়।

এখানে মহা উৎসব তো খুব ভালো করে উদযাপন করছো। কিন্তু উৎসাহ যেন সদা থাকে, সেইজন্য উৎসব পালন করছো। এই বছর অনেক উৎসব পালন করছো, তাই না? (এই গ্রুপে ঈশ্বরীয় সেবার আদি রত্ন ভ্রাতাদের সম্মান সমারোহ তথা টিচার্স ভগিনীদের সিলভার জুবিলির কার্যক্রম রাখা হয়েছে) সব গ্রুপের মধ্যে উৎসব পালন করছে, তাইতো বাবা মনে করেন যে, এই বছর উৎসব উদযাপন করা অর্থাৎ মায়াকে বিদায় দেওয়া। এমন নয় যে গোল্ডেন ওড়না পরে বসে গেলে, গোল্ডেন ওড়না মানে গোল্ডেন এজড হওয়া। দৃশ্য তো খুব ভালো লাগে কিন্তু সদা গোল্ডেন স্থিতির ওড়না কিংবা উত্তরীয় যেন পরা থাকে। এমন নয় উত্তরীয় নামালে, উৎসব সম্পূর্ণ হলো আর যেমন ছিলে তেমন থেকে গেলে। এই ফাংশন উৎসাহ দেওয়ার। সুতরাং যারা উৎসব উদযাপন করেছে কিংবা যারা উদযাপন করতে এসেছে তারা হাত তোলো। বাপদাদা খুশি। অবশ্যই উদযাপন করো কিন্তু উদযাপন করা অর্থাৎ অনুরূপ তৈরি হওয়া এবং তৈরি করা। উৎসব পালনের সময় নিজেকে নিজে আন্ডারলাইন করো, সদা স্মরণ আর সেবার উৎসাহে থাকা আমি আত্মা। বাপদাদারও দৃশ্য ভালো লাগে। তাইতো, এই বছর বাপদাদা মায়াকে বিদায় দেওয়ার বছর হিসেবে উদযাপন করতে চান। তো এইরকম উৎসব উদযাপন করবে তো না? কাল যা পালন করেছে, সেইরকমই পালন করবে তো না? সিলভার জুবিলী পালন করবে, তাই না? গোল্ডেন জুবিলী হোক বা সিলভার জুবিলী হোক, কিন্তু উৎসবই তো না! এমন ভেবো না যে আমরা তো সিলভার জুবিলীর, যারা প্রথমে তারা আগে গোল্ডেন হবে, পরে আমরা হবো। এইরকম ভেবো না। আর

কেউ যদি নাও পালন করে থাকে, তারাও এইরকম ভেবো না যে যারা উৎসব পালন করে বাপদাদা তাদের জন্য বলছেন। বাবা সবার জন্য বলছেন। ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসব উদযাপন করেছে তো না! ব্রাহ্মণ তো সবাই হয়েছে নাকি এখনও ব্রাহ্মণ তৈরি হচ্ছে? তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ জন্মের উৎসব উদযাপন করা আত্মা অর্থাৎ সদা উৎসাহে থাকা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা, এটাই ব্রাহ্মণের অক্যুপেশন। ওই ব্রাহ্মণেরা তো মুখ দ্বারা গাথা বলে, তোমরা ব্রাহ্মণেরা মুখ দ্বারা বললেও তা' উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে থাকে। যেমনই আত্মা হোক, হতে পারে তোমাদের বিরোধী আত্মা, কেননা, হিসেব- নিকাশও এখানেই চুকাতে হবে। কিন্তু আত্মা যেমনই হোক ব্রাহ্মণের কাজ হলো উৎসাহ ভরা কাহিনী শোনানো। উৎসাহিত হওয়ার বিষয়ে বলা। তারা যদি কাঁদে, তোমরা উৎসাহে তাদের নাচাও। যখন হৃদয়ে কোনো উৎসাহ থাকে তখন কী হয়? পা নাচতে শুরু করে। যেমন এই ফ্যাশন উদযাপন করো, তো লাস্টে কী করো? সবাই ড্যান্স করো, করো তো না! এটা তো পায়ের ড্যান্স। ব্রাহ্মণ আত্মা উৎসাহ দেওয়া আর উৎসাহে থাকা ব্যতীত থাকতে পারে না। উৎসাহ নষ্ট করে দেওয়ার মতো বিষয় থাকে আর থাকবেও, কিন্তু বাপদাদা এই বছরে সব বাচ্চাদের থেকে এই শুভ আশা রাখেন, যা অতীত তা' অতীত, যেমনই আত্মা হোক আজ পর্যন্ত যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে থেকেছে, তারা যেমন আছে, হতে পারে নেগেটিভও আছে, মোকাবিলা করারও আছে, ব্রাহ্মণ জীবন নড়বড় করে দেওয়ারও আছে, তবুও এই বছরে নেগেটিভ আর ওয়েস্ট দৃষ্টিকোণ সমাপ্ত করো। স্নেহ দাও, শক্তি দাও। যদি স্নেহ না দিতে পারো তো তাদের দেখে, শুনে, সম্পর্কে এসে সবারকম ওয়েস্ট আর নেগেটিভ বিষয়কে হৃদয়ে ধারণ করার ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করো। মন আর বুদ্ধিতে ধারণ হতে দিও না, অ্যাভয়েড করো। পরিবর্তন করো। নেগেটিভ এবং ওয়েস্ট পরিবর্তন করে হৃদয়ে সমাহিত করো। এভাবে দুটো বিষয়কে যে অ্যাভয়েড করবে বাপদাদা দ্বারা, ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা অতিশয় উত্তম, অতিশয় মনোরম অ্যাওয়ার্ড তার প্রাপ্ত হবে। এছাড়া, আত্মাদের অ্যাওয়ার্ড দিতে তো আত্মারা আছেই। অ্যাওয়ার্ড পাও তো না? তো এটা পরমাত্ম-অ্যাওয়ার্ড। অ্যাভয়েড করো, অ্যাওয়ার্ড নাও। সাহস আছে তোমাদের? আচ্ছা।

পাণ্ডবরা, যারা ফ্যাশন করেছে, তাদের সাহস আছে? অ্যাওয়ার্ড নেবে? সবাই হাত উঠিয়েছে, আজকের ডেট আন্ডারলাইন করো। আজ কোন্ ডেট? (১৪-ই ডিসেম্বর) সুতরাং প্রতি মাসের ১৪ তারিখ নিজেকে চেক করো। আচ্ছা - সিলভার জুবিলির যারা মনে করো অ্যাওয়ার্ড নেবে, তারা হাত তোলো। এভাবে দেখাদেখি তুলো না। লজ্জার কারণে উঠিও না। বাপদাদা চান্স দেন, যদি কারও মধ্যে সাহস নেই তবে হাত তুলো না, কোনও দরকার নেই। এমন কিছু ব্যাপার নয়, বাপদাদা আরও সকাশ দেবেন। এমন কেউ আছে যে মনে করে আরও একটু সাহস দরকার? সিলভার জুবিলির কোনো টিচার্স এরকম আছে? ঠিক আছে, এখানে হাত না উঠাও, যদি লজ্জা হয় তো লিখে দিও। যখন ফ্যাশন উদযাপন করবে তখন দিও, ভাবছ, আমাদের এক্সট্রা সাহস প্রয়োজন, তো সেইজন্য বিশেষ টিউশন রাখব। যে পড়াশোনাতে দুর্বল হয় সে কী করে? টিউশন রাখে তো না? আচ্ছা। মধুবনের যারা হাত উঠাও। দাঁড়াও। যারা মধুবনের তারা ভালো চান্স নেয়। আচ্ছা - মধুবনের তোমরা অ্যাওয়ার্ড নেবে? সবাই উঠিয়েছে। টিউশন চাই না? বাহাদুর! আচ্ছা - বাপদাদা হিসেব নেবেন। অভিনন্দন মধুবনের তোমাদেরকে।

সুতরাং এই বছর বিদায় আর অভিনন্দনের এবং এই বছরে যে বাচ্চারা বিশেষ সঞ্চল করেছে, তা' প্র্যাকটিক্যালি যারা করবে তাদের বাপদাদার এক্সট্রা সহযোগিতাও প্রাপ্ত হবে। শুধু অবিচল থাকো। মাঝে মাঝে ড্রামা পেপার নেবে, কিন্তু তোমরা সঞ্চলে অবিচল থেকো, সঞ্চলরূপী পাও যেন না টলে, অটল যদি থাকে তবে বাপদাদা দ্বারা এক্সট্রা সহযোগিতার অনুভূতি হবে। শুধু নেওয়ার শক্তি প্রয়োজন। এক বল, এক ভরসা... যা কিছু হয়ে যাক, হতেই হবে। সঞ্চলরূপী এই পা স্থির রেখো। তো পরিস্থিতি আসবেও, কিন্তু তোমরা এমনই অনুভব করবে ঠিক যেমন প্লেনে করে উড়লে মেঘ নিচে থেকে যায় আর নিজে মেঘের উপরে থাকো। মেঘ মনোরঞ্জনের এক দৃশ্য হয়ে যায়। এরকম যতই কালো মেঘের মতো পরিস্থিতি হোক, যাতে সমস্যার কোনও সহজ সমাধান সেই সময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকবে এই মেঘ এসেছে যাওয়ার জন্য। এই মেঘ চূর্ণ হওয়ারই আছে, থাকার জন্য নয়। এভাবে উড়তি কলার স্টেজে যদি স্থিত হয়ে যাও তবে যতই ঘন কালো মেঘ হোক না কেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তাছাড়া, তোমরা দৃঢ়তার বলে (শক্তিতে) সফল হয়েই আছ। ঘাবড়ে যেও না, এটা কীভাবে হবে! ভালো হবে, কেননা, বাপদাদা জানেন সময় যত কাছাকাছি চলে আসছে ততই নতুন নতুন পরিস্থিতি, সংস্কার, হিসেব-নিকেশের কালো মেঘ আসবে। এখানেই সব চুকাতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, দিনদিন এ' ধরনের বিষয়গুলো বাড়ছে কেন? যে বাচ্চাদের ধর্মরাজপুরী ক্রস (পার) করতে হবে না, সঙ্গমের এই অন্তিম সময়ে তাদের স্বভাব-সংস্কারের সব হিসেব-নিকেশ এখানেই চুকিয়ে দিতে হবে। ধর্মরাজপুরীতে যাওয়ার দরকার নেই। তোমাদের সামনে যমদূত আসবে না। এই পরিস্থিতিই যমদূত, যা এখানেই শেষ হবে, সেইজন্য শেষ হওয়ার লক্ষণ হলো রোগ- ব্যাধির বাইরে বের হয়ে আসা। এমন ভেবো না - এটা তো দেখা যায় না যে সময় সমীপে, উপরন্তু বার্থ সঞ্চল

বেড়ে যাচ্ছে! কিন্তু এটা চুকে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসছে। এসবের কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো উড়তি কলা দ্বারা, সকাশ দ্বারা পরিবর্তন করা। ঘাবড়ে যেও না। কোনো কোনো বাচ্চার বিশেষত্ব হলো বাইরে থেকে তাদের ঘাবড়ে যাওয়া দেখা যায় না কিন্তু ভেতরে মন ঘাবড়ে থাকে। বাইরে থেকে বলবে না না, কিছু না। এ' তো হয়ই, কিন্তু ভেতরে তাদের ভাপ থাকবে। তাইতো বাপদাদা আগেই বলে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ঘাবড়ানোর মতো পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু তোমরা ঘাবড়ে যেও না। তোমাদের শস্ত্র ছেড়ে দিও না। যে ঘাবড়ে যায়, তার হাতে যে জিনিসই থাকে তা' পড়ে যায়। তো যখন এই মনেও আশঙ্কা থাকে, তখন শস্ত্র এবং শক্তি যা থাকে তা' পড়ে যায়, মার্জ হয়ে যায়, সেইজন্য আতঙ্কিত হয়ো না, আগে থেকেই তোমাদের জানা আছে। ত্রিকালদর্শী হও, নির্ভীক হও। ব্রাহ্মণ নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধে নির্ভীক হতে হবে না, মায়া থেকে নির্ভীক হও। সম্বন্ধে তো স্নেহ আর নম্রতা। কেউ যেমনই হোক তোমরা হৃদয় থেকে স্নেহ দাও, শুভ ভাবনা দাও, করুণা করো। বিনম্র হয়ে তাকে সামনে রেখে সামনে এগিয়ে দাও। যাকে বলা হয়ে থাকে কারণরূপী নেগেটিভকে সমাধান রূপী পজিটিভ বানাও। এই কারণ, এই কারণ, এই কারণ.... কারণ বা সমস্যাকে পজিটিভ সমাধান বানাও।

একটা বিষয়ে বাপদাদার কখনো কখনো হাসি আসে। জানা আছে কোন্ বিষয়ে? জানো তোমরা? একদিকে তো চ্যালেঞ্জ করো - বাবা আমরা প্রকৃতিজিত হবো। প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করবো, এটা বলো তো না? প্রকৃতিকে পরিবর্তন করবে, তাই না? এইরকম চ্যালেঞ্জ যারা করে তারা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু যখন সম্বন্ধ-সম্পর্কে কোনো বিষয় উপস্থিত হয় তখন তা' সমাধান করতে পারো না। পরিবর্তন করতে পারো না। হাসির বিষয়ই তো না - প্রকৃতি জড়, তার জন্য তো চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের পরিবর্তন করা, সেটা হয় না। আর কী ভাবো তোমরা? সেটা হতে পারে না, এটা হওয়ারই নয়। হতেই পারে না, তারা পরিবর্তন হতেই পারে না। তাহলে, প্রকৃতিকে পরিবর্তন কীভাবে করবে? নিজে পরিবর্তন হয়ে অন্যকে পরিবর্তন করো। ধরে নেওয়া গেল তারা রং, হানড্রেট পার্সেন্ট রং। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞা কী? বাবার কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছো? স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তন করবে, এই প্রতিজ্ঞা ছিল নাকি ভুলে গেছ? হ্যাঁ তো সবাই করো। যে কোনো পরিস্থিতিই হোক, পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য সাহায্য যদিও বা নাও, কিন্তু এর পরিবর্তন হওয়াই কঠিন, এই সার্টিফিকেট দিও না। কে তোমাদের অথরিটি দিয়েছে সার্টিফিকেট দেওয়ার? কে তোমাদের জজ বানিয়েছে এটা ভাবার যে এতো হওয়ারই নয়, এ' তো ঠিক হবেই না। এভাবেই জজের চেয়ারে বসে যাও? এক তো উকিল হও, অনেক কায়দা-কানুন বলো, তর্ক করো এরকম নয় এরকম। ওরকম নয় সেরকম। না উকিল হও, না জজ হও। এই অথরিটি বাপদাদা দেননি, যে নিমিত্ত তার সহযোগ নাও। সেই নিমিত্ত আত্মারাও বাপদাদার নির্দেশে করে। নিজের মনমত চালায় না। তো এই বছরে এই সমস্ত বিষয় সমাপ্ত করো অর্থাৎ মন থেকে পরিবর্তন করো, অ্যাভয়েড করো, উপরে (তোমাদের সিনিয়রদের কাছে) পৌঁছে দিলে, দায়িত্ব শেষ। তোমাদের দ্বারা পরিবর্তন যদি না হয় তো নিমিত্ত আত্মাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছানো সেটা তোমাদের দায়িত্ব। পরে নিজেরা ল' হাতে নিয়ে নিও না, তবেই অ্যাওয়ার্ডের যোগ্য হবে। সুতরাং সদা উৎসাহে থাকো আর উৎসাহ বাড়াও, এই স্মৃতিতে বাপদাদা ইমার্জ করছেন। যখন নিজে উৎসাহে থাকবে তখন সবাইকে হাতে হাত অর্থাৎ মনের স্নেহের হাত নিয়ে নাচবে, খুশি থাকবে। স্থূল হাত নয়, মন থেকে স্নেহের সহযোগের হাত। একেই হাতে হাত মেলানো বলা হয়। স্নেহ কী করতে পারে না আর এটা পরমাত্ম-স্নেহ, পরমাত্ম-প্রীতি। সেটা কী না করতে পারে! ব্রাহ্মণ ডিকশনারিতে অসম্ভব নেইই। যার উৎসাহ আছে তার কখনও কোনও বিষয়ে নিরাশ, ভগ্নোৎসাহ হয় না। আচ্ছা।

চতুর্দিকের পরমাত্ম-ভালোবাসার সুখময়, আনন্দময় দোলায় দুলতে থাকা লাকি আর লভলি আত্মাদের, সদা দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা সমাধান স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা পরমাত্ম-অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার যোগ্য হিরো পার্টধারী আত্মাদের, সদা বাপদাদার লালন-পালনের রিটার্ন দেওয়া বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন আত্মাদের বাপদাদার পদমণ্ডন, অগণিতর থেকেও বেশি স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- পিওরিটির রয়্যালটির দ্বারা শ্রেষ্ঠ জীবনের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে বিশেষত্ব-সম্পন্ন ভব ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো পিওরিটির রয়্যালটি। যেভাবে রয়্যাল ফ্যামিলির যারা, তাদের মুখ আর আচার-আচরণে বোঝা যায় যে, ইনি কোনো রয়্যাল কুলের, ঠিক সেইভাবেই ব্রাহ্মণ জীবনের পরখ পিওরিটির দ্যুতি দ্বারা হয়। পিওরিটির উজ্জ্বলতা আচার-ব্যবহারে আর মুখে তখনই প্রতীয়মান হবে যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার লেশমাত্র চিহ্ন না থাকবে। পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য ব্রত নয়, বরং কোনও বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধির প্রভাব থাকবে না, তখনই বলা যাবে বিশেষত্ব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আত্মা।

স্নোগান:- যে স্ব-এর দর্শন করে সে-ই সদা প্রসন্নচিত্ত, সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী থাকে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - যেমন সাকার রূপে এক ড্রেস চেঞ্জ করে আরেক ড্রেস চেঞ্জ করে, তেমনই সাকার স্বরূপের স্মৃতি ছেড়ে আকারী ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাও। ফরিস্তা ভাবের ড্রেস সেকেন্ডে ধারণ করে নাও। এই অভ্যাস অনেক সময় থেকে প্রয়োজন, তবেই অন্ত সময়ে পাস হতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা অত্যন্ত আবশ্যিক, এটাই হলো মুখ্য সাবজেক্ট, এই যোগবলের দ্বারাই তোমরা সার্ভিসেবেল গুণবান হয়ে যেতে পারো।"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা যে যোগ শেখো সেটাই হলো সবচেয়ে অনন্য (নিরালা) যোগ, কি'ভাবে?

*উত্তরঃ - আজ পর্যন্ত যে যোগ শিখেছে অথবা শিখিয়ে এসেছে তাতে মানুষের সাথে মানুষ যোগযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা নিরাকারের সঙ্গে যোগ যুক্ত হই। নিরাকার আত্মা নিরাকার বাবাকে স্মরণ করে -- এ হলো সবচেয়ে অতুলনীয় কথা। দুনিয়ায় যদি কেউ ভগবানকে স্মরণ করেও তবুও তা পরিচয় ছাড়া। অক্যুপেশন ছাড়া কাউকে স্মরণ কর, এ হলো ভক্তি। জ্ঞানবান বাচ্চারা পরিচয়-সহ স্মরণ করে।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। ছোট বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করলে তারা সর্বপ্রথমে মা-বাবার পরিচয় পায়। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমেই হয়ে থাকে, যাদের রচয়িতা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা এও জানে যে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) হলেন বাবা-ই, ওঁনার মহিমাই বলতে হবে। মহিমা গাওয়াও হয়ে থাকে শিবায় নমঃ। ব্রহ্মায় নমঃ, বিষ্ণু নমঃ শোভনীয় নয়। শিবায় নমঃ শোভনীয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ শব্দগুলি হলো শোভনীয়। ওঁনাদের দেবতা বলতে হবে। সর্বোচ্চ হলেন ঈশ্বর। প্রথম প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদেরকে বাবার মহিমা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি হলেন সুপ্রিম (পরম) পিতা। বাচ্চারা ভুলে যায় যে বাবা মহিমা কিভাবে শোনাবে। প্রথমে তো এটা বোঝাতে হবে যে উনি হলেন সুপ্রিম পিতাও, টিচারও, সদগুরুও। ত্রীকেই স্মরণ করতে হবে। এছাড়া স্মরণ তো শিব বাবাকেই করতে হবে -- তিনটি রূপে। একে তো পাকাপোক্ত করতে হবে। তোমরা বাবার মহিমা জানো, তবেই তো করো। ওরা তো সর্বোচ্চ পিতাকে মাটির টুকরো-পাথরে বলে দিয়েছে। মানুষের মধ্যেও বলে দেয়, কিন্তু মানুষের শরীরেও তো সর্বদা থাকতে পারে না। তিনি তো কেবল লোন নেন। তিনি স্বয়ং বলেন যে আমি এনার শরীরের আধার নিয়ে থাকি। তাহলে প্রথম কথা পাকা করে নিতে হবে যে বাবা হলেন সত্য। সেই সত্য নারায়ণের কথাই শুনিয়ে থাকেন। নর থেকে নারায়ণ সত্য বাবাই বানিয়েছেন। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তারা কিভাবে হয়েছেন? কে বানিয়েছেন? কখন কথা শুনিয়েছেন? কবে রাজযোগ শিখিয়েছেন? এই সমস্তকিছু এখন তোমরা বোঝো। আর সকল যোগ হয়ে থাকে মানুষের সাথে মানুষের। এইরকম হয় না যে মানুষের যোগ নিরাকারের সাথে আছে, সেও পরিচয়-সহ। আজকাল অবশ্যই শিবের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, পূজা করে কিন্তু ওঁনাকে জানে না কেউই। এও বোঝে না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই সাকারী দুনিয়ায় থাকবে। অবুঝ হয়ে রয়েছে। মনে করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সর্বপ্রথমে সত্যযুগে থাকা উচিত। যদি প্রজাপিতা ব্রহ্মা সত্যযুগে থাকবে তাহলে আবার সূক্ষ্মলোকে কেন দেখানো হয়েছে? অর্থ বোঝে না। এই সাকারী হলেন কর্মবন্ধনযুক্ত, ওই সূক্ষ্ম হলেন কর্মাতীত। এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবাই। তিনি যখন এসে জ্ঞান প্রদান করেন তখন তোমরা অন্যান্যদের শোনাও। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া অতি সহজ। অঙ্কের উপরেই বোঝাতে হবে। ইনি হলেন সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। কাউকে পরিচয় দিতে কোনো কষ্ট নেই। অত্যন্ত সহজ। কিন্তু নিশ্চয় নেই, প্র্যাকটিস নেই তখন কাউকে বোঝাতে পারে না। কাউকে জ্ঞান প্রদান না করার অর্থ হলো সে অজ্ঞানী। জ্ঞান না থাকলে তো ভক্তি আছে, তাই না ! দেহ-অভিমান রয়েছে। দেহী-অভিমानी হলেই জ্ঞান থাকবে। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন বাবা, টিচার, সদগুরুও। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন, তাই না? বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার অক্যুপেশনও বলেছেন। আবার নিজের অক্যুপেশনও বলেছেন। মানুষ তো শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। বলে -- শঙ্কর নয়ন মেলেন তখন বিনাশ হয়ে যায়। এখন বিনাশ তো বোমা, ন্যাচারাল ক্যালামেটিসের (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) দ্বারা সংঘটিত হয়। শিব শঙ্কর মহাদেব বলে। এই চিত্র যথার্থ নয়। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের চিত্র। ওখানে এরকম কোনো কথা নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন দেহধারী। কত অগণিত সন্তান। তাহল এইসমস্ত চিত্র হলো পূজা-অর্চনার জন্য। বাবা বুঝিয়েছেন যে ইনি হলেন ব্যক্ত, উনি হলেন অব্যক্ত। যখন অব্যক্ত হন তখন ফুরিস্তা হয়ে যান। মূললোক, সূক্ষ্মলোক দুই-ই অবশ্যই রয়েছে। সূক্ষ্মলোকেও যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা যিনি হলেন মানুষ তিনিই ফুরিস্তা হয়ে যান। আবার তাতে রাজস্বও দেখানো হয়েছে। তারপর ইনি রাজস্ব করবেন। সূক্ষ্মলোকের চিত্র না থাকলে তখন বোঝাতে মুশকিল হবে। বাস্তবে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও নেই। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের চিত্র। বাবা বোঝান আত্মাকেই পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হয়ে চলে যাবে আপন ধামে। আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে, সাকারী

হলো এখানে। এছাড়া সূক্ষ্মলোকের কোনো মুখ্য কাহিনী নেই। সূক্ষ্মলোকের রহস্যও বাবা এখন বোঝান। তাহলে মূললোক, সূক্ষ্মলোক, তারপর হলো স্থূললোক। সেইজন্য প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ভক্তিমার্গেও বাবাকে হে ভগবান, হে প্রভু বলে। কেবল জানে না। সর্বদাই বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ, শিব দেবতা কখনোই বলবে না। ব্রহ্মা দেবতা বলবে। শিবকে পরম পিতা পরমাত্মাই বলে থাকে। শিব দেবতা কখনোই বলবে না, শিব পরমাত্মাই বলবে। ওঁনাকে পুনরায় সর্বব্যাপী থোড়াই বলা যায় ! পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্য করতে হবে, তাহলে কি নুড়ি-কাঁকরে গিয়ে করবে ? একেই বলা হয়ে থাকে ঘোর অন্ধকার। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে।

বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন "যদা যদা হি..... কার গ্লানি? ওরা তো শ্লোক শুনিয়ে তারপর অর্থ শোনায়। বাচ্চারা তাহলে তোমাদেরও তো সেখানে গিয়ে দেখা উচিত। বলা উচিত যে আমরা এর অর্থ বুঝিয়ে থাকি। তারপর তৎক্ষণাৎ বসে শোনানো উচিত। এভাবে থোড়াই বুঝবে যে এরাই হলো বি.কে.। অবশ্যই সাদা পোশাক রয়েছে কিন্তু থোড়াই ছাপ লাগানো রয়েছে ! তোমরা যেকোনো কোথাও গিয়ে শুনতে পারো আর বলতে পারো যে এর অর্থ তো বলো। দেখো, ওরা কি শোনায়। এছাড়া এই এত সব চিত্র তো বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য। জ্ঞান হলো অগাধ। সাগরকে কালি বানিয়ে নাও..... তবুও শেষ নেই। তারপর সেকেন্ডেরও কথা শুনিয়েছেন, কেবল বাবার পরিচয় দিতে হবে। ওই অসীম জগতের পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমরা সকলেই হলাম ওঁনার সন্তান ভাই-ভাই। তাহলে আমাদেরকেও অবশ্যই স্বর্গের রাজ্যের হওয়া উচিত কিন্তু সকলেই পেতে পারেনা। বাবা আসেনই ভারতে, আর ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী হয়। অন্যান্যরা তো আসেই পরে। এ তো অত্যন্ত সহজ কিন্তু বোঝেনা। বাবার তো অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে। একদিন গণিকা প্রভুতিরীও এসে শুনবে। পরে আগতরা তীক্ষ্ণ (নিপুণ) হয়ে যাবে। ওখানেও কেউ গিয়ে সার্ভিস করতে পারো। অনেকের লজ্জা লাগে, দেহ-অভিমান অনেক রয়েছে। বাবা বলেন -- পতিতাদেরকেও বোঝাতে হবে। ভারতের নামও তারাই নামিয়েছে। এরজন্য মুখ্যতঃ চাই যোগবল। একদমই অপবিত্র, পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা চাই। এখন সেই স্মরণের শক্তি কিছু কম আছে। কারোর মধ্যে জ্ঞান আছে তো আবার স্মরণ কম। সাবজেক্ট অত্যন্ত ডিফিকাল্ট, এতে যখন পাস করবে তখন গণিকাদের উদ্ধার করতে পারবে। ভালো ভালো অনুভবী মাতারা গিয়ে বোঝাও। কন্যাদের তো অনুভব নেই। মাতারা বোঝাতে পারে। বাবা বলেন, পবিত্র হও তবেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। দুনিয়াই শিবালয় হয়ে যাবে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়, ওখানে সুখ অগাধ। তাদেরকেও এভাবেই বোঝাও যে বাবা বলেন এখন প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র হওয়ার। এরকম পতিতদের পবিত্র বানানোর তলোয়ার অত্যন্ত ক্ষুরধার হওয়া চাই। এমন হতে মনে হয় এখনো দেবী রয়েছে। বোঝানোতেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। সেন্টারে থাকে, বাবা জানেন সব সময় একরস থাকে না। সেবায় যারা যায় তাদের সাথে রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে। সেইজন্য প্রথমে কাউকে বোঝালে তখন বাবারই পরিচয় দাও। বাবারই মহিমা করো। এত গুণ বাবা ব্যতীত আর কারোরই হতে পারে না। তিনিই গুণবান করে দেন। বাবাই সত্যযুগের স্থাপনা করেন। এখন এ হলো সঙ্গমযুগ যখন তোমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছো। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বসে বোঝাবেন। এ তো বোঝাও যে আত্মারই শরীর রয়েছে। কতদূর পর্যন্ত কেউ বুঝেছে তা চেহারাতেই জানা যায়। কেউ মুড়ি হয় তখন সম্পূর্ণ চেহারাই বদলে যায়। আত্মা মনে করে বসলে, তখন চেহারাও ভালো থাকবে। এরও প্র্যাকটিস থাকা চাই। ঘর-গৃহস্থীয়রা এত নাচানাচি করতে পারে না কারণ কাজকর্ম লেগেই রয়েছে। পুরোপুরি অভ্যাস করলে তবেই চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে পাকাপোক্ত হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। আত্মা যত যোগে থাকে ততই পবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন অত্যন্ত খুশী ছিল।

এখন তোমরা সঙ্গমে হাসি-মজা করতে থাকো, অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো বাকি আর কি চাই ! বাবার কাছে তো বলিপ্রদত্ত (সমর্পিত) হতে হবে। মুশকিলই কোনো ধনবান বেরোয়। গরিবরাই পায়, ড্রামাই এভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ-কেউ বিজয় মালার দানা হয়। এ'ছাড়া প্রজা তো নশ্বরের অনুক্রমে তৈরি হবেই। কত অসংখ্য তৈরি হয়ে যাবে। ধনবান, গরিব সবকিছুই হবে। এখানে সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। বাকিরা সকলেই নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে। তাহলে বাবা বোঝান বাচ্চাদের দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। তোমাদের ভোজন-পানীয় ভালো হওয়া উচিত। তোমাদের কখনো এইসমস্ত আশা রাখা উচিত নয় যে আমি অমুক জিনিস থাবো। এ'সমস্ত আশা এখানেই করা হয়ে থাকে। বাবার বড় বড় বাণপ্রস্থীদের আশ্রম দেখেছো। বড়ই শান্তিতে থাকে। এখানে তো এই অসীম জগতের কথাগুলি সবই বাবা বুঝিয়ে থাকেন। এমন এমন পতিতার গণিকারাও আসবে যে তোমাদের থেকেও তীক্ষ্ণ(দক্ষ) হয়ে যাবে। অত্যন্ত ভালো গান গাইবে, যা শুনলেই খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হয়ে যাবে। যখন তোমরা এমন পতিতকেও বুঝিয়ে শ্রেষ্ঠ বানাও তখন তোমাদের নামও অত্যন্ত উঁচু(শ্রেষ্ঠ) হয়ে যাবে। বলা হবে -- এরা তো পতিতাদেরকেও এত শ্রেষ্ঠ(উঁচু) বানিয়ে দেয়। নিজেরাই বলবে আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি,

তারপর আমরাই দেবতা, ঋত্রিয় হবো। বাবা প্রত্যেককে বুঝতে পারেন যে এরা কিছু উল্লভি করতে পারবে কি পারবে না। পরে আগতরা তাদের আগে উঠে পড়বে। ভবিষ্যতে তোমরা সব দেখবে। এখনও দেখছো। নতুন বাচ্চারা সার্ভিসের জন্য কত নাচানাচি করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পতিতদের পবিত্র করার সেবা করো, গণিকাদের, পতিতাদের জ্ঞান দান করো, নীচ মানুষদের তোলা, তাদের উদ্ধার করো তবেই সুনাম হবে।

২) নিজের দৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো যে আমি হলাম আত্মা, আত্মার সঙ্গে কথা বলছি। বাবার স্মরণে থাকো তবেই পবিত্র হয়ে যাবে।

বরদানঃ-

অনাদি স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা সন্তুষ্টতাকে অনুভব করা এবং করানো সন্তুষ্টমণি ভব
নিজের অনাদি এবং আদি স্বরূপকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো আর সেই স্মৃতি-স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও তবেই নিজেই নিজের কাছে সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যান্যদেরকেও সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের অনুভব করাতে পারবে। অসন্তুষ্টতার কারণ হলো অপ্রাপ্তি। তোমাদের স্লোগান হলো -- পাওয়ার যা ছিল তা পেয়ে গেছি। বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারের দাবীদার হওয়া, এইরকম অধিকারী আত্মারা সর্বদা ভরপুর, সন্তুষ্টমণি হবে।

স্লোগানঃ-

বাবার সমান হওয়ার জন্য -- বুঝতে পারা (বোধ), চাওয়া আর করা (কর্ম) এই তিনের সমতা থাকতে হবে ।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

বরদানী রূপে সেবা করার জন্য প্রথমে নিজের মধ্যে শুদ্ধ সঙ্কল্প ধারণ করো। সারাদিন শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরে তরঙ্গায়িত হতে থাকো আর যে সময়ে চাও, শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরের তলদেশে গিয়ে সাইলেন্স স্বরূপ হয়ে যাও। তোমার এই প্রগাঢ় সাইলেন্স স্থিতি বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করে দেবে আর তুমি নিজেকে ডবল লাইট ফরিস্তা অনুভব করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে বনবাসে রয়েছো, ভালো ভালো পোশাক পরিধান করা, ভালো ভালো খাবার খাওয়া... এই ধরনের শখ বাচ্চারা, তোমাদের হওয়া উচিত নয়, ঈশ্বরীয় পড়াশোনা আর ক্যারেক্টারের উপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান রত্নে সর্বদা ভরপুর থাকার সাধন কি?

*উত্তরঃ - দান । যত অন্যকে দান করবে, ততই নিজে ভরপুর থাকবে । বুদ্ধিমান সেই, যে নিজে শুনে ধারণ করবে তারপর অন্যদের দান করবে । বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে বেরিয়ে চলে যাবে, ধারণা হবে না, তাই নিয়ম করে এই পড়া পড়তে হবে । পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকতে হবে । রূপ বসন্ত হতে হবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝান । আত্মিক বাবাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বলেন, আর আত্মিক বাচ্চারাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শোনে । এ হলো নতুন কথা । দুনিয়াতে কোনো মানুষই এমন কথা বলতে পারে না । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তোমরা বৃদ্ধিতে পারো, যেমন টিচার যখন পড়ায় তখন স্টুডেন্টদের রেজিস্টার সব কিছু শো করে । এই রেজিস্টার দেখেই স্টুডেন্টদের পড়াশোনা আর চালচলন সম্বন্ধে জানতে পারা যায় । আসল হলো পড়াশোনা আর ক্যারেক্টার, এ হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা যা আর কেউই পড়াতে পারে না । রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্ত, সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, সম্পূর্ণ দুনিয়ার কোনো মানুষই এ জানে না । ঋষি - মুনিরা, যাঁরা এতো পড়েছে, যাঁরা অথরিটি, সেই প্রাচীন ঋষি - মুনিরা নিজেরাই বলেন যে, আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না । বাবা এসেই সেই পরিচয় দিয়েছেন । এ'কথাও বলা হয় যে - এ হলো কাঁটার জঙ্গল । জঙ্গলে তো অবশ্যই আগুন লাগে । ফুলের বাগানে কখনোই আগুন লাগে না । জঙ্গল সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে । বাগান হলো সবুজ । সবুজ বাগানে কখনো আগুন লাগে না । শুকনো জিনিসে চট করে আগুন লেগে যায় । এ হলো অসীম জগতের জঙ্গল, এখানেও আগুন লেগেছিলো । বাগানও স্থাপন হয়েছিলো । তোমাদের বাগান এখন গুপ্তভাবে স্থাপন হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা এই বাগানে সুগন্ধিত ফুলের সমান দেবতা তৈরী হচ্ছে, তার নাম হলো স্বর্গ । এখন সেই স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে । সত্যিই ওয়ান্ডার, তোমরা যতই মানুষকে বোঝাও না কেন, কারও বুদ্ধিতেই বসে না, যারা এই ধর্মের হবে না, তাদের বুদ্ধিতে বসবেও না । তারা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভারতবাসী কতো অল্প হবে । এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে কতো বৃদ্ধি হয়ে যায় । ওখানে একটি বা দুটি সন্তান আর এখানে চার - পাঁচটি সন্তান বৃদ্ধি হয়ে যায় । ভারতবাসীদেরই এখন হিন্দু বলা হয় । বাস্তবে তারা দেবতা ধর্মের ছিলো, অন্য কোনো ধর্মের মানুষ নিজের ধর্মকে ভোলে না । এই ভারতবাসীরাই সব ভুলে গেছে । দেখো, এখন কতো মানুষ । এতো সবাই তো এসে জ্ঞান শুনবে না । প্রত্যেকেই তার নিজের জন্মকে বৃদ্ধিতে পারবে । যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরা অবশ্যই পুরানো ভক্ত হবে । তোমরা বৃদ্ধিতে পারো যে, আমরা কতো ভক্তি করেছি । অল্প ভক্তি করলে জ্ঞানও অল্প ধারণ করবে আর অল্পকেই বোঝাতে পারবে । অনেক ভক্তি করলে অনেক জ্ঞান ধারণ করতে পারবে আর অনেককেই বোঝাতে পারবে । জ্ঞান ধারণ করতে না পারলে বোঝাতে পারবে না তাই তার ফলও অল্পই পাবে । এ তো হিসেব তাই না ।

বাবাকে একজন বাচ্চা হিসাব দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, ইসলামীদের এতো জন্ম আর বৌদ্ধদের এতো জন্ম হওয়া উচিত । বুদ্ধও হলেন ধর্মস্থাপক । তাঁর পূর্বে কেউই বৌদ্ধ ধর্মের ছিলো না । বুদ্ধের সোল প্রবেশ করেছিল । তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করছিলেন । এরপর একের পর এক বৃদ্ধি হতে থাকে । তিনিও এক প্রজাপিতা । একের থেকে কতো বৃদ্ধি হয় । তোমাদের তো নতুন দুনিয়াতে রাজা হতে হবে । এখানে তো তোমরা বনবাসে রয়েছো । তোমাদের কোনো জিনিসেরই শখ থাকা উচিত নয় । আমরা ভালো জামাকাপড় ব্যবহার করবো - এও হলো দেহ - অভিমান । যা পাবো, তাই ভালো । এই দুনিয়ার আর খুব অল্প সময় বাকি আছে । এখানে ভালো কাপড় পরলে ওখানে কম হয়ে যাবে । এই শখও ছাড়তে হবে । এর পরের দিকে বাচ্চারা, তোমাদের নিজে থেকেই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । তোমরা নিজেরাই বলবে, এ তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আশ্চর্যের । এ নিশ্চয়ই উচ্চ নম্বর নেবে । তারপর নিজের মতো বানাতে থাকবে । দিনে দিনে এই বাগান তো বড় হতে থাকবে । সত্যযুগের আর ত্রেতাযুগের যেসবের দেবী দেবতা আছে, তারা গুপ্তভাবে এখানেই বসে আছে, এরপর তাঁরাও প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা গুপ্ত পদ পাচ্ছো । তোমরা জানো যে - আমরা মৃত্যুলোকে পড়ছি, পদ পাবো অমরলোকে । এমন পড়াশোনা কোথাও দেখেছো ? সত্যিই ওয়ান্ডার! পড়তে হবে পুরানো দুনিয়ায় আর পদ পাবে নতুন

দুনিয়ায় । পড়ানও তিনি, যিনি অমরলোকের স্থাপনা করে মৃত্যুলোকের বিনাশ করান । তোমাদের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ অত্যন্ত ছোটো, এই সময়েই বাবা আসেন পড়ানোর জন্য । তিনি এলেই পড়া শুরু হয়ে যায় । তখন বাবা বলেন -- তোমরা ফর্ম ভর্তি করাও, তাহলেই বোঝা যাবে যে কিছু শিখেছে । বাকি এখানে এসে কি করবে । মানুষ যেমন সাধু - সন্ত - মহাত্মাদের কাছে যায়, এখানে তেমন কোনো ব্যাপার নেই । এনার রূপ তো তেমনই সাধারণ । পোশাকেও তেমন কোনো তফাৎ নেই তাই কেউই বুঝতে পারে না । মনে করে, ইনি তো জহুরি ছিলেন । ইনি প্রথমে ছিলেন বিনাশী রঞ্জের জহুরি । এখন হয়েছেন অবিনাশী রঞ্জের জহুরি । তোমরাও অসীম জগতের বাবার থেকেই এই সমস্ত কিছু অর্জন করো । তিনি হলেন অনেক বড় সওদাগর, জাদুকর এবং রত্নাকর । তাই প্রত্যেকেই যেন নিজেকে মনে করে যে আমরা রূপ বসন্ত । আমাদের ভিতরে লাখ টাকার স্ত্রোত্র রত্ন আছে । এই স্ত্রোত্র রঞ্জের দ্বারা তোমরা পারস বুদ্ধির হয়ে যাও । এও বোঝার মতো কথা । খুব ভালো বুদ্ধিমান বাচ্চাই এই কথাকে ধারণ করতে পারে । ধারণা যদি না হয় তাহলে সে কোনো কাজের নয় । মনে করবে তার ঝুলিতে ছিদ্র আছে, সবই বের হয়ে যাচ্ছে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের অবিনাশী স্ত্রোত্র রঞ্জের দান দিচ্ছি । তোমরাও যদি দান দিতে থাকো, তাহলে ভরপুর থাকবে । না হলে, কিছুই নয়, সব খালি । পড়ে না, নিয়ম মেনে চলে না । এখানে সাবজেক্ট খুবই ভালো । পাঁচ বিকার থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ দূরে যেতে হবে ।

বাবা বোঝান যে, এই যে রাখী বন্ধন পালন করা হয়, তাও এই সময়ের । মানুষ কিন্তু অর্থ জানে না যে, কেন রাখী বাঁধা হয় । ওরা তো অপবিত্র থাকে আবার রাখীও বাঁধে । আগে ব্রাহ্মণরা রাখী বাঁধতো । এখন বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে উপহারের জন্য । এখানে কোনো পবিত্রতা থাকে না । এখন অনেক সুন্দর আধুনিক রাখী বানানো হয় । এই দীপাবলী (দিওয়ালি), দশহরা সবই সঙ্গমের উৎসব । বাবা যা অ্যাক্ট করেছেন, তাই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । বাবা তোমাদের প্রকৃত গীতা শুনিয়ে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ বানান । এখন তোমরা প্রথম বিভাগে যাচ্ছে । সত্যনারায়ণের কথা শুনে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও । বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়াকে জাগাতে হবে । তাই কতো যোগের শক্তির প্রয়োজন । এই যোগের শক্তিতেই তোমরা কল্পে কল্পে স্বর্গের স্থাপনা করো । যোগবলের দ্বারা স্থাপনা হয় আর বাহুবলের দ্বারা হয় বিনাশ । শব্দ কেবল দুটো - অল্ফ (আল্লাহ), আর বে (বাদশাহী) । যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের স্ত্রোত্র হলো সম্পূর্ণ গুপ্ত । তোমরা যারা সতোপ্রধান ছিলে, তারাই এখন তমোপ্রধান হয়েছো । তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে । প্রত্যেক বীজ অবশ্য করেই নতুন থেকে পুরানো হয় । নতুন দুনিয়াতে কি না হবে । পুরানো দুনিয়াতে তো কিছুই নেই যেন সব ফাঁকা । কোথায় ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো, সেই ভারত এখন নরক হয়ে গেছে । রাত দিনের তফাৎ । মানুষ রাবণের ভূত বানিয়ে জ্বালায় কিন্তু কেউই অর্থ বোঝে না । তোমরা এখন বুঝতে পারছো, এরা কি কি করছে । তোমাদের মধ্যেও আগে অজ্ঞতা ছিলো এখন স্ত্রোত্র আছে । কাল তোমরা নরকে ছিলে আজ সত্যিকারের স্বর্গে যাচ্ছে । এমন নয় যে, দুনিয়ার মানুষ যেমন বলে - উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন । তোমরা এখন স্বর্গে যাবে তখন আর নরক পাবে না । এ কতো বোঝার মতো কথা । এ হলো এক সেকেন্ডের কথা । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা এইকথা সবাইকে বলতে থাকো । সবাইকে বলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ যেমন ছিলেন, তাঁরই আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন হয়েছেন । তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো, আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । আত্মার তো বিনাশ হয় না । বাকি তাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হয় । বাবা অনেকভাবে তোমাদের বোঝাতে থাকেন । তিনি বলেন, আমার ব্যাটারি কখনোই পুরানো হয় না । বাবা কেবল বলেন, নিজেকে বিন্দু আত্মা মনে করো । মানুষ বলে, এর আত্মা শরীর ছেড়ে চলে গেছে । আত্মা সংস্কার অনুসারে এক শরীর থেকে অন্য শরীর ধারণ করে । এখন এই আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এও হলো ড্রামা । এই সৃষ্টিচক্র রিপিট হতে থাকে । পরের দিকে হিসেব করে বলে, দুনিয়াতে এতো মানুষ । এমন কেন বলে না যে, দুনিয়াতে এতো আত্মা । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা আমাকে কিভাবে ভুলে গেছে । তবুও আমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, তাই মানুষ বাবাকে ডাকতে থাকে । তোমরা বাবাকে ভুলে যাও কিন্তু বাবা তোমাদের ভোলেন না । বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র বানাতে । এ হলো গোমুখ । বাকি যাঁড় ইত্যাদির কোনো কথা নেই । ইনি হলেন ভাগ্যশালী রথ । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বলেন যে, শিববাবা তোমাদের শৃঙ্গার করেন এ কথা যেন তোমাদের খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকে । শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অনেক লাভ হবে । বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান, তাই তোমরা এনাকে স্মরণ করবে না । শিববাবাই হলেন একমাত্র সঙ্গুরু, তাঁর কাছেই তোমাদের সমর্পণ (বলিহারি যেতে হবে) হতে হবে । ইনিও ওঁনার কাছেই সমর্পিত হয়েছেন । বাবা বলেন যে, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা সত্যযুগী ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছে তাহলে কাঁটার প্রতি তাদের এতো মোহ কেন থাকবে? ৬৩ জন্ম তো তোমরা ভক্তিমার্গে শাস্ত্র পড়ে, পূজা করে এসেছো । তোমরা পূজাও প্রথমে শিববাবারই করেছিলে, তাই তো সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছিলো । মন্দির তো সমস্ত রাজাদের ঘরেই ছিলো, সেখানে কতো হীরে জহরত ছিলো । পরের দিকে কমতে শুরু করেছে । একটি মন্দির থেকেই কতো সোনা ইত্যাদি লুণ্ঠ করে নিয়ে গিয়েছিলো । তোমরা এমনই এক ধনবান বিশ্বের মালিক হও । ইনি ধনবান

ছিলেন, এই বিশ্বের মালিক ছিলেন কিন্তু এনার রাজত্বের কতো সময় হয়েছে তা কেউই জানে না। বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর হয়েছে। ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছিলো আর বাকি ২৫০০ বছরে এতো মঠ, পথ ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত যে আমাদের বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন। তোমরা অগাধ সম্পদ পাও। শাস্ত্রে দেখানো হয় যে, সাগর ঠেকে রক্তের থালা ভরে দেবতা বের হয়ে এসেছিলো। এখন তোমরা ভরপুর করে জ্ঞানরক্তের থালা পাও। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। কেউ ভালোভাবে ভরপুর করে, কারোর আবার বেরিয়ে যায়। যে ভালোভাবে পড়বে আর পড়বে সে নিশ্চই খুব ভালো ধনবান হতে পারবে। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। যে খুব ভালোভাবে পড়বে সেই স্কলারশিপ পাবে। এ হলো ঈশ্বরীয় অবিনাশী স্কলারশিপ। আর দুনিয়ার হলো বিনাশী। সিঁড়ি খুবই আশ্চর্যের। এ তো ৮৪ জন্মের কাহিনী তাই না। বাবা বলেন যে, সিঁড়িকে এতো বড় ট্রান্সলাইট বানাও যে দূর থেকে সব পরিষ্কার দেখা যায়। মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের নামও উজ্জ্বল হতে থাকবে। এখন যারা চক্র লাগিয়ে চলে যায় তারাই আবার পরের দিকে আসবে। দুই চারবার ঘোরার পর ভাগ্যে যদি থাকে তাহলেই আকৃষ্ট হবে। প্রিয়তম তো একজনই, কোথায় আর যাবে। বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। মিষ্টি তখনই হবে যখন যোগে থাকতে পারবে। যোগের থেকেই প্রচেষ্টা হয়। যতক্ষণ মরচে না দূর হবে ততক্ষণ কারোরই এই চেষ্টা আসবে না। এই সিঁড়ির রহস্য সমস্ত আত্মাদেরই বলতে হবে। নশ্বর অনুসারে ধীরে ধীরে সকলেই জানতে পারবে। এই হলো ড্রামা। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপোর্ট হতে থাকে। যিনি এইসব বুঝিয়েছেন তাঁকে তো অবশ্যই স্মরণ করা চাই, তাই না। বাবাকে ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজমান) বলা হয় কিন্তু ওখানে তো ওমনি প্রেজেন্ট হলো মায়া, এখানে হলেন বাবা কেননা তিনি এক সেকেন্ডে আসতে পারেন। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। তিনি তো করণ - করাবনহার, তাই না! তিনি করেনও আবার করানও, তিনিই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও করতে থাকেন। এই শরীরে বসে বাবা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তার হিসাব করো। বাবা খান না তিনি সুগন্ধ (ভাবটুকু) নেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রূপ - বসন্ত হয়ে নিজের বুদ্ধিরূপী ঝুলি সর্বদা অবিনাশী জ্ঞান রক্তে ভরপুর রাখতে হবে। এই বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে যেন কোনো ছিদ্র না হয়। জ্ঞান রক্ত ধারণ করে অন্যকে তার দান করতে হবে।

২) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়া করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বাসনে থাকতে হবে। কোনো প্রকারের শখ রাখবে না। নিজে সুগন্ধিত ফুল হয়ে অন্যকেও বানাতে হবে।

বরদানঃ:- পরিস্থিতি রূপী মেঘকে দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে সেকেন্ডে ক্রস করে থাকা সিদ্ধি স্বরূপ ভব কোনো কোনো বাচ্চা শাস্ত্রকারদের মতো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে বেশ পটু। এমন এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে থাকে যে, শুনে বাবারও হাসি এসে যায়, কিন্তু অন্যরা তাতে প্রভাবিত হয়ে যায়। এই অনেক প্রকারের ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ রেজিস্টারের রোল বানাতে থাকে, সেইজন্য তার থেকে তীব্র বেগে উড়ে যাও, ইনোসেন্ট হও। বাবাকে দেখো, পরিস্থিতিকে দেখো না। এই সব পরিস্থিতি হলো মেঘের মতো, এগুলোকে সেকেন্ডে ক্রস করবার বিধির দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগানঃ:- যে কোনো বিষয়ে কোশ্চেন মার্ক তোলা অর্থাৎ ব্যর্থের খাতার সূত্রপাত হওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন নিজের অন্তরের শুভভাবনা অন্য আত্মাদেরকে পৌঁছাও। সাইলেন্সের শক্তি প্রত্যক্ষ করাও। প্রতিটি বাচ্চার মধ্যেই এই সাইলেন্সের শক্তি রয়েছে। শুধুমাত্র এই শক্তিকে মন থেকে, তন থেকে ইমার্জ করো। এক সেকেন্ডে মনের সংকল্পকে একাগ্র করে নাও তবেই ফরিস্তা রূপের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে সাইলেন্সের শক্তির প্রকম্পন ছড়িয়ে পড়বে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে থাকো, শ্রীমতের আধারে সর্বদা চলতে থাকো, পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাও, তাহলে সবাই তোমাদেরকে রিগার্ড দেবে"

*প্রশ্ন:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব কোন্ বাচ্চাদের হওয়া সম্ভব?

*উত্তর:- ১ - যারা দেহী-অভিমানী হবে, এর জন্য যখনই কারো সাথে কথা বলবে অথবা বোঝাবে, তখন মনে করবে আত্মা ভাই এর সাথে কথা বলছি। ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্সা করলে দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে। ২ - এই নেশা যাদের রয়েছে যে, আমরা হলাম ভগবানের স্টুডেন্ট, তাদেরই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হবে।

*গীত:- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অন্য কোনো সংস্কারেই এই রকম বলা হবে না যে, বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছি। বাচ্চারা জানে যে, অবশ্যই সব বাচ্চাদের বাবা হলেন একজনই। সবাই হলো ব্রাদার। সেই বাবার থেকে নিশ্চিতই বাচ্চারা অবিদ্যার উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সৃষ্টি চক্রের উপরেও তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো যে, এটা হল সঙ্গম যুগ যখন কিনা মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা বাচ্চারা জীবন্মুক্তিতে যাবে আর বাকিরা সবাই মুক্তিতে যাবে। সদগতি দাতা, লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড তাঁকেই বলা হয়। রাবণ রাজ্যে কতো ধর্ম, রাম রাজ্যে একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। তাকে আর্য আর অনার্য বলে থাকে। আর্যরা সংশোধিত হয় আর অনার্যরা সংশোধিত হয়নি বলা হয়ে থাকে। এর অর্থই কেউ জানে না যে যারা সংশোধিত হয়েছে তারা কি করে অসংশোধিত হলো। আর্য কোনো ধর্ম ছিল না। যারা সংশোধিত হয় তারা ছিলেন দেবতা, তারপর ৮৪ জন্মের পরে তারা অসংশোধিত হতে শুরু করে। যারা উচ্চ থেকে উচ্চকূলের পূজ্য ছিলেন তারাই পূজ্য হয়ে যান। “আমরাই সেই” - এর অর্থ বাবা-ই এসে বোঝান। সিঁড়ির চিত্রের উপরেও তোমরা খুব ভালো করে বোঝাতে পারো। এই রকম নয় যে আত্মাই হলো পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। না। এটা তো হলো বিরাট বড় নাটক। তোমরা জানো যে, আমরাই পূজ্য হই অর্থাৎ আমরাই দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়.... এই রকম হতে থাকি। সিঁড়ি দিয়ে তো অবশ্যই নিচে নামতে হবে তাই না! এরও হিসাব রয়েছে যে ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা নিজদের জন্মকে জানতে না, আমিই তোমাদেরকে বলি। এ হলো চক্র, তাতে আমরাই দেবতা, আমরাই ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হয়ে থাকি। এখন তোমরা বাচ্চারা সমগ্র নলেজ প্রাপ্ত করে থাকো। কিন্তু বুঝতে খুব কম জনই পারে। তবেই তো বলা হয়ে থাকে কোটির মধ্যে কয়েকজন এসে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে আর দেবতা ধর্মের হয়ে যায়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চক্রের উপরে বোঝানো খুব সহজ - এ হলো সত্যযুগ, এটা কলিযুগ ইত্যাদি ইত্যাদি..., কেননা সত্যযুগে বৃক্ষ খুব ছোট হয়ে থাকে। তারপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই বৃক্ষের বিষয়ে কারোরই জানা নেই। আর ব্রহ্মার বিষয়ে তো খুব কমজনই বুঝতে পারে। তাদেরকে বলা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই তাই না! এরা হলো সবাই অ্যাডপ্টেড বাচ্চা। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো গর্ভজাত বংশাবলী আর এই ব্রাহ্মণেরা হলো মুখ বংশাবলী। এটা হল পরের রাজ্য, রাবণের রাজ্য। বাবাকে এসে রাম রাজ্য স্থাপন করতে হয়, তো কারোর মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে তাই না! দেখো, ইনি এই বৃক্ষের একদম শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছেন, এই বৃক্ষের এখন একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। বাবা বলেন, আমি অনেক জন্মের অস্তিমের জন্মে প্রবেশ করি। এই অস্তিম ৮৪ তম জন্মে। তপস্যা করছেন ইনি (ব্রহ্মা)। আমরা এনাকে ভগবান বলি না। দুনিয়ার মানুষ তো ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে নুড়ি কাঁকড়ে পাথরের মধ্যে বলে দিয়েছে, সেই জন্য তারা নিজেরাই নুড়ি কাঁকড় পাথর তুল্য হয়ে পড়েছে। দেবতাদের কথা তো হলো একেবারেই আলাদা। এখন তোমরা পড়াশোনা করে এই পদ পেয়ে থাকো, কতখানি উচ্চ এই পড়াশোনা। এই দেবতাদেরকে ভগবান ভগবতীও বলা হয়ে থাকে, কারণ তারা পবিত্র আর ভগবানের দ্বারাই এই ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। তো অবশ্যই ভগবান ভগবতী হওয়া চাই। কিন্তু তাদেরকে বলা হয় মহারানী মহারাজা, কিন্তু শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবতী ভগবান বলাও হলো অন্ধশ্রদ্ধা, কেননা ভগবান তো হলেন একজনই। তোমরা শিব আর শংকরকেও আলাদা করে বলে থাকো। এরপরেও লোকে বলবে যে এরা দেবতাদের কথা লুপ্ত করে দিয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে সমগ্র চক্র। কিন্তু যারা মহারথী তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা হয়তো শোনে কিন্তু বুদ্ধিতে বসে না, তাহলে তারা কি হবে? পাই পয়সার দাস-দাসী হবে। এরপরে গিয়ে তোমরা সাক্ষাৎকার করতে পারবে কিন্তু সেই সময় আর তখন কিছু করা সম্ভব হবে না। টাইম শেষ হয়ে গেলে তখন কি করতে পারবে। সেইজন্য বাবা সাবধান করতে থাকেন। কিন্তু তখন সকলে উঁচুতে উঠে গেলে কিছু ই আর করা যাবে না। বুদ্ধিরপী পাত্র সাফ নেই, বুদ্ধিতে নোংরা জিনিস ভরপুর হয়ে আছে।

এরজন্য অনেক বেশী করে পুরুষার্থ করতে হবে। চিত্র দেখিয়ে বোঝানোর অনেক প্র্যাক্টিস করতে হবে। না হলে তো অন্তিম সময়ে অনেক অনুতাপ করতে হবে। এর দ্বারা আত্মার ভোজন প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা তো হল সবাইকে বোঝানোর বিষয়। ভয় পাওয়ার কোনও কথা নেই। বড় বড় স্থানগুলিতে প্রদর্শনী, মিউজিয়াম হলে অনেক নাম হবে। বাবা বলেছিলেন - সকলের থেকে নিজের নিজের ওপিনিয়ন (ব্যক্তিগত মতামত) লেখাও, সেটাও ছাপাতে হবে। বাচ্চাদেরকে অনেক সার্ভিস করতে হবে। এতে চেকও অনেক করতে হবে, সামনের ব্যক্তি বুঝতে চাইছে কি না। এটা হলো নতুন দুনিয়া, এটা হলো পুরানো দুনিয়া। এটা তো যে কেউ বুঝতে পারে শুধু টাইম লম্বা (দীর্ঘ) করে দিয়েছে, এইজন্য সাধারণ মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যারা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে, অতীন্দ্রিয় সুখে তারা থাকতে পারে। কেবল ভাষণ শুনিতে কাজ হবে না। যখন ভাষণ করো তখন এটাই স্মরণে রাখতে হবে যে আমি আত্মা ভাই, ভাইকে বোঝাচ্ছি। আত্ম-অভিমানী হওয়া - এতে অনেক পরিশ্রম চাই কিন্তু বাচ্চারা বারংবার ভুলে যায়। বাবা-ই এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, গায়নও আছে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... এর অর্থও তোমরা বুঝে গেছো। যারা মহারথী তারা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করার অনেক প্র্যাক্টিস করবে, তবে তো নিজেকে পাওয়ারফুল মনে করবে। যে নিজেকে আত্মাই মনে করে না, সে কী ধারণা করবে! স্মরণের দ্বারাই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। জ্ঞানকে বল (শক্তি) বলা হয় না। যোগবল বলা হয়। যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এখন তোমাদেরকেই অন্যদেরকে নিজের সমান বানাতে হবে। যতক্ষণ অন্যদেরকে নিজের সমান বানাবে না ততক্ষণ বিনাশও হবে না। যদিও বড়সড় কোনও যুদ্ধ লেগেও যায়, তথাপি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তো অনেকের কাছে বহুস আছে, কিন্তু এটা রেখে দেওয়ার জিনিস নয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা অবশ্যই হবে। কিছুদিন পর সবাই বলবে অবশ্যই এটাই হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। ভগবানও অবশ্যই আছেন। যখন তোমাদের কাছে অনেক লোক আসবে তখন সবাই মান্য করতে শুরু করবে, তারা বলবে - এদের তো বুদ্ধি হতেই থাকছে, এদের মধ্যে অনেক মাইট (শক্তি) আছে। তোমরা যত যত স্মরণে থাকবে ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা অন্যদেরকে লাইট প্রদান করো। এই দাদাও (ব্রহ্মা) বলেন যে আমার থেকেও এই বাচ্চারা খুব ভালো সার্ভিস করে। এখনও একটু সময় বাকি আছে, যোগে যথার্থরীতি কেউ থাকতে পারে না। নিজেও ফিল (অনুভব) করে যে যোগে আমি দুর্বল, সেইজন্য স্পষ্টভাবে তীর লাগে না। ভগবান কুমারীদের মধ্যে জ্ঞানবান ভরে দেন। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী, তাই না! ইনি হলেন ব্রহ্মা। তোমরা হলে অ্যাডপ্টেড বাচ্চা। ক্রিয়েটর তো একজনই, বাদবাকি সবাই পড়াশোনা করছে। তারমধ্যে এই ব্রহ্মাও আছেন। তাহলে এরা রচনা হয়ে গেল তাই না। তোমরা দেবতা তৈরী হচ্ছে। দৈবীগুণ ধারণ করছে। কোথাও কোথাও দুটি পা (গৃহস্থী যুগল) একইদিকে চলে না। যেন বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাবা নাম নিচ্ছেন না। কিন্তু বুঝে যাওয়া উচিত যে বাবা সত্যই বলছেন। বাচ্চারাও একে-অপরের স্বভাবকে জানতে পারে, যারা একসাথে কাজ করে।

বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরাই মুকুটধারী ছিলাম। এখন পুনরায় হচ্ছে। প্রথমদিকে তোমরা যখন বোঝাতে তখন তারা মানতে চাইত না। তারপর একটু একটু করে বুঝছে, এতে বুদ্ধি অনেক চাই। আত্মার মধ্যে বুদ্ধি আছে। আত্মা হলো সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে দেহী অভিমানী বানানো হচ্ছে। যতক্ষণ বাবা না আসেন, ততক্ষণ কেউ দেহী-অভিমানী হতে পারে না। এখন বাবা বলছেন - আত্ম-অভিমানী ভব। মামেকম স্মরণ করো তো আমার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হবে। এই ধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী। সমগ্র বিশ্বের উপর রাজ্য করে, কম কথা কি? বাবার সাথে যোগ লাগানোর ফলে তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা হল নতুন কথা, যেটা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। আত্মাদের অসীম জগতের বাবা হলেন তিনিই। তিনিই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তো শিববাবার অক্যুপেশন বোঝাও যে তিনি এসে কি করেন। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আর শিব জয়ন্তী দুটোই পালন করে। এখন দুজনের মধ্যে বড় কে? উচ্চ থেকেও উচ্চতর হলেন নিরাকার। তিনি কি করেছেন যার জন্য শিবজয়ন্তী পালন করে, কৃষ্ণ কি করেছেন? লেখা আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা সাধারণ বৃদ্ধ তনে এসে স্থাপনা করেন। অনেক প্রকারের মত মতান্তর আছে। শ্রীমত তো হল একটাই, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। মানব মতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কিভাবে হবে। এই ঈশ্বরীয় মৎ তোমাদের একবারই এই সঙ্গম যুগে প্রাপ্ত হয়। দেবতারা তো মৎ দেন না। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে গেলে ব্যস, সমাপ্ত। সেখানে কেউ গুরু ইত্যাদিও করে না। এখানে মানুষ গুরুর কাছ থেকে মত গ্রহণ করে। তো যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে আমরা হলাম রাজযোগী। হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তারা হলোই নিবৃত্তি মার্গের। তীর্থ যাত্রা করতে প্রবৃত্তি মার্গের আত্মাদেরকেই যেতে হবে।

বাচ্চারা তোমরা কোনও বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত যেটার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তোমাদের সার্ভিসও কল্প পূর্বের ন্যায় হচ্ছে। ড্রামাই তোমাদেরকে পুরুষার্থ করচ্ছে। সেটাও তোমরা করছো পূর্ব কল্পের মতো। পুরুষার্থীর

চাল-চলন দেখে তোমরা বুঝতে পারবে, তবে তো প্রদর্শনীতে গ্রুপ দেখে গাইড দেওয়া হয় যাতে ভালোভাবে বোঝাতে পারে। শিক্ষক বাবা তো ভালোভাবে জানেন। কত বিশাল অসীম জগতের বুদ্ধি বানাচ্ছেন। তোমাদের এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা কার সন্তান। ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। কেউ পড়তে না পারলে পালিয়ে যায়। ভগবানও বুঝতে পারেন এ' আমার বাচ্চা নয়। তোমরা দেখতে থাকবে - ভগবানের বাচ্চা পড়তে-পড়তে পালিয়ে গিয়েছিল, পুনরায় কিছু বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসে পড়তে শুরু করে দেয়। তারপর ভালোভাবে যোগ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে। বুঝতে পারে যে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি যে এইরকম স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবো। বাবাকে স্মরণ করতে করতে অথবা বাবা-বাবা বলে রোমকুপ শিহরিত যাওয়া উচিত। বাবা আমাদেরকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করিয়েছেন। আমরা কতোই না ভাগ্যশালী। প্রতি মুহূর্তে বাবার স্মরণ থাকবে, ডায়রেকশন অনুসারে চলতে থাকবে তাহলে অনেক উন্নতি হতে থাকবে। তারপর তাকে সবাই রিগার্ড দেবে। বাবা বলছেন - জ্ঞানী আমাদের কাছে অজ্ঞানী আমাদের নতজানু হবে। দেহ-অভিমাণে থাকা আমাদের দৈবী গুণের ধারণা হতে পারে না। তোমাদের চেহারা ফাস্ট ক্লাস হতে হবে। বলে যে অতীন্দ্রিয় সুখ তাদেরকে জিগ্জেন্স করো যাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। পড়াশোনার উপর অনেক অ্যাটেনশন দিতে হবে আর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তোমাদের যোগের শক্তির দ্বারা বিশ্বও পবিত্র হয়ে যায়। তোমরা যোগের দ্বারা বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়। গোবর্ধন পর্বতকে আঙুলের উপর ওঠাতে হবে। এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়াকে যারা পবিত্র বানিয়েছে - এটা হলো তাদেরই নিদর্শন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্য জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করার জন্য বুদ্ধিরূপী পাত্রকে সাফ স্বচ্ছ বানাতে হবে। ব্যর্থ কথাগুলিকে বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে।

২) দৈবী গুণের ধারণা আর পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে। সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলো ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন।

বরদানঃ:- নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনের দ্বারা সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত্ত ভব নিশ্চয় হলো এই ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পন্নতার ফাউন্ডেশন আর এই ফাউন্ডেশন মজবুত হলে সহজ আর তীব্রগতিতে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত। যাদের যথার্থ নিশ্চয়বুদ্ধি আছে তারা সর্বদাই নিশ্চিত্ত থাকে। যথার্থ নিশ্চয় হলো নিজের আত্ম-স্বরূপকে জানা, মেনে নেওয়া আর সেই অনুসারে চলা আর বাবা যা, যেরকম, যে রূপে ভূমিকা পালন করছেন তাকে যথার্থ রীতিতে জানা। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধিরাই বিজয়ী হয়।

স্নোগানঃ:- নিজের সময়কে, সুখকে, প্রাপ্তির ইচ্ছাকে সকলের প্রতি দান যে করে সে-ই হলো মহাদানী।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যেরকম শুরু-শুরুতে অভ্যাস করতে - হাঁটছে কিন্তু স্থিতি এমনই যে অন্যরা বুঝতে পারে যে কোনও লাইট যাচ্ছে, তার শরীর দেখা যেত না, এই অভ্যাসের দ্বারা সকল প্রকারের পরীক্ষাতে পাশ হয়েছিল। তো এখন যেহেতু সময় অনেক খারাপ হতে চলেছে, তাই ডবল লাইট থাকার অভ্যাস বৃদ্ধি করো। অন্যরা সবসময় তোমাকে লাইট রূপে দেখবে - এটাই হল সেক্ষী। ভিতরে প্রবেশ করবে আর লাইটের স্তম্ভ দেখবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পিতাশ্রী-জীর পূণ্য স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বাপদাদার মধুর মহাবাক্য"

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার হৃদয়ের অন্দরে বাচ্চাদেরকে সদা সুখী বানানোর ফার্স্ট ক্লাস আশা থাকে, বাবা এটাই চান যে আমার বাচ্চারা যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হবে"

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এখন ভগবান সম্মুখে বসে আমাদেরকে জ্ঞানের গীত শোনাচ্ছেন বা জ্ঞানের ডান্স করাচ্ছেন। এই জ্ঞান ডান্সের দ্বারা তোমরা দেবতাদের মতো সদা সুখী আর হাসিখুশীতে থাকবে। ভগবানকেই অসীম জগতের বাবা বা বিশ্বের রচয়িতা বলা হয়। আত্মারা বুঝতে পারে যে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গ উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন। তিনিই হলেন রচয়িতা। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে বাবাকে আর বিশ্বের মালিকানাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক তো অবশ্যই সীমাহীন সুবিশাল দুনিয়াই রচনা করবেন। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সমগ্র বিশ্বই হলো বাসস্থান অর্থাৎ ভূমিকা পালনের জন্য স্থান। অসীম জগতের বাবা এসে অসীম বিশ্ব বা গৃহ বানাচ্ছেন, সেটাই হলো স্বর্গ। তো এইরকম বাবার জন্য বাচ্চাদেরকে কতটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে। বিশ্বের রচয়িতা বাবা ডায়রেক্ট বোঝাচ্ছেন - আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তো তোমাদের স্বভাব অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস হওয়া উচিত। তোমাদের চাল-চলন এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই বলে যে এ'তো যেন দেবতা। দেবতারা হলেন সুনামধন্য। বলবে যে এর স্বভাব একদম দেবতাদের মতো। একদমই মিষ্টি ও শান্ত স্বভাবের। তো এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে বাবাও খুশী হন। বাবা স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন তো তোমাদেরকেও কতোটা সহযোগী হতে হবে! নিজে থেকেই সেবাতে লেগে যেতে হবে। এমন নয় যে - আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, সময় নেই। সময় অনুসারে সব কাজ করতেই কল্যাণ সমাহিত রয়েছে। যজ্ঞ সেবার পুরস্কার শিববাবা প্রদান করেন। বাবা বাচ্চাদের দৈবী চাল-চলন দেখে নিজেকেই বাচ্চাদের কাছে উৎসর্গ করে দেন।

বাচ্চারা তোমরা এই পড়াশোনার দ্বারা কতো শ্রেষ্ঠ উপার্জন করছো। তোমরা পদ্ম-পদমপতি হচ্ছে। বাবা তোমাদেরকে কতোই না ধনবান বানাচ্ছেন! বাবা তোমাদেরকে এমনই অক্ষয় খাজানা প্রদান করছেন যা ২১ জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে। সেখানে দুঃখের নাম নেই। সেখানে কখনও অকালে মৃত্যু হবে না। মৃত্যুকে কখনও ভয় পাবে না। এখানে কতোই না ভীত সন্ত্রস্ত হয় মানুষ, ক্রন্দন করে। তোমাদের তো খুশী হয় এই কথা ভেবে যে - এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে প্রিন্স হবে। তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমতা সরাতে থাকো অর্থাৎ মোহমুক্ত হতে থাকো আর এই দেহকেও ভুলতে থাকো। আমি আত্মা হলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন)। ব্যস্, এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। বেঁচে থেকেও যেন মৃতবৎ অবস্থাতে থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে থেকেও মরে যেতে হবে। বলাও হয় না যে - তুমি মরে গেলে তোমার কাছে সমগ্র জগৎ মৃত। শরীরের অভিমানকে ত্যাগ করতে থাকো। একান্তে বসে এই অভ্যাস করো - বাবা, ব্যস্ এখন আমি আপনার ক্রোড়ে এলাম কি এলাম। এক বাবার স্মরণেই শরীরের অন্ত হবে - একেই বলা হয় একান্ত।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এইরকম উঁচু (শ্রেষ্ঠ) পড়া কে পড়াচ্ছেন! এই চৈতন্য ডিব্বাতে চৈতন্য হিরে বসে আছেন, তিনিই হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। সত্য বাবা তোমাদেরকে সত্য শ্রীমৎ প্রদান করছেন। বাবার বাচ্চা হয়েছে তো প্রতিটি কদম বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। চুপ থাকতে হবে আর পড়তে হবে, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ক্ষণে-ক্ষণে এই ব্যাজকে দেখতে থাকো তো বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যাবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রদান করছো। প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের প্রজাও বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। কোনও মুরলী মিস করবে না। বাবা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উপরে করুণা করো, শ্রীমতের অবজ্ঞা ক'রো'না।

যে সুগন্ধী ফুল হবে সে সকলকে আকর্ষণ করবে। যে যেরকম আছে, এইরকমই সার্চলাইট নেওয়ার জন্য আকৃষ্ট হবে। সুগন্ধী, গুণবান বাচ্চাদেরকে দেখে স্নেহ আর খুশীতে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। কিছু কষ্ট হলে বাবা তাকে সার্চলাইট (সকাশ) দেন।

বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই পুরানো দুনিয়াতে কোনও কিছুর আশা রাখবে না। এখন তো কেবল একটাই

শ্রেষ্ঠ আশা রাখতে হবে যে আমি তো এবার সুখধামে যাবো। কোথাও দাঁড়াতে হবে না। কিছু দেখতে হবে না। শুধু এগিয়ে যেতে হবে। একদিকেই দেখতে থাকো তাহলে অচল অনড় স্থির অবস্থা থাকবে। এখন এই দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, এখন এই দুনিয়ার অবস্থা খুবই গুরুতর। এইসময় সবথেকে বেশী রাগ প্রকৃতির হয়, এইজন্য সব বিনাশ করে দেয়। তোমরা জানো যে এই প্রকৃতি এখন নিজের রাগ ভয়ংকর রূপে প্রকাশ করবে। সমগ্র পুরানো দুনিয়াকে ডুবিয়ে দেবে। আর্থকোয়েক-এ মহল ইত্যাদি সব ভেঙে পড়বে। অনেক প্রকারের মৃত্যু হবে। এইসব ড্রামার প্ল্যান আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। এতে কারোরই কোনও দোষ নেই। বিনাশ তো হবেই, এইজন্য তোমাদেরকে এরথেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দিতে হবে। তোমরা তো নিজের সবকিছু ইন্সিওর করে দিয়েছে, এইজন্য তোমাদের কোনও প্রকারের চিন্তা নেই। তোমাদের সবকিছুই সফল হচ্ছে।

এখন তোমরা বলবে বাঃ সদ্ধুরু বাঃ! যিনি আমাদেরকে এই রাস্তা বলেছেন। বাঃ ভাগ্য বাঃ! বাঃ ড্রামা বাঃ! তোমাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে - বাবাকে অনেক ধন্যবাদ, যিনি আমাদের থেকে দু-মুঠো চাল নিয়ে সেক্টি-র (নিরাপদের) সাথে ভবিষ্যতে একশত গুণ রিটার্ন দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাচ্চাদেরকে বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাচ্চাদের অসীম জ্ঞান ধনের খাজানা প্রাপ্ত হচ্ছে তো অপার খুশীতে থাকতে হবে। হৃদয় যত শুদ্ধ হবে তত অন্যদেরকেও শুদ্ধ বানাতে পারবে। যোগের স্থিতির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধ হয়। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যোগী হওয়ার শখ থাকতে হবে। যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ-অভিমান থাকে তাহলে বুঝে নেবে যে তোমাদের অবস্থা খুবই কাঁচা। দেহী-অভিমानी বাচ্চারাই সত্যিকারের ডায়মন্ড হয়, সেইজন্য যতটা সম্ভব দেহী-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করো। 'বাবা' শব্দটি হলো সবথেকে বেশী মিষ্টি। বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বাচ্চাদেরকে পলকের উপর বসিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন। এইরকম বাবার স্মরণের নেশাতে থেকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে খুশীতে ঠান্ডা ঠাকুর হয়ে যেতে হবে। যেরকম বাবা অপকারীদেরও উপকার করেন - তোমরাও ফলো ফাদার করো। সুখদাতা হও। বাবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাচ্চাদেরকে সদা সুখী বানানোর কতো ফার্স্ট ক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন ড্রামার রহস্যকেও জেনে গেছো - বাবা তোমাদেরকে নিরাকারী, আকারী আর সাকারী দুনিয়ার সব সমাচার শোনাচ্ছেন। আত্মা বলছে - নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য এখন আমরা পুরুষার্থ করছি। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য যোগ্য অবশ্যই হবো। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করবো। আচ্ছা - বাবা মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাবা হলেন দুঃখহর্তা, সুখকর্তা তো বাচ্চাদেরকেও সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে। এইরকম বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয়। শুভ কার্যে রাইট হ্যান্ডকেই কাজে লাগায়। তো বাবা বলছেন প্রত্যেক বিষয়ে রাইটিয়াস হও, এক বাবাকে স্মরণ করো তো অস্তিম কালে যেমন মতি তথা গতি হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমতা সরিয়ে নাও। এটা তো হলো কবরখানা। কাজকারবারের চিন্তা বা বাচ্চার চিন্তা করতে করতে মারা গেলে তো বিনা পরিশ্রমে নিজের বরবাদ করে দেবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। দেহ অভিমানে এলেই বরবাদ হয়ে যাবে। দেহী অভিমানী হলে শ্রেষ্ঠ হতে থাকবে। ধন সম্পদেরও অধিক লালসা রাখবে না। ধনের চিন্তা করতে করতে বাবাকেই ভুলে যায়। বাবা দেখছেন সবকিছু বাবাকে অর্পণ করেও কতখানি আমার শ্রীমতে চলে! প্রথম দিকে বাবাও ট্রাস্টী হয়ে দেখিয়েছেন তাই না। সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টী হয়ে ছিলেন। ব্যস্ ঈশ্বরের কার্যেই লাগাতে হবে। বিঘ্নে কখনও ভয় পাবে না। যতখানি সম্ভব হয়, সার্ভিসে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

অব্যক্ত মহাবাক্য রিভাইস - (১৫-০৪-৭৪)

তোমরা সবাই কি উল্লতির দিকে এগিয়ে চলেছো? সদা লগনে মগন আর বিঘ্ন বিনাশক, এই দুই লক্ষণ কি অনুভব হচ্ছে? বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার পরিবর্তে, বিঘ্নকে দেখে নিজের স্টেজ বা স্থিতি থেকে নিচে নেমে তো আসছো না? বিভিন্ন প্রকারের আগত তুফান, তোমাদের বুদ্ধিতে তুফানের জন্ম দিচ্ছে না তো? যেরকম কারো দ্বারা উপহার প্রাপ্ত হলে বুদ্ধি দোলাচলের পরিবর্তে আনন্দিত হয় সেইরকম আগত তুফান আনন্দ প্রদান করে নাকি দোলাচল বৃদ্ধি করে? যদি তুফানকে তুফান মনে করো তাহলে দোলাচল হবে আর উপহার মনে করলে বা অনুভব করলে তো তার দ্বারা আনন্দ আর সাহস অধিক বৃদ্ধি হবে। এসব হলো উল্লতি কলার লক্ষণ। ঘাবড়ানোর পরিবর্তে গভীরে গিয়ে অনুভবের নতুন নতুন রঙ্গ এই পরীক্ষা রূপী

সাগরের থেকে প্রাপ্ত করবে, কেননা দোলাচলের মধ্যেই রত্ন সুপ্ত থাকে। উপর-উপর থেকে অর্থাৎ বহিমুখী দৃষ্টি আর বুদ্ধির দ্বারা দেখলে দোলাচল দেখা যাবে অথবা অনুভব হবে। কিন্তু সেই আগত পরিস্থিতিকে অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা বুদ্ধি দিয়ে দেখলে অনেক প্রকারের জ্ঞান রত্ন অর্থাৎ পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হবে।

যদি কোনও কথা দেখে বা শুনে আশ্চর্য অনুভব হয় তো এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। এইরকম তো হওয়া উচিত নয়... ডামার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি এইরকম সংকল্প উৎপন্ন হয় তো একেও অংশমাত্র দোলাচলের রূপ বলা হবে। এখনও পর্যন্ত কেন, কী-র কোশ্চেন (প্রশ্ন) যদি ওঠে তো এর অর্থ হলো দোলাচল। যতটা বিঘ্ন আসা নিশ্চিত ততটাই বিঘ্ন বিনাশক স্থিতিতে থাকা, এটাই হল হর্ষিত থাকার সাধন। নাথিং নিউ এটাই হলো ফাইনাল স্টেজ। যদি কোনও দোলাচলের কর্তব্য করো বা পার্ট প্লে করছো, তো সমুদ্রের উপরিভাগে দোলাচল যদিও দেখাও দেয় অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়গুলির দোলাচলে চলে আসছে কিন্তু স্থিতি হবে নাথিং নিউ। একাগ্র, একরস, একান্ত অর্থাৎ এক রচয়িতা আর রচনার অন্তকে যে জানে, ত্রিকালদর্শীর স্টেজের উপরে আরামে শান্তির স্থিতিতে স্থিত রয়েছো নাকি কর্মেন্দ্রিয়গুলির দোলাচল আন্তরিক স্থিতিকেও নাড়িয়ে দেয়? যখন শূল সাগর দুই রূপই দেখায় তো মাস্টার জ্ঞান সাগর কি এইরকম রূপ দেখাতে পারবে না? এই প্রকৃতি তো পুরুষের থেকেই কপি (নকল) করছে। তোমরা তো হলে পুরুষোত্তম। যখন প্রকৃতি নিজের কোয়ালিফিকেশন দেখাতে পারে, তো এই পুরুষোত্তমরা কি দেখাতে পারবে না?

এখন সময় অতি-র দিকে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের সবকিছুই অতীব রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। অন্তের লক্ষণ হলো এই অতি। তো যেরকম প্রকৃতি সমাপ্তির দিকে অতি-তে যাচ্ছে, সেইরকমই সম্পন্ন হতে চলা আত্মাদের সামনে এখন পরীক্ষা বা বিঘ্নও অত্যধিক পরিমাণে আসবে। সেইজন্য এটা ভেবে আশ্চর্য হবে না যে আগে তো এসব হত না, এখন কেন হচ্ছে? এইরূপ আশ্চর্যব্রিত হবে না। ফাইনাল পেপারে আশ্চর্যজনক বিষয় কোশ্চেনের রূপে আসবে, তবেই তো পাশ আর ফেল হতে পারবে। এমন এমন কথা আসবে যেটা না চাইতেও বুদ্ধিতে কোশ্চেন উৎপন্ন করবে, এটাই তো হলো পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষা হবে এক সেকেন্ডের। কেন-র সংকল্প চন্দ্রবংশীর লাইনে দাঁড় করিয়ে দেবে। সেইজন্য একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস নিরন্তর যেন হয়। সমস্যার সীট-কে দেখে বিচলিত হবে না। বরং সীটের উপরে বসে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে। এখনও পর্যন্ত সমস্যা, সীটের (স্থিতির) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন বিঘ্ন আসে, তখন বিশেষ যোগ লাগাতে থাকো আর ভাঙি রাখো, এর থেকে প্রমাণ হয় যে শত্রুই অস্ত্র-শস্ত্রের স্মরণ করায় কিন্তু স্বতঃ আর সদা স্মৃতি থাকে না। নিরন্তর যোগী হয়েছো নাকি অন্তরযুক্ত বা ক্ষণস্থায়ী যোগী হয়েছো? টাইটেল তো হলো নিরন্তর যোগী তাই না! শত্রু আসবেই না, সমস্যার মোকাবিলাও করতে হবে না। শূল থেকে কাঁটা হওয়া, এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। শূল থেকে কাঁটা হবে, তার পরিবর্তে কাঁটাকে যোগাঙ্গির দ্বারা দূর থেকেই ভগ্ন করে দাও। কাঁটা লাগবে, তারপর কাঁটা বের করবে, এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। কাঁটাকে নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের দ্বারা সমাপ্ত করে দেওয়া, এটাই হলো ফাইনাল স্টেজ। এইরকম লক্ষ্য রেখে নিজের স্টেজকে উন্নতি কলার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো। বড় কথাকে ছোটো অনুভব করা, এই স্টেজ পর্যন্ত নম্বরের ক্রমানুসারে যথাশক্তি পৌঁছে গেছো। এখন সেই স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে যেখানে অংশ আর বংশও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা সবাই সাহস, উদ্দীপনা আর সদা সকলের সহযোগী হয়ে চলছো তাই না! কলিযুগী দুনিয়াকে সমাপ্ত করার জন্য বা পরিবর্তন করার জন্য, মায়াতে বিদায় দেওয়ার জন্য সংগঠন অর্থাৎ চক্রবৃহৎ তৈরী করেছো তাই না! মজবুত চক্রবৃহৎ তৈরী করেছো নাকি মাঝে-মাঝে কেউ টিলা হয়ে যায় অথবা ক্লান্ত হয়ে যায় বা চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে যায়? না এগিয়ে যেতে পারে আর না পিছিয়ে আসতে পারে, সেখানেই স্থির হয়ে যায়, এই পার্ট তো পাক্সা করছো না? সময় ধাক্কা লাগালে এগিয়ে যাবো, এইরকম চিন্তা করে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে নেই তো? কারো থেকে কোনও প্রকারের সাহায্যের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যাও নি তো? এইরকম স্থিতি যুক্ত আত্মাদের কি বলা হবে? এটাকেই কি অঙ্গদের স্থিতি মনে করো? যদি এইভাবে দাঁড়িয়ে যাও তাহলে যে লাস্টে ছিল, সে ফাস্ট চলে যাবে। যখন পাহাড়ে তুষারপাত হয় আর রাস্তায় জমে যায়, তখন রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই বরফকে গলানোর জন্য বা তাকে সরানোর জন্য পুরুষার্থ করতে থাকে, এখানেও যদি বরফের মতো জমে যাও তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যোগ অগ্নির ঘাটতি আছে। যোগ অগ্নিকে তেজ করো তো রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রাপ্ত হওয়া সাহস আর উদ্দীপনার পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে চিন্তন করো তো রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পুরুষার্থের গতিতে অঙ্গদ হও, মায়ার কাছে পরাজিত হওয়ার জন্য অঙ্গদ হয়ো না, বিজয়ী হওয়ার জন্য অঙ্গদ হও। আচ্ছা!

উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবার থেকে পালনা নেওয়া আত্মাদের, বিশ্বকে পালনকারী, বিষ্ণুকুলের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, প্রকৃতিকে পরিবর্তনকারী পুরুষোত্তম আত্মাদের, বিশ্বের সামনে সাক্ষাৎ মূর্তি প্রসিদ্ধ হওয়া আত্মাদের, যোগী তু আত্মাদের প্রতি

বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।

বরদান:- সেবাতে থেকে সম্পূর্ণতার সমীপতার অনুভবকারী ব্রহ্মা বাবার সমান এক্সাম্পেল (উদাহরণ স্বরূপ) ভব যেরকম ব্রহ্মা বাবা সেবাতে থেকে, সমাচার শুনতে শুনতে একান্তবাসী হয়ে যেতেন। একঘন্টার সমাচারকে ৫ মিনিটে সংক্ষিপ্ত সারে বুঝে বাচ্চাদেরকে খুশী করে, নিজের অন্তর্মুখী, একান্তবাসী স্থিতির অনুভব করিয়ে দিতেন। সেইরকম ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মা বাবা কখনও বলেননি যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, বরং বাচ্চাদের সামনে এক্সাম্পেল (উদাহরণ স্বরূপ) হয়েছিলেন। এখন সময় অনুসারে এই অভ্যাসেরই প্রয়োজন। অন্তরে ভালোবাসা (লগন) থাকলে সময় বের হয়ে যাবে আর অনেকের জন্য এক্সাম্পেল হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সকল কর্মে - কর্ম আর যোগের অনুভব হওয়াই হলো কর্মযোগ।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - সর্বদা এই লক্ষ্য যেন স্মরণে থাক যে, আমাকে বাবার সমান হতে হবে। অতএব যেরকম বাবা হলেন লাইট সেইরকম ডবল লাইট। অন্যদেরকে দেখো বলেই দুর্বল হয়ে যাও, সেইজন্য সী ফাদার, ফলো ফাদার করো। উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ সাধন কেবল একটিই শব্দ, তা হলো - 'সবকিছু তোমার'। 'আমার' শব্দ পরিবর্তন করে 'তোমার' করে দাও। আমি তোমার, তো আত্মা হলো লাইট আর যখন সবকিছুই তোমার, তখন লাইট (হাল্কা) হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা আনন্দে থাকো আর অন্যদেরকেও আনন্দ দাও। এটাই হলো সকলের ওপর কৃপা করা। কাউকে সঠিক পথের সন্ধান বলে দেওয়াই হলো সবচেয়ে সবথেকে বড় পুণ্যের কাজ।

*প্রশ্নঃ - সর্বদা খোশমেজাজে থাকতে পারে কে? খোশমেজাজে থাকার উপায় কি?

*উত্তরঃ - যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব সুপটু, যে গল্পের মতো করে ড্রামাকে বুঝেছে এবং মনন-চিন্তন করে, সে-ই সর্বদা খুশিতে থাকতে পারবে। খুশিতে থাকার জন্য সর্বদা বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে থাকো। নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো এবং বাবা যেগুলো বোঝান, সেগুলো খুব ভালো করে মন্বন করো। বিচার সাগর মন্বন করতে করতে মেজাজ খুশিতে ভরপুর হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের সাথে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করছেন। বাচ্চারা জানে যে আমাদের পিতা তো একজনই, তিনিই আমাদেরকে শিক্ষা দেন। শিক্ষকের কাজই হলো শিক্ষা প্রদান করা। গুরুর কাজ হলো জীবনের লক্ষ্য বলে দেওয়া। বাচ্চারা সেই লক্ষ্যকে বুঝতে পেরেছে। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্তির জন্য স্মরণের যাত্রা করা অত্যাবশ্যক। দুটোই খুব সহজ। ৮৪ জন্মের চক্রও বুদ্ধিতে আবর্তিত হয়। এটা স্মরণে রাখতে হবে যে এখন আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ফেরত যেতে হবে। কিন্তু পাপ আত্মারা তো মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। এইরকম ভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। যে করবে, সে ফল পাবে। সে নিজেও খুশিতে থাকবে আর অন্যকেও খুশিতে রাখবে। অন্যদেরকে রাস্তা বলে দিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই কথাটা কারো কারো মনে থাকে, কারো কারো থাকে না। ভুলে যায়। এই কথাটা মনে থাকলেই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুর রূপে মনে থাকলেও খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। কিন্তু চলতে চলতে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসে যায়। যেমন পাহাড়ে চড়ার সময়ে ওপরে-নিচে করে উঠতে হয়, বাচ্চাদেরও সেইরকম অবস্থা হয়। কেউ অনেক ওপরে ওঠার পরেও এমনভাবে পড়ে যায় যে আগের থেকে আরও নীচে নেমে যায়। তাদের সমস্ত উপার্জন নষ্ট হয়ে যায়। যতই দান-পুণ্য করো না কেন, যদি পুণ্য করতে করতে পাপ কর্ম করা শুরু করে দাও তাহলে সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। সবথেকে বড় পুণ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারা-ই পুণ্য আত্মা হতে পারবে। যদি সঙ্গদোষের প্রভাবে সেই ভুল কর্ম-ই করতে থাকো, তাহলে আগের থেকে আরও নীচে নেমে যাবে। তখন সেই জমার খাতা আর থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। পাপ কর্ম করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। পাপের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। অ্যাকাউন্ট চেক করা হয়। বাবাও বলেন - তোমার পুণ্যের খাতা ছিল, কিন্তু পাপ করতে থাকলে পাপের পরিমাণ একশো গুণ হয়ে যাবে এবং তখন আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। পাপের মধ্যেও আবার কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট হয়। কাম বিকার হলো সবথেকে বড় পাপ, তারপরে রয়েছে ক্রোধ, ক্রোধের পরে লোভ। কাম বিকারের বশীভূত হলে সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যায়। লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায়। সঙ্গুরের নিন্দুক কোথাও টিকতে পারবে না। বাবার বাচ্চা হয়েও ছেড়ে চলে যায়। কারণ কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম বিকারের আঘাত লাগার কারণেই এইরকম হয়। এটা খুব বড় শত্রু। এরই কুশের পুতুলকেই পোড়ানো হয়। ক্রোধ কিংবা লোভের কুশের পুতুল বানানো হয় না। কাম বিকারের ওপরে সম্পূর্ণ বিজয়ী হলেই জগৎ-জিৎ হবে। মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে বলে - আমরা রাবণের রাজত্বে পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। মানুষ গেয়ে তো থাকে পতিত-পাবনের বলে। হে পতিতদেরকে পবিত্র করতে সক্ষম, সকল সীতাদের রাম, তুমি এসো। কিন্তু এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারে না। এটাও জানে যে বাবা অবশ্যই নুতন দুনিয়া স্থাপন করতে আসবেন। কিন্তু অনেকটা সময় দিয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে। জ্ঞান আর অজ্ঞান রয়েছে না! ভক্তি হলো অজ্ঞানতা। যার পূজা করে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাহলে তাঁর কাছে পৌঁছাবে কিভাবে? তাই এত দান-পুণ্য সব নিষ্ফল হয়ে যায়। হয়তো অল্পকালের জন্য কাক-বিষ্ঠা-সম সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু বাকিটা কেবল দুঃখ আর দুঃখ। বাবা এখন বলছেন, তুমি যদি কেবল আমাকেই স্মরণ করো, তাহলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তাই চেক করতে হবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি যাতে পুরাতন হিসাব সমাপ্ত হয়ে নুতন হিসাব জমা হবে। কেউ কেউ তো কিছুই জমা করে না। সবকিছু স্মরণের ওপরেই নির্ভরশীল। স্মরণ না করলে পাপ ভস্ম হবে কিভাবে? জন্ম-জন্মান্তরের অনেক পাপ জমা আছে। কেবল এই একটা জন্মের জীবন কাহিনী বলে দিলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে না। শুধু এই জন্মের বোঝাটা হালকা হয়ে যায়। তাই অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যোগের দ্বারা-ই এতগুলো জন্মের হিসাবপত্র মিটবে। বিচার করতে হবে যে আমি কতটা যোগ করি? আমার কি সত্যযুগের আদিতে জন্ম হওয়া সম্ভব? যে অনেক পুরুষার্থ করবে,

সেই সত্যযুগের আদিতে জন্ম নেবে। সে কখনো লুকিয়ে থাকবে না। সবাই তো সত্যযুগে আসতে পারবে না। পরের দিকে এসে অল্প পদ পাবে। যদি আগে আসে, তাহলে চাকর হবে। এই কথাগুলো তো খুব সহজেই বোঝা যায়। তাই বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা নূতন দুনিয়াতে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এসেছি। যে বেশি স্মরণ করবে, সে অবশ্যই খুশিতে থাকবে। যদি রাজা হতে চাও তাহলে প্রজাও তৈরি করতে হবে। নাহলে কিভাবে বুঝবে যে আমি রাজা হবো। যে সেন্টার খোলার নিমিত্ত হয়, সেবা করে, তারও উপার্জন হয়। তারও অনেক লাভ হয়। সেও তার পুরস্কার পেয়ে যায়। কেউ কেউ ৩-৪টে সেন্টার খোলার নিমিত্ত হয়। যে যতটা করে, সেই অনুসারে প্রত্যেকেই অংশীদার হয়। সবাই মিলে কাঁধে করে এই মায়াবী দুঃখের বোঝাকে সরাস্রে। তাই সকলেই পুরস্কার পাবে। যে অনেককে রাস্তা বলে দিচ্ছে, অনেক পরিশ্রম করছে, সে তত উঁচু পদ পাবে। সে খুব খুশিতে থাকবে। নিজের অন্তর-ই জানে যে আমি কতজনকে রাস্তা বলেছি। কতজনকে উদ্ধার করেছি। সবকিছু করার এইটাই তো প্রকৃত সময়। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত তো সকলের হয়ে যায়। অনেকে আছে যারা অন্য কোনো কাজ করে না। যেমন মাশ্বা কতো সেবা করেছেন। সেবার দ্বারা ওনার অনেক কল্যাণ হয়েছে। অনেক সেবা করতে হবে। যোগের দ্বারাও সেবা হয়। অনেক ডীপ (গভীর) ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে আরো অনেক পয়েন্ট বেরোবে। দিনে দিনে আরো উন্নতি হবে। নূতন নূতন পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে। যে সেবাতে নিযুক্ত থাকে, সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে যায়। যে সেবা করে না, তার বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না। বিন্দুরূপকে কিভাবে বুঝবে? তোমরা কাউকে জিজ্ঞেস করো যে আত্মা কত বড়? আত্মার দেশ-কাল জিজ্ঞেস করলে কিছুই বুঝতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ পরমাত্মার নাম-রূপ-দেশ-কালের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তোমরা আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেই ওরা সংশয় প্রকাশ করবে। কেউই এই ব্যাপারগুলো জানে না। আত্মা এত ছোট বিন্দু, কিন্তু তার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা আছে। এখানেও অনেকে আছে যারা আত্মা এবং পরমাত্মার ব্যাপারে জানেই না। কেবল বিকারগুলোর থেকে সন্ধ্যাস গ্রহণ করেছে। সেটাই অনেক। সন্ধ্যাসীদের ধর্ম আলাদা। এই জ্ঞান কেবল তোমাদের জন্যই। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা পবিত্র ছিলে, তারপর অপবিত্র হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমরাই ৮৪ চক্র ঘোরাও। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথার কিছুই জানে না। জ্ঞান এবং ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞান ওপরে ওঠায়, আর ভক্তি নীচে নামায়। সুতরাং দিন-রাতের মতো পার্থক্য। কোনো মানুষ যতই নিজেকে বেদ শাস্ত্রের অথরিটি মনে করুক না কেন, আসলে তো কিছুই জানে না। তোমরা এখন জানতে পেরেছো। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। ভুলে যাওয়ার জন্যই খুশী থাকে না। না হলে তো অপার খুশী হওয়া উচিত। বাবার কাছ থেকে তোমরা এইরকম উত্তরাধিকার পাচ্ছে। বাবা সাক্ষাৎকারও করান। কিন্তু সাক্ষাৎকার হওয়ার পরেও যদি শ্রীমৎ অনুসারে না চলো, তাহলে কোনো লাভ নেই। দুঃখের সময়েই বাবাকে স্মরণ করে। বাবাকে লিবারেটর (মুক্তিদাতা), রাম, প্রভু ইত্যাদি বলে। কিন্তু তিনি আসলে কে সেটাই জানে না। ভক্তিমার্গে কেউই এইরকম শিক্ষা দেয়নি যে নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। কখনোই না। যদি কেউ এইরকম শিক্ষা দিত, তাহলে তো সেটা পরম্পরা ধরে চলে আসতো, তাই না? ভক্তি তো এইভাবেই চলে এসেছে। ভক্তি অনেক রকমের। কিন্তু জ্ঞান কেবল একটাই। মানুষ মনে করে, ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু কিভাবে পাওয়া যাবে? কবে পাওয়া যাবে? এইসব জানে না। কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, কে সবথেকে বেশি ভক্তি করেছে - এইসব কিছুই জানে না। আমরা কি আরো ৪০ হাজার বছর ধরে এইরকম ভক্তি করবো? একদিকে দুনিয়ায় মানুষ ভক্তি করেছে, অন্যদিকে তোমরা জ্ঞান পাচ্ছে। মানুষকে বোঝানোর জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা তো এত প্রদর্শনী করো, কিন্তু তা সত্বেও কোটির মধ্যে কয়েকজন উঠে আসবে। কতজনকে নিজের মতো বানিয়ে নিয়ে এসেছো? কতজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ রয়েছে সেই হিসাব এখন করা সম্ভব নয়। অনেক মিথ্যাবাদী বাচ্চাও রয়েছে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা কথোকথা শোনায়। এখানে বাবা গীতার কথা শোনান। বাবা যেগুলো শোনান, সেগুলো আবার তোমরা শোনাও। সত্যিকারের গীতা শোনানো তো বাচ্চাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সকল ধর্মের নিজ নিজ শাস্ত্র রয়েছে। বাস্তবে যত শাস্ত্র রয়েছে, সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। কেবল গীতা-ই হলো জ্ঞানের পুস্তক। গীতা হলো মাতা-পিতা। বাবা এসেই সকলের সদগতি করেন। মানুষ তো এইরকম বাবারও নিন্দা করে। আসলে শিববাবার জয়ন্তী হলো হিরেতুল্য। সর্বোচ্চ ভগবান-ই হলেন সকলের সদগতি দাতা। অন্য কারোর মহিমা কিভাবে হওয়া সম্ভব? হয়তো দেবতাদের মহিমা করা হয়, কিন্তু বাবা-ই তো দেবতাদেরকে ঐরকম বানান। একদিকে যেমন আমাদের কনস্ট্রাকশন(নির্মাণ) চলছে, তেমনি অন্যদিকে ডেস্ট্রাকশনের(ধ্বংস) কাজও চলছে। অনেকেই আছে যারা কাউকেই বোঝাতে পারে না। তারা স্থূল সেবা করুক। মিলিটারিতে সবরকম কাজের লোক থাকে। যে অশিক্ষিত, তাকে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির সামনে অবশ্যই মাথা নোয়াতে হবে। মাশ্বা-বাবা যাকিছু করেন, সেটা দেখে শেখো। তোমরাও বুঝতে পারো যে কারা কারা অনন্য বাচ্চা। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেও বাবা বলে দেবেন যে অমুককে ফলো করো। যে নিজে সার্ভিসেবল নয়, সে অন্যকে কিভাবে শেখাবে? সে তো আরও সময় নষ্ট করবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি নিজের উন্নতি করতে চাও, তাহলে সেটা এখানেই করতে পারো। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি, তার ছবি তো রাখাই আছে। যদি নিজে বুঝতে পেরেছো, তাহলে অন্যকেও বোঝাও।

কত সহজ বিষয়। আমাদেরকে এইরকম হতে হবে। গতকাল পর্যন্ত এদের পূজা করতাম, কিন্তু আজকে আর করি না। নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। এইরকম অনেকে এসে নলেজ নেবে। তোমরা যত বেশি সেন্টার খুলবে, তত অনেক আত্মা এসে বুঝবে। এইসব কথা শুনে তাদের খুশির পারদ ঊর্ধ্বগামী হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। এটাই হলো সত্যিকারের সত্য-নারায়ণ কথা। ভক্তির দ্বারা তো অধঃপতন হয়। জ্ঞান আসলে কি সেটা ওরা জানেই না। অসীম জগতের বাবা এখন তোমাদেরকে যথাযথ ভাবে বোঝাচ্ছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমি তো কালকেই তোমাদেরকে রাজস্ব দিয়েছিলাম। সেই রাজস্ব কোথায় গেল? এটা তোমরাই জানো। এটাই হলো খেলা। কেবল বাবা-ই এই খেলার পুরো রহস্য বলতে পারেন। আমরা বলি- বাবা, তুমিও এই ড্রামার মধ্যে আবদ্ধ। তোমাকে তো এই পতিত দুনিয়ায় এবং পতিত শরীরে আসতেই হবে। মানুষ ঈশ্বরের অনেক মহিমা করে। বাচ্চারা বলছে - বাবা, আমরা তোমাকে ডেকেছি। তাই আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য অর্থাৎ আমাদের সেবা করার জন্য তোমাকে আসতেই হয়েছে। প্রতি কল্পেই এইভাবে আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে তুমি চলে যাও। এটা যেন একটা গল্পের মতো। যে খুব হুঁশিয়ার, তার কাছে তো এটা একটা গল্পের মতোই। বাচ্চারা, তোমাদের সর্বদা খোশমেজাজ থাকতে হবে। বাবাও তো ড্রামা অনুসারে সেবাদারী হয়েছেন। বাবা বলছেন, আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। দেহ অভিমান ত্যাগ করো। নুতন দুনিয়াতে তোমরা নুতন শরীর পাবে। বাবা যেসব শিক্ষা দিচ্ছেন, সেগুলোকে ভালোভাবে মন্থন করো। বুদ্ধির দ্বারা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা এইরকম হওয়ার জন্য এসেছি। এইম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। ভগবানুবাচ হলো - দুনিয়ার মানুষ হয় ভগবানকে মানুষ বলে দেয়, নয়তো নিরাকার বলে দেয়। তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার। শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করছো। বাবাও তাঁর পার্ট প্লে করছেন। যে ভালোভাবে সেবা করবে, সে-ই নিশ্চিত হবে যে আমি অবশ্যই মালার দানা হবো। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। ফেল হলে অটোমেটিক্যালি রাম-সীতা হয়ে যাবে। যেহেতু স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, তাই ভালোভাবে পড়তেই হবে। কিন্তু মায়া অনেক বিরোধিতা করে, অনেক বিপত্তি নিয়ে আসে। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিচার সাগর মন্থন করে অসীম খুশিতে থাকতে হবে। অন্যদেরকেও রাস্তা বলে দিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। সঙ্গদোষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো খারাপ কর্ম করা উচিত নয়।

২) মায়ার দুঃখের বোঝাকে সরানোর জন্য মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। সেন্টার খোলার মাধ্যমে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের বাণীর ভ্যালুকে বুঝে, তার ইকোনোমি করে মহান আত্মা ভব যেমন মহান আত্মাদের ক্ষেত্রে বলা হয় - সত্য বচন মহারাজ। সেইরকমই তোমাদের বাণীও সদা সত্য বচন অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রাপ্তি করানোর বচন হবে। ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে কখনো কাউকে অভিশাপ দেওয়ার কথা নির্গত হওয়া উচিত নয়। সেইজন্যই যুক্তিযুক্ত কথা বলা আর কাজের কথা বলা। কথার ভ্যালু বোঝো। শুভ শব্দ, সুখ প্রদানকারী শব্দ - উচ্চারণ করো। হাসি-ঠাট্টার কথা ব'লো না, বাণীর ইকোনোমি করো - তবে মহান আত্মা হয়ে উঠবে।

স্লোগানঃ:- যদি শ্রীমৎ এর হাত সদা সাথে থাকে, তাহলে সমগ্র যুগ হাতে হাতে দিয়ে চলতে থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফুরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

যেমনভাবে লাইটের (বিদ্যুতের) কানেকশনের দ্বারা বড় বড় মেশিন চলে, ঠিক তেমনভাবে তোমরাও সকলে কর্ম করার সময় কানেকশনের আধারে নিজেও ডবল লাইট হয়ে চলতে থাকো। যেখানে ডবল লাইট স্থিতি বর্তমান, সেখানে 'মেহনত' আর 'মুশকিল' - এই শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায়। আমিষ ভাবকে সমাপ্ত করে, ট্রাস্টির ভাব এবং ঈশ্বরীয় সেবার ভাবনা থাকলে - তবে ডবল লাইট হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কর্তব্য হলো সবার কল্যাণ করা, সবাইকে বাবার স্মরণ করিয়ে তাদের জ্ঞান প্রদান করা"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের মহারথী বলে সম্বোধন করেন, তাদের লক্ষণ কি?

*উত্তরঃ - যারা সঠিক রীতিতে নিজেরাও পড়াশোনা করে আর অন্যদেরও করায় তাদের উপরে বৃহস্পতির দশা থাকে, যারা সবসময় নিজের এবং অন্যদের উন্নতির খেয়াল রাখে, যারা এই যজ্ঞের সেবায় অস্থি দেয় (সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ) বাবার কাজে সহযোগী হয়ে ওঠে -- সে-ই হলো মহারথী। এমন মহারথী বাচ্চাদের সম্পর্কে বাবা বলেন - এরা হলো আমার সুসন্তান।

ওম্ শান্তি। আজকাল বাচ্চারা শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করছে, কার্ড ইত্যাদি ছাপাচ্ছে। বাবা তো অনেকবার বুঝিয়েছেন সম্পূর্ণ কথাই গীতার উপর ভিত্তি করে। মানুষের দ্বারা রচিত গীতা পড়তে পড়তে অর্ধকল্প ধরে অধঃপতিতই হয়েছে। এ'কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো -- অর্ধকল্প দিন, অর্ধকল্প রাত। বাবা এখন বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছেন তার উপরেই মন্বন করতে হবে। তোমরা লিখতে পারো - ভাই এবং বোনেরা এসে বোঝো -- এক গীতাই হলো জ্ঞানের শাস্ত্র বাকি সব হলো ভক্তির সামগ্রী। জ্ঞানের শাস্ত্র একটাই যা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অসীম জগতের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব এসে শোনান অথবা লিখতে হবে, তিনি ব্রহ্মার দ্বারা শোনাচ্ছেন। যার ফলে ২১ জন্মের জন্য সঙ্গতি প্রাপ্তি হবে। জ্ঞানের গীতার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়, তারপর ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তির গীতা চলে, যা মানুষকে শোনানো হয়েছে। বাবা তো রাজযোগ শিখিয়ে সঙ্গতি করিয়ে দেন। তারপর আর শোনার প্রয়োজন পড়ে না। এই গীতা জ্ঞানের দ্বারা দিন শুরু হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাগর বাবা-ই গীতা শোনান, যার জন্য ২১ জন্ম সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ হানড্রেট পারসেন্ট পবিত্রতা, সুখ শান্তির অটল অথও সত্যযুগের দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্তি হয়। ২১ জন্মের জন্য উত্তরণ ঘটে। মানুষের দ্বারা রচিত গীতা অবতরণ কলা হয়ে থাকে। ভক্তির গীতা আর জ্ঞানের গীতার ভালো ভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। এটাই হলো মূল বিষয় যা মানুষ জানে না। তোমরা লেখো ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হলো শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা জয়ন্তী, যা সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করে। তোমরা এও বলতে পারো শিব জয়ন্তী-ই বিশ্বে শান্তি নিয়ে আসে। প্রধান শব্দটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ যার উপরে সব নির্ধারণ করছে। তোমরা সবাইকে বলতে পারো মানুষ, মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না। ভগবান সঙ্গতি করতে আসেন - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যা এখন হয়ে চলেছে। এই ২-৩ টি পয়েন্টই হলো প্রধান। শিব আর কৃষ্ণের পার্থক্য তো গীতাতে আছেই। ত্রিমূর্তি শিব ভগবানের দ্বারা সঙ্গমযুগে গীতা শুনলে সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যখন পয়েন্টস নিয়ে কেউ বিচার সাগর মন্বন করে, তখন তা অন্যদেরকেও প্রভাবিত করে। মানুষ কখনোই মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না। শুধুমাত্র একজনই ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব যিনি একজন শিক্ষক, সঙ্গরু তিনিই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করছেন। কার্ডে অল্পবিস্তর লেখো। উপরে লেখা উচিত কলিযুগের কড়িহীন পতিত মানুষ থেকে সত্যযুগে হীরেতুল্য পবিত্র দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় নিমন্ত্রণ। এমনটা লিখলে মানুষ খুশি হয়ে বোঝার জন্য যেতে চাইবে। সঙ্গতি দাতা বাবারই শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। একেবারে ক্লিয়ার শব্দ যেন থাকে। মানুষ তো ভক্তি মার্গে কতো শাস্ত্র পড়ে, তার পিছনেই মাথা ঠুকতে থাকে। এখানে এক সেকেন্ডে অসীম জগতের বাবার দ্বারা মুক্তি জীবন্মুক্তি পাওয়া যায়। যখন বাবার হয়ে তাঁর কাছ থেকে নলেজ নেওয়া হয় তখন জীবন্মুক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে যেমন পুরুষার্থ করবে, তেমনি জীবন্মুক্তিতে অবশ্যই আসবে। জীবন্মুক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে, সে প্রথমেই আসুক বা শেষে আসুক। প্রথমে জীবন্মুক্তিতে আসে তারপর জীবনবন্ধে। এমনই প্রধান পয়েন্টস গুলো যদি ধারণ করে তাহলে অনেক সার্ভিস করতে পারবে। যদি বাবাকে জেনে থাকো তবে অন্যদেরকেও তাঁর পরিচয় দাও। কাউকে পরিচয় না দিলে বুঝতে হবে তোমার কাছে জ্ঞান নেই। বোঝানো তো হয়, কিন্তু ভাগ্যে নেই। কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কল্যাণ করা উচিত, নয়তো বাবা বুঝবেন এ শুধু কথার কথাই বলে যে আমি শিব বাবার বাচ্চা, কল্যাণ তো করে না। বিত্তবান বা গরীব সবার কল্যাণ করা উচিত। প্রথমে কিন্তু গরীবদেরই আনবে কেননা ওদের সময় আছে। ড্রামাতে এমনটাই নির্ধারিত। একজন বিত্তশালী যদি এখন আসে তবে তার পিছনে পিছনে অনেক আসবে। যদি এখন এমন মহিমা প্রচার হয়ে থাকে তবে প্রচুর সংখ্যক আসবে।

তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় পদ মর্যাদা। তোমরা নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করো। যে নিজের কল্যাণ করতে পারেনা

সে অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না। বাবা হলেন কল্যাণকারী, সবার সঙ্গতি দাতা। তোমরাও সাহায্যকারী তাই না! তোমরা জানো ওদের ভক্তি মার্গের দশা। সঙ্গতি মার্গের দশা একটাই যে ভালোভাবে পড়ে আর অন্যদেরও শিক্ষা প্রদান করে তার উপর বৃহস্পতির দশা থাকে আর তাকেই মহারথী বলা হয়। নিজের মনকে জিঞ্জাসা করো আমি মহারথী কিনা, অমুক - অমুকের মতো দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সার্ভিস করছি কিনা। পেয়াদা কখনও কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারে না। যদি কারও কল্যাণ না করতে পারে তবে নিজেকে কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা কেন বলে! বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন। এই যজ্ঞ সেবায় অস্থি দেওয়া উচিত। শুধু খাও দাও আর ঘুমাও - এটা কি কোনও সার্ভিস করা হলো! এমন হলে তো প্রজাকূলের দাস-দাসী হতে হবে। বাবা তো বলেছেন পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। সুসন্তানদেরকে দেখে বাবাও খুশি হবেন। লৌকিক বাবাও যখন দেখেন এ তো খুব ভালো পদ মর্যাদা পাবে তখন তিনিও দেখে খুশি হন। পারলৌকিক বাবাও এমনটাই বলেন। অসীম জগতের বাবাও বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এখন তোমরা অন্যদেরও বানাও। শুধু পেট পূজা করলে কি লাভ হবে। সবাইকে শুধু এটাই বোলো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। ভোজন করার সময়ও একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করাও তবে সবাই বলবে এর শিববাবার প্রতি কতো ভালবাসা। এটা তো সহজ তাইনা! এতে ক্ষতির তো কিছু নেই। অভ্যাসে পরিণত হলে ভোজনও করবে, বাবাকেও স্মরণ করবে। দৈবী গুণও অবশ্যই ধারণ করতে হবে। এখন তো সবাই ডেকে বলছে যে - হে পতিত-পাবন এসো। তাহলে নিশ্চয়ই সবাই পতিত। শঙ্করাচার্যও শিবকে স্মরণ করতেন কেননা শিব-ই হলেন পতিত-পাবন। অর্ধকল্প ভক্তি সম্পূর্ণ হলে ভগবান আসেন। এই হিসেব কারও জানা নেই। বাবা বোঝান -- যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি করলে আমাকে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে গীতাও এসে যায়। এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়লে কারও সঙ্গতি হয়না। গীতা, বেদ, উপনিষদ সবই হলো ভক্তি মার্গের। বাবা তো বাচ্চাদের সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। এরই নাম রাজযোগ। এখানে ধর্মীয় পুস্তকাদির কোনও প্রশ্নই নেই। টিচার পড়াচ্ছেন পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য, সুতরাং অনুসরণ করা উচিত। সবাইকে বোলো - শিববাবাকে স্মরণ করো। তিনিই হলেন সকল আত্মাদের পিতা। শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। একে অপরকে সতর্ক করে উন্নতি করতে হবে। যত স্মরণে থাকবে বা স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা সারা বিশ্বকে পবিত্র করে তুলবে। স্মরণে থেকে খাবার প্রস্তুত করলে তাতেও শক্তি বৃদ্ধি হবে। সেইজন্যই তোমাদের ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মহিমা আছে। ভক্তরা ভোগ বিতরণ করতে করতেও রাম - রাম বলতে থাকে। রাম নামের দান দেয়। তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিটি মুহূর্ত বাবার স্মরণ থাকা উচিত। বুদ্ধিতে সারাদিন জ্ঞান চিন্তন করা উচিত। বাবার কাছে সম্পূর্ণ রচনার আদি-মধ্য -অন্তের জ্ঞান আছে তাই না! উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান যাঁকে স্মরণ করলেই উচ্চপদ প্রাপ্তি করতে পারবে তবে অন্য কাউকে কেন স্মরণ করবে? বাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করার জন্য অন্যান্য সব কিছু ছাড়তে হবে। এটাই হলো অব্যভিচারী স্মরণ। যদি স্মরণ না থাকে তবে শাড়ির আঁচলে গিট বেধে রাখো। নিজের উন্নতির জন্য, উচ্চ পদ প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। শিববাবা আমাদের টিচার, যিনি আমাদেরও টিচার তৈরি করছেন। তোমরা সবাই হলে পান্ডা তাই না! পান্ডাদের কাজ হলো পথ বলে দেওয়া। এত জ্ঞান প্রথমে তোমাদের তো ছিলই না। সবাই বলে প্রথমে তো পড়া ছিল কানাকড়ি পয়সা তুল্য। তা তো অবশ্যই। ড্রামা অনুসারে তোমরা তেমনই পড়ছো যা কল্প পূর্বে পড়েছিলে, আবার কল্পের শেষে গিয়ে এমনটাই পড়বে। শেষে গিয়ে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকার হতে দেরি হয় না। বাবারও (ব্রহ্মা) শীঘ্রই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। অমুকে- অমুকে রাজা হবে, এমন তাদের পোশাক হবে। শুরুতে বাচ্চাদের অনেক সাক্ষাৎকার হতো আবারও শেষে গিয়ে হবে, তখন স্মরণ করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভোজন করার সময় একে অপরকে স্মরণ করাও। স্মরণে থেকে ভোজন গ্রহণ করো। এক শিববাবার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা যেন থাকে।

২) যজ্ঞ সেবায় অস্থি দিতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

সমস্ত গোপ গোপিনীদের প্রতি মাতেশ্বরীজীর স্বহস্তে লিখিত স্মরণ পত্র (১৯৬১)

সমস্ত গোপ - গোপিনীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্মরণ।

তোমরা সবাই গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো নিজেদের জীবনে সফলতা পাচ্ছো তাই না ! আদরের গোপরা তো এখন ভালোভাবে সার্ভিস করার পুরুষার্থে লেগে পড়েছে, খুব ভালো । শেষ পর্যন্ত পরম পূজ্য বাবার পরিচয় সবাইকেই পেতে হবে । এটা তো জানো, এতো উচ্চ প্রাপ্তি কোটির মধ্যেই কয়েকজনই পাবে । আর এমন ফুল তো নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে তাই না ! আচ্ছা, দ্রুত গতিতে সার্ভিসকে এগিয়ে নিয়ে চলো। অবিনাশী জ্ঞান ধনের অখুট অমূল্য সম্পদ যা বাবার দ্বারা সব বাচ্চারাই প্রাপ্ত করছে। কেউ এমন ভাবে প্রাপ্ত করবে যে জন্ম জন্মান্তরের জন্য মালিক হয়ে যাবে । এ এমনই জিনিস । বলো আদরের গোপ - গোপিনীরা ঠিক কিনা !

তোমরা সব গোপ-গোপিনীরা অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবনের অনুভবের দ্বারা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলো। দেখো আদরের গোপ - গোপিনীরা এখন এই ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধিতেই সবার কল্যাণ সমাহিত রয়েছে । তারপর তো ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা অবশ্যই হবে । যেমন কেউ নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও ব্রাহ্মণ কুল বংশীয় হয়ে চলে অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকে, আর পতি-পত্নী এক বাবারই বাচ্চা এমন পবিত্র ধারণা নিয়ে থাকে । বাকি সবাইকে পরমপিতা বাবার ডায়রেকশনেই চলতে হবে, একেই শ্রীমং - এ চলা বলা হয় । এমন ধারণায় চলে যারা, তাদেরকেই ব্রাহ্মণ কুল বংশী বলা হয় । যখন উনিই একাধারে বাবা, টিচার, সঙ্কর, ধর্মরাজও তবে ওঁনার কোলের বাচ্চা হয়ে নিজের পূর্ণ পবিত্রতার অধিকার কেন নেব না! যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুখ শান্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রালব্ধ রূপে প্রাপ্ত হবে । বলো, আদরের গোপ-গোপিনীরা এমন সহজ রহস্যকে বুঝেছো না ! জীবিত থেকেও মৃত অথবা মরজীবা হয়ে থাকতে ভয় পাচ্ছ না তো ! আজ এই চিঠি প্রত্যেকে নিজ-নিজ নাম মনে করে বোঝ আর নিজের পত্র মনে করে পড় অথবা শোনো এবং মায়ের স্নেহ প্রত্যেকে নিজ নামে গ্রহণ করো । প্রত্যেক গোপ-গোপিনীর প্রতি নাম সহ মায়ের আন্তরিক ভালবাসা । আচ্ছা, নিজের সৌভাগ্যকে উচ্চ বানানোর পুরুষার্থে তীব্র ভাবে লেগে থাকা অর্থাৎ কল্যাণকারী হওয়া । যখন জানাই হয়ে গেছে যে স্বয়ং পরমপিতা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন সুতরাং নিতেই হবে । আচ্ছা, এখন বিদায় নিচ্ছি । ওম্ শান্তি ।

বরদান:- অবিনাশী প্রাপ্তির আধারে সদা সম্পন্নতার অনুভবকারী প্রসন্নচিত্ত ভব
সঙ্গম যুগে ডাইরেক্ট পরমাত্ম প্রাপ্তি ঘটে, বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যৎ কিছুই নয়, সেইজন্য তোমাদের গীত হলো যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি... এই সময়ের গায়ন হলো অপ্রাপ্ত নেই কোনও বস্তু ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এসব হলো অবিনাশী প্রাপ্তি। এইসব প্রাপ্তি গুলির দ্বারা সম্পন্ন থাকো তো চলন আর চেহারাতে সদা প্রসন্নতার বিশেষত্ব দেখা দেবে। যা কিছু হয়ে যাক, সর্ব প্রাপ্তিবান নিজের প্রসন্নতা ত্যাগ করে না।

স্লোগান:- পরমাত্ম প্রেমের অনুভবী হও তো কোনো বিঘ্ন তোমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যদি কেউ তোমাদের নিকট সম্বন্ধে আসে তো অনুভব করবে যে এ হলো আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর এবং অলৌকিক। নিজের পূর্বজ স্মৃতি দ্বারা সকল আত্মাদের পালনা, শান্তির শক্তির দ্বারা করো। তোমাদের কর্তব্য হলো - অশান্তির বায়ুমন্ডলে আত্মাদের শান্তির দান দিয়ে তাদের মধ্যে শান্তির, সহ্যশক্তির সাহস ভরে দেওয়া। এরজন্য নিজের বৃত্তির দ্বারা, মন্থা শক্তির দ্বারা বিশেষ সেবা করো। লাইট হাউস হয়ে সবাইকে শান্তির লাইট (প্রকাশ) দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সাকাশ দেওয়ার সেবা করার জন্য আসক্তিমুক্ত হয়ে অসীম জগতের বৈরাগী হও"

আজকের দিনটি হলো বিশেষ স্নেহের দিন। অমৃতবেলার থেকে শুরু করে চারিদিকের বাচ্চারা নিজেদের হৃদয়ের স্নেহ বাবার প্রতি অর্পণ করছে। সকল বাচ্চাদের স্নেহের মুক্তো গুলি মালা রূপে বাপদাদার গলায় একের পর এক এসে চলেছে। আজকের দিনে একদিকে স্নেহের মুক্তোর মালা, অন্যদিকে মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগের মালাও ছিল। কিন্তু এই বছর অনুযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। আগে অনুযোগ হতো - আমাদেরকেও সাথে নিয়ে যেতে পারতেন, আমরা সাকার পালনা পাইনি...। এই বছর মেজরিটির অনুযোগ ছিল যে এখন বাবার সমান হয়ে তোমার কাছে পৌঁছে যাবো। সমান হওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা মেজরিটি বাচ্চার মধ্যে ভালো পরিমাণে রয়েছে। সমান হওয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র, হয়ে যাবো আর তোমার কাছে এসে যাবো, এই সংকল্প আত্মিক বার্তালাপে অনেক বাচ্চাই বলেছে। বাপদাদাও এই বাচ্চাদের বলছেন - সমান ভব, সম্পন্ন ভব, সম্পূর্ণ ভব। এর সাধন সদাকালের জন্য খুবই সহজ, সবথেকে সহজ সাধন হলো - সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে যাও। যেসকল আজকের দিন স্নেহতে সমাহিত হয়ে ছিল, অন্য কিছু স্মরণে ছিলো? বাপদাদা ছাড়া আর কিছু স্মরণে ছিল? উঠতে বসতে স্নেহতে সমাহিত ছিল। চলতে-ফিরতে কী স্মরণে ছিল? ব্রহ্মা বাবার চরিত্র আর চিত্র, চিত্রও সামনে ছিল আর চরিত্রও স্মৃতিতে ছিল। সকলেই স্নেহের অনুভব আজ বিশেষ ভাবে করেছে, তাই না? পরিশ্রম করতে হয়েছে? সহজ হয়ে গেছে তাই না! স্নেহ এমনই এক শক্তি যা সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। না দেহ স্মরণে আসে, না দেহের দুনিয়া স্মরণে আসে। স্নেহ পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত করে দেয়। যেখানে প্রেম থাকে সেখানে পরিশ্রম হয় না। স্নেহ সদা আর সহজ বাপদাদার হাত নিজের উপর অনুভব করায়। স্নেহ ছত্রছায়া হয়ে মায়াজীং বানিয়ে দেয়। যত বড় সমস্যা রূপী পাহাড়ই হোক, স্নেহ পাহাড়কেও জলবৎ তরল (হাল্কা) বানিয়ে দেয়। তো স্নেহতে সমাহিত থাকতে জানো তাই না? আজ সমাহিত হয়ে দেখেছো তাই না! অন্য কিছু স্মরণে আছে? কিছুই স্মরণে নেই তাই না! বাবা, বাবা আর বাবা... একেরই স্মরণে লাভলীন ছিল। তো বাপদাদা বলছেন আর কোনো পুরুষার্থ করো না, শুধু স্নেহের সাগরে সমায়িত হয়ে যাও। সমায়িত হতে জানো? কখনও কখনও বাচ্চারা স্নেহের সাগরে সমায়িত হয় কিন্তু অল্প সময় সমায়িত থাকে, তারপর আবার বহিমুখী হয়ে যায়। এখনই বলবে বাবা, মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা আর এখনই বহিমুখী হয়ে অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। ব্যস্ত কিছুক্ষণের জন্য, যেসকল কেউ নদীতে ডুব দিয়ে উঠে পরে, এইসকল স্নেহতে সমায়িত হয়ে, ডুব দিয়ে চলে আসে। সমায়িত হয়ে থাকো, তো স্নেহের শক্তি সবথেকে সহজ ভাবে মুক্ত করে দেবে।

সকল বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ জন্মের আদিকালের অনুভব আছে, স্নেহই ব্রাহ্মণ বানিয়েছে। স্নেহই পরিবর্তন করিয়েছে। নিজের জন্মের আদি সময়ের অনুভব স্মরণে আছে তাই না? জ্ঞান আর যোগ তো প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু স্নেহ আকৃষ্ট করে বাবার বাচ্চা বানিয়েছে। যদি সদা স্নেহের শক্তিতে থাকো তো সদাকালের জন্য পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এমনিতেও তো মুক্তি বর্ষ পালন করছো তাই না। তো পরিশ্রম থেকেও মুক্ত, তার সাধন হলো - স্নেহতে সমাহিত হয়ে থাকো। স্নেহের অনুভব সকলেরই আছে তাই না? নাকি নেই? যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে বাপদাদার প্রতি সবথেকে বেশী স্নেহ কার আছে? তো সবাই হাত তুলবে যে আমার আছে। (সবাই হাত তুলেছে) সাইলেন্সের হাত ওঠাও, শব্দ করে নয়। তো বাপদাদা আজ এটাই বলছেন যে স্নেহের শক্তি সদা কাজে লাগাও। সহজ তাই না! যোগ লাগাচ্ছো - দেহ ভুলে যাবে, দেহের দুনিয়া ভুলে যাবে, মায়াজীং হবে। যখন স্নেহের ছত্রছায়ায় থাকবে, তো স্নেহের ছত্রছায়ায় অন্দরে মায়া আসতে পারবে না। স্নেহের সাগরের বাইরে যখন আসো তখন মায়া দেখে নেয় আর নিজের বানিয়ে নেয়, স্নেহের ছত্রছায়া থেকে বের হবেই না। সমাহিত হয়ে থাকো। স্নেহী কোনও কাজ করার সময় স্নেহীকে ভুলতে পারে না। স্নেহতে সমায়িত হয়ে প্রত্যেক কাজ করে। তো যেসকল আজকের দিনটিতে বাবার স্নেহে হারিয়ে গিয়েছিল, এইসকল সদা স্নেহতে সমায়িত থাকতে পারবে না? স্নেহ সহজেই সমান বানিয়ে দেবে কেননা যার সাথে স্নেহ আছে, তার মতো হওয়া, কঠিন মনে হয়না।

ব্রহ্মা বাবার সাথে হৃদয়ের ভালোবাসা আছে, ব্রহ্মা বাবারও বাচ্চাদের প্রতি অতি স্নেহ আছে। সদা এক একটি বাচ্চাকে ইমার্জ করে বিশেষ সমান হওয়ার সাকাশ দিতে থাকেন। যেসকল পাস্ট জীবনে এক একটি রত্নকে দেখে, প্রত্যেক রত্নের মূল্যকে জেনে বিশেষ কাজে লাগাতেন, সেইসকলই এখনও এক একটি রত্নকে বিশেষ রূপে বিশেষত্বগুলিকে কাজে লাগানোর সদা সংকল্প দিতে থাকেন। আর প্রত্যেকের বিশেষত্বগুলির বাহবা দিতে থাকেন। বাঃ আমার অমূল্য রত্ন। কোনো কোনো বাচ্চা চিন্তা করে যে ব্রহ্মা বাবা বতনে কি করেন? আমরা তো এখানে সেবা করতে থাকি আর ব্রহ্মা বাবা সেখানে বতনে

কি করেন? বাবা বলছেন যে রকম সাকার রূপে সদা বাচ্চাদের সাথে ছিলেন, সেইরকম বতনেও আছেন। বাচ্চাদের সাথেই থাকেন, একা থাকেন না। বাচ্চাদের ছাড়া বাবারও মজা আসে না। যে রকম বাবাকে ছাড়া বাচ্চারা কিছু চিন্তা করতে পারে না, সেইরকম বাবাও বাচ্চাদেরকে ছাড়া কিছু চিন্তা করেন না। একা থাকেন না, সাথেই থাকেন। সাকারে তো সাথে থাকার অনুভব সাকার রূপে অল্প সংখ্যক বাচ্চাই করেছে, এখন তো অব্যক্ত রূপে প্রত্যেক বাচ্চার সাথে যে সময়ে চান, যখন চান সাথে থাকতে পারেন। যে রকম চিত্রে দেখায় যে - তারা এক একটি গোপীকার সাথে কৃষ্ণকে দেখিয়েছে কিন্তু সেটা হলো এই সময়কারই কথা। এখন অব্যক্ত রূপে প্রত্যেক বাচ্চার সাথে যখন চান, তা যদি হয় রাত্রি ২টো বা আড়াইটে, যেকোনও সময়েই সাথে থাকতে পারেন। সাকারে তো সেন্টারগুলিতে চক্র লাগানো কখনও কখনও সম্ভব ওকিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে তো পবিত্র প্রবৃত্তিতেও চক্র লাগান। বাবার কাজই কি আছে, বাচ্চাদেরকে সমান বানিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়া, এটাই তো কাজ তাই না আর কি আছে? তো এতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন।

তো আজকের দিন বাপদাদা বাচ্চাদেরকে বিশেষ পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত ভব-র বরদান দিচ্ছেন। যে কাজই করো ডবল লাইট হয়ে কাজ করো, তো পরিশ্রমের পরিবর্তে মনোরঞ্জন অনুভব করবে। কেননা বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রম করা, যুদ্ধ করা, হার-জিতের খেলা করা - এসব দেখতে ভালো লাগে না। তো মুক্ত বর্ষ পালন করছো তাই না! পালন করছো নাকি পরিশ্রমে লেগে আছো? আজকের দিনে বিশেষ এই বরদান স্মরণে রেখো - পরিশ্রম থেকে মুক্ত ভব। এই সঙ্গম যুগ হলো পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার যুগ। আনন্দে থাকার যুগ। যদি পরিশ্রম হয় তাহলে আনন্দ হবে না। একটাই যুগ পরমাত্মা আর আত্মাদের আনন্দ করার যুগ। আত্মা, পরমাত্মার স্নেহের যুগ। মিলনের যুগ। তো দূত সংকল্প করো যে আজ থেকে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হবে, তাই না? তারপর এরকম করো'না যে এখানে হাত ওঠাচ্ছো আর সেখানে গিয়ে বলবে কি করবো, কিভাবে করবো? কেননা বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার দূত সংকল্প করার পুরো ফাইল আছে। বাপদাদা বাচ্চাদের ফাইল দেখেন। বার বার দূত সংকল্প করেছে তাই না। যখন থেকে জন্ম নিয়েছে তখন থেকে এখন পর্যন্ত কতবার সংকল্প করেছে, এটা করবো, ওটা করবো... কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ করেনি। আত্মিক কথোপকথন খুব ভালো করতে পারো, বাপদাদাকেও খুশী করে দাও। যে রকম জিজ্ঞাসুদেরও প্রভাবিত করে দাও, সেইরকম বাপদাদাকেও প্রভাবিত করে দিচ্ছে কিন্তু দূত সংকল্পের প্রভাব অল্প সময় থাকে, সদা থাকে না। তো বাপদাদার কাছে ফাইল তো বৃদ্ধি হতেই থাকছে। যখনই কোনও অনুষ্ঠান হয় তখন বাপদাদার ফাইলে একটা প্রতিজ্ঞা পত্র তো জমা হয়েই যায়, এইজন্য বাবা লেখান না।

আজও সবাই সংকল্প করছে, এসব কতোদিন চলবে, ফাইলে কাগজ কতদিন পরে থাকবে, বাবাও দেখতে চাইছেন। বাচ্চাদের বাবার সমান হওয়া আর ফাইল সমাপ্ত হয়ে ফাইনাল হয়ে যাওয়া। এখন তো অনেক অনেক ফাইল। তাই কেবল স্নেহে ডুবে থাকো, স্নেহের সাগর থেকে বেরিয়ে যাবে না। ব্রহ্মা বাবার সাথে হৃদয়ের স্নেহ আছে তাই না? তো স্নেহীকে ফলো করা কঠিন লাগে না। স্নেহের জন্য বলেও থাকো যে যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে জীবনও কুর্বাণ (বলিদান) হয়ে যায়। বাপদাদা তো জীবনকে কুর্বাণ (বলিদান) করতে বলেন না, পুরানো জগতকে বলি দাও। এর ফাইনাল ডেট ফিক্স করো। অন্যান্য ফাংশানের ডেট তো ফিক্স করে থাকো, ২০ তারিখ আছে, বা ২৪ তারিখ আছে। এর ডেট কবে ফিক্স করবে? (এর ডেট বাপদাদা ফিক্স করবেন) বাপদাদা 'কবে' শব্দটি বলেনই না, এখনই করতে বলেন। কবে করতে হবে - বাপদাদা এইরকম কিছু বলেন কি? বাবা বলেন - এখনই করতে হবে। যা করার আছে, এখনই করতে হবে। কিন্তু বাপদাদা তো হলেন সমর্থ তাই না, তো সমর্থের হিসাবে তাই এখনই করতে বলেন। বাচ্চারা তো 'পরে করে নেবো' - এই অভ্যাসে হেরে বসে আছে। এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদেরকে বলছেন যে এই ডেট কবে ফিক্স করবে? তোমরাও পরে-পরে বলতে থাকলে, বাবাও বলবেন - কবে হবে?

এখন সময় অনুসারে সবাইকে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে যেতেই হবে। কিন্তু বাপদাদা বুঝতে পারেন যে - সময়, বাচ্চাদের শিক্ষক যেন না হয়, যখন বাবা হলেন শিক্ষক, তো "সময় হলে তৈরী হয়ে যাবো" - এটাই হল সময়কে শিক্ষক বানানো। তাতে মার্কস কম হয়ে যায়। এখনও অনেক বাচ্চা বলে যে - সময় শিখিয়ে দেবে, সময় পরিবর্তন করে দেবে। সময় অনুসারে তো সমগ্র বিশ্বের আত্মারা পরিবর্তন হবে কিন্তু তোমরা বাচ্চারা সময়ের অপেক্ষা করো'না। সময়কে শিক্ষক বানিও না। তোমরা হলে বিশ্বের শিক্ষকের মাস্টার বিশ্ব শিক্ষক, রচয়িতা, সময় হল রচনা তো হে রচয়িতা আত্মারা রচনাকে শিক্ষক বানিও না। ব্রহ্মা বাবা সময়কে শিক্ষক বানান নি। অসীম জগতের বৈরাগ্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ছিল। আদিতে দেখো এত তন দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে সেবা করেছেন, কিন্তু বিন্দু মাত্র আসক্তি ছিল না। তনের জন্য সদা ন্যাচারাল বাণী এটাই ছিল - এটা হল বাবার রথ। এটা আমার শরীর নয়। বাবার রথ। বাবার রথকে

থাওয়াচ্ছি, আমি থাচ্ছি না। তন থেকেও অসীম জগতের বৈরাগ্য। মন তো মন্মনা ভব ছিলোই। ধনও লাগিয়েছেন, কিন্তু কখনও এই সংকল্পও আসেনি যে আমার ধন সম্পদ সেবায় লাগছে। কখনও বর্ণনাও করেননি যে আমার ধন সেবায় লাগছে বা আমি ধন লাগিয়েছি। বাবার ভান্ডার, ভোলানাথের ভান্ডার। ধনকে নিজের মনে করে পার্সোনাল নিজের জন্য এক টাকার জিনিসও ব্যবহার করেননি। এটা হলো কন্যাদের, মাতাদের দায়িত্ব। কন্যাদের মাতাদের নামে উইল করেছেন, আমার ভাব ছিল না। সময়, শ্বাস নিজের জন্য নয়, এর থেকেও অসীমের বৈরাগী ছিলেন। এত সবকিছু প্রকৃতি দাসী হওয়া স্বত্বেও কোনও এক্সট্রা সাধন ব্যবহার করেননি। সদা সাধারণ লাইফে ছিলেন। কোনও স্পেশাল জিনিস নিজের কাজে লাগাননি। বস্ত্র পর্যন্ত, একই প্রকারের বস্ত্র অন্ত পর্যন্ত ছিল। চেঞ্জ করেননি। বাচ্চাদের জন্য মহল তৈরী করলেন কিন্তু নিজে ব্যবহার করেননি, বাচ্চাদের বলা সত্বেও, শুনে উর্ধ্বমুখী স্থিতিতে চলে যেতেন। সদা বাচ্চাদের স্নেহ দেখেও এই শব্দই বলতেন - সব বাচ্চাদের জন্য। তো একে বলা যায় - অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি প্রত্যক্ষ জীবনে ছিল। অন্তে দেখা বাচ্চারা সামনে ছিল, হাত ধরে ছিল কিন্তু বাবার কোনও মোহ ছিল? অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। স্নেহী বাচ্চারা, অনন্য বাচ্চারা সামনে থাকা সত্বেও অসীম জগতের বৈরাগ্য ছিল। সেকেন্ডে উর্ধ্বস্থিতিতে থাকার, অসীম জগতের বৈরাগ্যের প্রমাণ দেখেছি। একই লগনে সেবা, সেবা আর সেবা... আর বাকি সব কথা থেকে উর্ধ্ব। একে বলা যায় অসীম জগতের বৈরাগ্য। এখন সময় অনুসারে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ছাড়া সকাশ দানের সেবাও হতে পারে না। ফলো ফাদার করো। সাকারে ব্রহ্মা বাবা ছিলেন, নিরাকারের তো কথাই ছেড়ে দাও। সাকারে সর্ব প্রাপ্তির বন্ধন থাকা সত্বেও, সকল বাচ্চাদের প্রতি দায়িত্ব থাকা সত্বেও পরিস্থিতি, সমস্যাতে পাশ হয়েছিলেন তাই না! পাশ উইথ অনারের সার্টিফিকেট নিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ কারণ হল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। এখন সূক্ষ্ম সোনার শৃঙ্খলের আসক্তি, অতি সূক্ষ্ম বন্ধন অনেক আছে। কোনো কোনো বাচ্চা তো এটাও বুঝতে পারে না যে এটা হল বন্ধন। মনে করে এটা তো হয়েই থাকে, এটাই তো চলে। মুক্ত হতে হবে, না! কিন্তু এইরকম তো চলতেই থাকে। অনেক প্রকারের বন্ধন অসীম জগতের বৈরাগী হতে দেয় না। বৈরাগী হওয়ার ইচ্ছাও আছে, সংকল্পও করে - হতেই হবে। কিন্তু চাওয়া আর করা এই দুইয়ের ব্যালেন্স নেই। চাহিদা বেশী, কর্মে প্রয়োগ কম। করতেই হবে - এই বৈরাগ্য বৃত্তি এখনও ইমার্জ হয় নি। মাঝে মাঝে ইমার্জ হয়, আবার মার্জ হয়ে যায়। সময় তো করবেই কিন্তু পাশ উইথ অনার হতে পারবে না। সময়ের গতি দ্রুত, পুরুষার্থের গতি কম। স্কুল পুরুষার্থ তো হচ্ছে কিন্তু সূক্ষ্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

বাপদাদা যখন বাচ্চাদের গীত শোনান - উড়ে এসো, উড়ে এসো... তখন চিন্তা করেন উড়িয়ে তো নিয়ে যাবো কিন্তু বন্ধন কি উড়তে দেবে? নাকি, না এইদিকে থাকবে আর না ওইদিকে থাকবে? এখন সময় অনুসারে বন্ধনমুক্ত অসীম জগতের বৈরাগী হও। মন থেকে বৈরাগী হও। প্রোগ্রাম অনুসারে যে বৈরাগ্য আসে সেটা অল্পকালের জন্য হয়। চেক করো - নিজের সূক্ষ্ম বন্ধনকে। স্কুল বিষয় এখন সমাপ্ত হয়েছে, কিছু বাচ্চা স্কুল বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়েছে কিন্তু সূক্ষ্ম বন্ধন হল অতি সূক্ষ্ম, যেটা নিজেও চেক হয় না অর্থাৎ বুঝতেই পারা যায় না। চেক করো, ভালোভাবে চেক করো। সম্পূর্ণতার দর্পণের দ্বারা বন্ধনগুলিকে চেক করো। এটাই ব্রহ্মাবাবার স্মৃতি দিবসের গিস্ট ব্রহ্মা বাবাকে দাও। প্রেম আছে তাই না, তো প্রেম থাকলে কি করে? গিস্ট দেয় তাই না? তাহলে এই গিস্ট দাও। ত্যাগ করো, সবকিছুর কুল-কিনারা ত্যাগ করো। মুক্ত হয়ে যাও। বাপদাদা খুশীও হচ্ছেন যে বাচ্চাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা হচ্ছে, খুব ভালো ভালো স্ব উন্নতির সংকল্পও করছে। এই সেই সংকল্পগুলিকে বাস্তবে করে দেখাও। আচ্ছা।

আজ বিশেষ টিচারদের সংগঠন একত্রিত হয়েছে। সেবার রিটার্নে এই উৎসব রাখা হয়েছে। বাপদাদা খুশী হচ্ছেন এই কারণে যে, বাচ্চাদের সেবার ফল প্রাপ্ত হচ্ছে বা পালন করছে, থাকছে। সেবাতে নশ্বরের ক্রমানুসারে সফল হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

চারিদিকের দেশ-বিদেশের স্নেহতে সমাহিত হওয়া স্নেহী বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার স্নেহের সাগরে সমাহিত অতি সমীপ আত্মাদেরকে, সদা ব্রহ্মাবাবার বিশেষত্বগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা পরিশ্রম মুক্ত, আনন্দে থাকা পরমাত্ম স্নেহে উড়তে থাকা আত্মাদেরকে, বাবার সমান হওয়ার সংকল্পকে সাকারে রূপ প্রদানকারী এইরকম দিলারাম বাবার হৃদয়ে সমাহিত থাকা বাচ্চাদেরকে, বিশেষ আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবার পদমা-পদমণ্ডল স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার হোক।

বাপদাদা তো সদা বাচ্চাদের হৃদয়ে থাকেন, বতনে থেকেও বাচ্চাদের হৃদয়ে থাকেন, তো এইরকম হৃদয়ে সমাহিত থাকা বাচ্চাদেরকে বাপদাদা স্নেহের মুক্তোর থালা ভরপুর করে স্মরণের স্নেহ সুমন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন।

বরদান:- সংকল্পরূপী বীজকে সদা সমর্থ করা জ্ঞানী তু আত্মা ভব
জ্ঞান শোনা এবং অন্যদেরকে শোনানোর সাথে সাথে জ্ঞান স্বরূপ হও। জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ যার প্রত্যেক
সংকল্প, বাণী আর কর্ম সমর্থ হবে, ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে সমর্থ থাকে সেখানে ব্যর্থ থাকতে পারে
না। যেরকম প্রকাশ আর অন্ধকার একসাথে থাকে না। তো জ্ঞান হল প্রকাশ, ব্যর্থ হল অন্ধকার, এইজন্য
জ্ঞানী তু আত্মা মানে প্রত্যেক সংকল্প রূপী বীজ সমর্থ হবে। যার সংকল্প সমর্থ তার বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ
সহজেই সমর্থ হয়ে যায়।

স্লোগান:- সূর্যবংশীতে যেতে হলে যোগী হও, যোদ্ধা নয়।

সূচনাঃ আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ
নিজের আকারী ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে, ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে বাপদাদার সাথে বিশ্ব পরিক্রমা করতে করতে সকাশ দেওয়ার সেবা করুন।
অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - ডবল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ডবল লাইট থাকো। ডবল লাইট থাকলে
লৌকিক দায়িত্ব পালন করেও কখনও ক্লান্ত হবে না, কেননা তোমরা হলে ট্রাস্টী। ট্রাস্টীর আবার কিসের ক্লান্তি? নিজের গৃহস্থ, নিজের প্রবৃত্তি
মনে করলে বোঝা মনে হবে। নিজেরই নয় তো বোঝা কোন্ বিষয়ের, একদম পৃথক এবং প্রিয়, বালক তথা মালিক।

Normal;heading
1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে তাই কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম যেন না হয়, সদা বাবার আদেশ অনুসারে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার যুক্তি কি? কোন্ রোগটি এই ক্ষেত্রে বিঘ্ন রূপে আসে?

*উত্তরঃ - পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নারায়ণী (নর থেকে নারায়ণ হওয়ার) নেশা চাই। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। এই দেহ-অভিমানই হলো কঠিনতম অসুখ। যতক্ষণ দেহী-অভিমानी না হবে, ততক্ষণ পরশমণিও হতে পারবে না। যারা পরশমণি হবে তারাই বাবার সহযোগী হবে। ২ - সার্ভিসও তোমাদের বুদ্ধিকে সোনায়ে পরিণত করবে। এইজন্য পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক পিতা সাবধানী নির্দেশ দেন যে বাচ্চারা নিজেদেরকে সঙ্গমযুগী ভাবো। সত্যযুগী তো ভাববে না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই নিজেদেরকে সঙ্গমযুগী ভাববে। অন্যরা তো সবাই নিজেদেরকে কলিযুগী ভাবছে। অনেক তফাৎ আছে - সত্যযুগ ও কলিযুগ, স্বর্গবাসী বা নরকবাসী। তোমরা হলে না স্বর্গবাসী, না নরকবাসী। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমবাসী। এই সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো আর কেউ জানে না। তোমরা যদিও জানো, কিন্তু বারে বারে ভুলে যাও। এখন মানুষকে কিভাবে বোঝাবে? তারা তো রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে। রামরাজ্য তো নয়। রাবণ দহন করতেই থাকে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এটাই হলো রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য কি এবং রাবণ রাজ্য কি, এইসব তোমরা এখন বুঝে গেছো - নশ্বর অনুযায়ী। বাবা আসেন সঙ্গম যুগে, তাই তো বর্তমানে এই সাক্ষাৎ ঘটে - সত্যযুগ এবং কলিযুগের। কলিযুগবাসীদের নরকবাসী, সত্যযুগবাসীদের স্বর্গবাসী বলা হয়। স্বর্গবাসীদের পবিত্র, নরকবাসীদের পতিত বলা হয়। তোমরা তো অনুপম। সুতরাং তোমরা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে জানো। তোমরা জানো আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বর্ণের চিত্রটিও খুব ভালো। এই চিত্রের আধারে তোমরা বোঝাতে পারো। কনট্রাস্ট (বিপরীত পার্থক্য) বোঝানো উচিত, যাতে মানুষ নিজেদেরকে নরকবাসী পতিত কাঙাল ভাবে। লেখা উচিত - এখন হলো পুরানো কলিযুগী দুনিয়া। সত্যযুগ স্বর্গ হলো নতুন দুনিয়া। তোমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গবাসী? তোমরা দেবতা না অসুর? এমন তো কেউ বলবে না যে আমরা হলাম স্বর্গবাসী। অনেকে এমন ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি। আরে এটা তো হলো নরক তাইনা। সত্যযুগ কোথায়। এ হল রাবণ রাজ্য, তবেই তো রাবণকে পোড়ানো হয়। তাদের কাছেও অনেক উত্তর থাকে। সর্বব্যাপী নিয়েও কত ডিবেট (তর্কবিতর্ক) করে। তোমরা বাচ্চারা একদম সরাসরি জিজ্ঞাসা কর - এখন নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া। এমন ক্লিয়ার কন্ট্রাস্ট (পরিষ্কার ভাবে উভয়ের পার্থক্য) বলা উচিত, এর জন্য বিশেষ বুদ্ধি চাই। এমন যুক্তি দিয়ে লেখা উচিত যাতে মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কি নরকবাসী, না স্বর্গবাসী? এটা কি পুরানো দুনিয়া, না নতুন দুনিয়া? এটা রামরাজ্য না রাবণ রাজ্য? আমরা পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার বাসিন্দা নাকি নতুন দুনিয়ার বাসিন্দা? হিন্দিতে লিখে তারপরে ইংরেজিতে, গুজরাটিতে ট্রান্সলেট করো। তো মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে আমরা কোথাকার নিবাসী। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় স্বর্গে গেছে কিন্তু স্বর্গ এখন আছে কোথায়? এখন তো হলো কলিযুগ। অবশ্যই পুনর্জন্মও এখানেই নেবে তাই না ! স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, সেখানে এখন যাবে কিভাবে? এইসব হলো বিচার সাগর মন্বন করার কথা। এমনই ক্লিয়ার কন্ট্রাস্ট যেন থাকে, তাতে লিখে দাও ভগবানুবাচ - প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমি সত্যযুগী রামরাজ্য নিবাসী, না কলিযুগী রাবণ রাজ্যের নিবাসী? তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সঙ্গম যুগী, তোমাদের তো কেউ জানেনা। তোমরা হলে সবার থেকে আলাদা এবং বাবার ঘনিষ্ঠ । তোমরা সত্যযুগ কলিযুগ সম্পর্কে যথার্থ ভাবে জানো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে তোমরা বিকারী ব্রষ্টাচারী নাকি নির্বিকারী শ্রেষ্ঠাচারী? এই নিয়ে তোমাদের বই তৈরি হতে পারে। নতুন কথা বের করতে হয় তাইনা, যাতে মানুষ ভাবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তোমাদের এই লেখা দেখে তারা নিজেরাই নিজেকে প্রশ্ন করবে। একে (এই কলিযুগকে) আয়রন এজ তো সবাই বলে। সত্যযুগী দেবী-দেবতাদের রাজ্য তো একে কেউ বলতে পারবে না। এটা নরক না স্বর্গ। এমন ফার্স্ট ক্লাস লেখো যাতে মানুষ নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে আমরা হলাম অবশ্যই নরকবাসী পতিত। আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ তো একেবারেই নেই। কলিযুগে কেউ সত্যযুগী হতে পারেনা। এমন বিচার সাগর মন্বন করে লেখা উচিত। যে অর্জন করবে সেই অর্জুন..... গীতায় অর্জুনের নাম দেওয়া হয়েছে।

বাবা বলেন এই যে গীতা শাস্ত্র আছে তাতে জ্ঞানের পরিমাণ আটায় যতটুকু লবণ, ততটুকু। নুন ও চিনির মধ্যে কত

তফাৎ..... একটি মিষ্টি দ্বিতীয়টি নোনতা। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে গীতাকে লবনাক্ত করা হয়েছে। মানুষ পাঁকে ফেসে গেছে। তাদের জ্ঞানের রহস্য জানা নেই, এই জ্ঞান, ভগবান কেবল তোমাদেরই শোনাচ্ছেন, অন্যরা কেউ জানেনা। নলেজ তো খুবই সহজ। কিন্তু ভগবান পড়ান সেই কথা ভুলে যায়। টিচারকেই ভুলে যায়। তা নাহলে স্টুডেন্ট কখনো টিচারকে ভুলে যায়না। ক্ষণে ক্ষণে বলে বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই। বাবা বলেন মায়াও কম নয়। তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। অনেক বিকর্ম কর। এমন একটা দিন নেই যে বিকর্ম করো না। একটাই মুখ্য বিকর্ম করো যা হল বাবার আদেশ ভুলে যাওয়া। বাবা আদেশ করেন মন্মনাভব, নিজেকে আত্মা ভাবো। এই আদেশ না মানলে বিকর্ম হবে নিশ্চয়ই। অনেক পাপ কর্ম হয়ে যায়। বাবার আদেশ যেমন খুব সহজ তেমন খুব কঠিন। যতই মাথা খাটাও তবুও ভুলেই যাবে কারণ অর্ধকল্প দেহ-অভিমান অবস্থা হয় কিনা। ৫ মিনিটও যথার্থ ভাবে স্মরণে বসতে পারে না। যদি সারা দিন স্মরণে থাকে তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা বোঝান এতেই পরিশ্রম আছে। তোমরা ঐ দৈহিক পড়াশোনা তো ভালো ভাবে করে থাকো। হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি পড়ার কত প্র্যাক্টিস আছে। কিন্তু স্মরণের যাত্রা করার একেবারেই অভ্যাস নেই। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা - এটা হলো নতুন কথা। বিবেক বলে এমন পিতাকে তো ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। একটু সময় বের করা হয় ভাত রুটি খাওয়ার জন্য, তাও বাবার স্মরণে থেকে। যত স্মরণে থাকবে ততই পবিত্র হবে। এমন অনেক বাচ্চা আছে, যাদের কাছে এত টাকা পয়সা আছে যে তার থেকে অনেক সুদ প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করে রুটি খেতে থাকো, ব্যস্। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। কল্প পূর্বে যে যতখানি পুরুষার্থ করেছে ততই করবে। সময় লাগে। কেউ শীঘ্র দৌড়ে পৌঁছে যাবে এমন তো হতে পারেনা। এখানে তো দুই জন পিতা আছেন। অসীম জগতের পিতার নিজস্ব শরীর নেই। তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলেন। সুতরাং বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত। বাবা বাচ্চাদের এই শ্রীমং দেন যে দেহ সহ সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা পবিত্র এসেছিলে। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে। এখন পবিত্র হওয়ার জন্যে শ্রীমং অনুসারে চলো, তখন বাবা গ্যারান্টি করেন তোমাদের পাপ কেটে যাবে, তোমাদের আত্মা কাঙ্ক্ষন সম হয়ে যাবে, তারপরে স্বর্গে দেহও কাঙ্ক্ষন সম প্রাপ্ত হবে। যারা এই কুলের হবে তারা তোমাদের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে যাবে, বলবে তোমাদের কথা তো ঠিক। পবিত্র হতে হলে কাউকে দুঃখ দেবে না। মন, বচন, কর্মে পবিত্র হতে হবে। মনে ঝড় উঠবে। তোমরা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত কর কিনা, তোমরা সত্যি কথা বলো বা না বলো কিন্তু বাবা নিজে বলেন - মায়ার অনেক বিকল্প আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ করবে না।

সুতরাং এইরকম কন্ট্রাস্ট (বৈসাদৃশ্য) দেখিয়ে কথা গুলো লেখা উচিত। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন এবং শিব পুনর্জন্ম নেন না। কৃষ্ণ হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা, ইনি তো হলেন পিতা। তোমরা দেখেছ পাণ্ডবদের কত বিশাল ছবি বানিয়েছে। তার অর্থ হলো যে, তারা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধি বিশাল ছিল, তারা শরীর বিশাল বানিয়ে দিয়েছে। তোমাদের মতো বিশাল বুদ্ধি অন্য কারো হতে পারেনা। তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ভক্তি মার্গে কত বিশাল চিত্র তৈরি করে টাকা নষ্ট করে। কত বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ তৈরি করে কত খরচ করেছে। বাবা বলেন তোমরা কত টাকা পয়সা হারিয়েছে। অসীম জগতের বাবা মন্তব্য করলেন। তোমরা ফিল (অনুভব) করো বাবা অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন। রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে রাজাদেরও রাজা করেছেন। তারা দৈহিক পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তারপরে তার থেকে উপার্জন হয়। তাই বলা হয় নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও হলো সোর্স অফ ইনকাম, যার দ্বারা অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদিতে কোনো নলেজ নেই। এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। বাচ্চারা, বাবা যিনি হলেন নলেজফুল তিনি বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। এটা হল একেবারে নতুন পড়া। তাও কে পড়ান? ভগবান। নতুন দুনিয়ার মালিক করার জন্য পড়ান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পড়া করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছেন। কোথায় রাজা পদ, আর কোথায় প্রজা। কারো ভাগ্য খুলে গেলে তার ভবসাগর পার। স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে যে আমরা এখন পড়ছি এবং পরে অন্য কাউকেও পড়াতে পারবো। পড়ায় পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। পাথরবুদ্ধি হওয়ার জন্যে কিছুই বুঝতে পারেনা। তোমাদের হতে হবে সোনার বুদ্ধি। সেও তাদের হবে যারা সার্ভিস করবে। ব্যাজ নিয়েও কাউকে বোঝাতে পারো। অসীম জগতের বাবার কাছে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এ হলো গতকালের কথা। কোথায় ৫ হাজার বছরের কথা, কোথায় লক্ষ বছরের কথা বলা হয়েছে। কতখানি তফাৎ। তোমরা বোঝাও তবুও বোঝে না, একেবারেই পাথরবুদ্ধি হয়েছে। এই ব্যাজ হল তোমাদের জন্যে যেন একটি গীতা, এতেই সম্পূর্ণ পড়া নিহিত আছে। মানুষের তো ভক্তি মার্গের গীতার কথাই স্মরণে থাকে। এখন তোমরা যে বাবার কাছে গীতা শুনছ তার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সদগতি প্রাপ্ত করো। শুরুতে তোমরাও গীতা পাঠ করেছ। পূজা ইত্যাদিও তোমরাই আরম্ভ করেছ। এখন পুরুষার্থ করে গরীবদের ভক্তি মার্গের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রত্যেককে বোঝাতে থাকো। তাদের মধ্যে একজন দুজন জ্ঞানে আসবে। যদি ৫-৬ জন একসাথে আসে তবে চেষ্টা করবে আলাদা ফর্ম ভরিয়ে আলাদা

করে বোঝাতে। তা নাহলে তাদের মধ্যে একজন এমন থাকবে যে অন্যদের খারাপ করে দেবে। ফর্ম তো নিশ্চয়ই আলাদা ভরাও। একে অপরের না দেখলে বুঝতে পারবে। এইসব যুক্তির প্রয়োজন তাহলে তোমরা সফল হতে থাকবে।

বাবাও হলেন ব্যবসায়ী, যারা ভীষণ বুদ্ধি হবে তারা ভালো ব্যবসা করবে। বাবা কতখানি লাভ করান। একসাথে দল নিয়ে আসলে বলো ফর্ম আলাদা করে পূরণ করতে হবে। যদি সবাই রিলিজিয়াস মাইন্ডেড (ধার্মিক মনস্ক) হয় তবে একসাথে বসিয়ে প্রশ্ন করা উচিত। গীতা পড়েছো? দেবতাদের বিশ্বাস করো? বাবা বলেছেন ভক্তদেরই বলতে হবে। আমার ভক্ত এবং দেবতার ভক্তরা শীঘ্র বুঝবে। পাথরকে পরশমণি করা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। দেহ-অভিমান হলো কঠিনতম, খুবই খারাপ রোগ। যতক্ষণ দেহ-অভিমান না মিটেছে ততক্ষণ পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন। এরজন্য তো সম্পূর্ণ নারায়ণী নেশা চাই। আমরা অশরীরী এসেছি, অশরীরী হয়ে ফিরতে হবে। এখানে কি আছে? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রম আছে, এই হল উঁচু লক্ষ্য। আচার-আচরণের দ্বারাই যেন বোঝা যায় যে এইজন ভালো সহযোগী হবে কল্প পূর্বের মতো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মিক সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মন, বচন, কর্মে পবিত্র থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম যেন না হয় - তার খেয়াল রাখতে হবে। আত্মাকে কাঞ্চন বানাতে অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে।

২) দেহ-অভিমানের কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হতে নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে। অভ্যাস করো আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে।

বরদানঃ:- যোগ করা এবং করানোর সাথে-সাথে প্রয়োগী আত্মা ভব
বাপদাদা দেখেছেন যে বাচ্চারা যোগ করা আর করানো দুটোতেই খুব হুশিয়ার। তো যেরকম যোগ করা আর করানোতে যোগ্য হয়েছে, এইরকম প্রয়োগ করতেও যোগ্য হও আর বানাও। এখন প্রয়োগী জীবনের আবশ্যকতা আছে। সবার আগে চেক করো যে নিজের সংস্কার পরিবর্তনে কতখানি প্রয়োগী হয়েছে? কেননা শ্রেষ্ঠ সংস্কারই হল শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত্তি। যদি ভিত্তি মজবুত তো অন্য সকল কথা স্বতঃ মজবুত হয়েই আছে।

স্লোগানঃ:- অনুভবী আত্মারা কখনও বায়ুমণ্ডল বা স্পের রঙে আসতে পারবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্থা স্থিতির অনুভব করুন -

সদা খুশীর দোলনায় দুলতে থাকা সকলের বিঘ্ন হরণকারী বা সকলের মুশকিলকে তখন সহজ করতে পারবে যখন সংকল্পে দৃঢ়তা থাকবে আর স্থিতিতে ডবল লাইট হবে। আমার কিছু নেই, সব কিছুই হলো বাবার। যখন বোঝা নিজের উপর রাখো তখনই সকল প্রকারের বিঘ্ন আসে। আমার নেই তো নির্বিঘ্ন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন সুইট এর পাহাড়, সেইরকম বাচ্চারা, তোমাদেরকেও সুইট বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে মোস্ট সুইট হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এখন তোমরা কোন্ বিধিতে নিজেদেরকে সেফ করে সব কিছুকেও সেফ করে নাও?

*উত্তরঃ - তোমরা বলো - বাবা দেহ সহ আমাদের খড়কুটোর মত সামান্যতমও যাকিছু আছে, সেই সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেবো আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে নেবো। এতে তোমরা যেন সেফ হয়ে গেলে। সব কিছু বাবার সিন্দুকে সেফ করে দাও। এ হলো শিববাবার সেক্টি ব্যাঙ্ক। তোমরা বাবার সেফ এ থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হলে তো সেফ হয়ে গেলে। আর কেবল উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

ওম শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ দেখতে পাও? পুরুষোত্তম পোশাক দেখতে পাও? (দেখতে পেলো) বুঝতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতে নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের বংশাবলীতে যাবো অর্থাৎ সুখধামে যাবো বা পুরুষোত্তম হবো। স্টুডেন্ট যখন পড়াশুনা করে তখন তার বুদ্ধিতে থাকে আমি অমুক হবো। তোমরাও জানো যে তোমরা বিষ্ণুর রাজবংশী হবে কেননা বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন তোমাদের বুদ্ধি অলৌকিক, আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা থাকবে না এখানে তোমরা জানো যে আমরা সত্য বাবা, শিববাবার সাথে বসে আছি। উচ্চতম-র চেয়েও উচ্চ বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। উনি হলেন মোস্ট সুইটেস্ট। এই সুইটেস্ট বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে, কেননা বাবা বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তো তোমরা এমন পুরুষোত্তম হবে আর জ্ঞান রত্ন ধারণ করলে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদ্মা পদমপতি হবে। বাবা এমনই বরদান দেন। মিষ্টি মিষ্টি সজনিদের বা মিষ্টি মিষ্টি সুযোগ্য বাচ্চাদের বরদান প্রাপ্ত হবে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশী হন। বাচ্চারা জানে এই নাটকে সবাই নিজেদের পার্ট প্লে করছে। অসীম জগতের বাবাও এই অসীম জগতের ড্রামাতে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিতির ভূমিকা পালন করছেন। সুইটেস্ট বাবা, সুইট বাবার সুইট বাচ্চাদের চোখের সামনে থাকেন। আত্মা এই শরীরের অরগ্যান্সের দ্বারা একে অপরকে দেখে। তোমরা তো হলে সুইট চিল্ড্রেন। বাবা জানেন যে আমি বাচ্চাদের খুবই সুইট বানাতে আসি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেন মোস্ট সুইট তাই না ! যেমন এদের রাজধানী সুইট, তেমনি এদের প্রজাও হলো সুইট। যখন মন্দিরে যাও তখন এই দেব-দেবীর মূর্তি কত সুইট দেখতে পাও। কোথাও মন্দির হলে তো আমাদের সুইট দেবী-দেবতাদের দর্শন হয়। দর্শনার্থীরা ভাবে তারা (দেবী-দেবতারা) এখানে সুইট স্বর্গের মালিক ছিলেন। শিবের মন্দিরেও কত শত-শত মানুষ যায়, কারণ তিনি খুবই সুইটেস্ট থেকেও সুইটেস্ট। সেই শিববাবার অনেক মহিমা করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরও অত্যন্ত মোস্ট সুইট হতে হবে। বাচ্চারা সুইট থেকে সুইট বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন। তিনি হলেন গুপ্ত । ঐনার মতো সুইট আর কেউই হতে পারে না। বাবা যেন সুইটের পাহাড়। সুইট বাবা এসে এই তিক্ত দুনিয়াকে বদলে সুইট করছেন। বাচ্চারা জানে সুইটেস্ট বাবা আমাদের মোস্ট সুইটেস্ট করে তোলেন। একদম বাবার সমান গড়ে তোলেন। যে যেমন সেরকমই তো গড়বেন। তাই ঐরকম সুইটেস্ট হওয়ার জন্য সুইট বাবা আর সুইট উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বারংবার বলেন মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ-যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে। তোমরা এভার হেল্পি, এভার ওয়েল্ডি হবে। তোমরা মোস্ট সুইট হয়ে যাবে। আত্মা সুইট হলে শরীরও সুইট হয়ে উঠবে। বাচ্চাদের এই নেশা থাকতে হবে, আমরা মোস্ট বিলভড বাবার বাচ্চা, আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। ভীষণ মিষ্টি-মিষ্টি বাবা আমাদের ভীষণ সুইট করে তোলেন। মোস্ট বিলাভড বাবা বলেন তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত হওয়া চাই। কোনো তিক্ত বা পাথরের মতো কঠিন কথা বলা উচিত নয়। যত সুইট হবে ততই বাবার নাম সুখ্যাত করবে। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ফলো করলে তোমাদেরকেও অন্যরা সবাই ফলো করবে।

বাবা তো তোমাদের টিচারও। তাই টিচার অবশ্যই বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চারা রোজ নিজেদের স্মরণের চার্ট

রাখো, যেমন করে ব্যবসায়ীরা রাতে হিসেবের খাতা মেলায়। তোমরা যেন ব্যবসায়ী, বাবার সাথে কত বড় ব্যবসা করছো। যত বেশী বাবাকে স্মরণ করবে বাবার থেকে ততই অফুরন্ত সুখ প্রাপ্ত করবে, সতোপ্রধান হবে। প্রতিদিন নিজেকে নিরীক্ষণ করো। নারদকে যেমন বলা হয়েছিল আয়নায় নিজের মুখ দেখো যে তুমি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য কিনা। তোমাদেরও দেখতে হবে যে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো সুযোগ্য হয়েছি কি না। আমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, কারণ তোমাদের পারফেক্ট হতে হবে। বাবা আসেনই তোমাদের পারফেক্ট বানানোর জন্য। তাই সততার সাথে নিজেদের নিরীক্ষণ করতে হবে - নিজেদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, যার মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে কোন্ কারণে তুমি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা সর্বক্ষণ এই ভূত (বিকার) তাড়ানোর যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাবা বসে সমস্ত আত্মাদের দেখছেন, কারোর কোনো দুর্বলতা দেখলে তাকে কারেন্ট প্রদান করেন যাতে তার বিঘ্ন সরে যায়। যত বাবার সহযোগী হয়ে বাবার মহিমা করতে থাকবে ততই এই ভূত(বিকার) পালাতে থাকবে আর তোমরা খুব খুশীতে থাকবে। সেইজন্য নিজেদের সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ করতে হবে- সারাদিনে মনসা, বাচা, কর্মণাতে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণ দেখতে হবে, অন্যদের আচার আচরণও দেখতে পারো কিন্তু প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে। শুধু অন্যকে দেখলে নিজেরটা ভুলে যাবে। প্রত্যেকে নিজের সার্ভিস করতে হবে। অন্য কারোর সার্ভিস করা মানে নিজের সার্ভিস করা। তোমরা শিববাবার সার্ভিস করো না। শিববাবা তো সার্ভিস করতে এসেছেন তাই না।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল, যেন শিববাবার ব্যাক্ষে সঞ্চিত বসে আছো। তোমরা বাবার সেফ এ থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর ওপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হয়ে গেলে তো সেফ হয়ে গেলে। তা সত্ত্বেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াতে মানুষের কাছে যতই ধন দৌলত থাক না কেন সে সবই শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে তো এখন কিছুই নেই, এই দেহও নেই। এই দেহও বাবাকে দিয়ে দাও। যার কাছে কিছুই নেই তার কাছে যেন সবকিছুই আছে। তোমরা অসীম জগতের বাবার সাথে লেন-দেন করছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা বলো বাবা দেহ সহ তুচ্ছ যা কিছু আছে সবই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে সব কিছু নেব। তোমরা এইভাবে সেফ হয়ে গেলে। সবকিছু বাবার সিন্দুকে সেফ হয়ে গেলো। বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে কত খুশী থাকা চাই, আর অল্প সময় বাকী আছে, আবার আমরা নিজেদের রাজধানীতে যাবো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো, বাঃ আমরা তো অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এভার হেলদি ওয়েলদি হচ্ছি। আমাদের সব মনোস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে।

বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী হও। যোগের শক্তিতে তোমরা কাউকে সামান্য বোঝালে শীঘ্রই তার তীর বিঁধবে। কারো তীর লাগলে একদম মূর্ছিত হয়ে যায়। প্রথমে মূর্ছিত হয় তারপর বাবার হয়। বাবাকে ভালবেসে স্মরণ করলে বাবাও কাছে টেনে নেন। কেউ কেউ তো স্মরণ করেই না। বাবার দয়া হয়, তবুও বলেন বাচ্চারা উল্লসিত করো, প্রথম নম্বরে এসো। যত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে ততই বাবার কাছে আসবে আর ততই অপার সুখ প্রাপ্ত হবে। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা-ই, সেইজন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু মাত্র এক বাবাকেই নয়, তার সাথে আবার সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে। শুধু সুইট হোমকেই নয়, ধন- সম্পদও তো চাই, সেইজন্য স্বর্গ- ধামকেও স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাচ্চাদের যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। অতিরিক্ত বলো না, শান্ত হয়ে থাক। বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন মিষ্টি বাচ্চারা অশান্তির বিস্তার করো না। নিজের ঘর গৃহস্থ থেকেও অনেক শান্তিতে থাক। অন্তর্মুখী হয়ে থাক। অতি মধুর ভাবে কথা বলো। কাউকে দুঃখ দিও না। ক্রোধ করো না। ক্রোধের ভূত থাকলে স্মরণে থাকতে পারবে না। বাবা কত মধুর, তাই বাচ্চাদেরও বোঝান, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করো না। বহির্মুখী হয়ে না, অন্তর্মুখী হও।

বাবা কতো লাভলী পিওর। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও নিজের সমান পিওর করে ভোলেন। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই অপারিসীম লাভলী হয়ে উঠবে। দেবতার কত লাভলী যে এখনো তাদের জড় চিত্রকে পূজা করা হয়। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের আবার এইরকম লাভলী হতে হবে। কোনো দেহধারী, কোনো বস্তু যেন স্মরণে না আসে। এতো ভালবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ব্যস্ যেন বসে-বসে প্রেমের অশ্রু বইতে থাকবে। বাবা, ও মিষ্টি বাবা, তোমার কাছ থেকে তো আমার সব কিছুই প্রাপ্ত করা হয়ে গেছে। বাবা তুমি আমাদের কত লাভলী করে তুলছো। আত্মা লাভলী হয়ে ওঠে, তাই না! যেমন বাবা হলেন অত্যন্ত লাভলী পিওর, তেমন পিওর হতে হবে। অনেক ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কেউ আসবে না। বাবার মতো সুন্দর কেউই নয়। প্রত্যেকেই সেই এক প্রীতমের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। তাই সেই প্রিয়তমকে খুবই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেছেন লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারা

কেউই একসঙ্গে থাকে না, একে অপরকে একবার দেখে নিলো, ব্যস্ । তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, একমাত্র মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে। যেরকম মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরে তুল্য হয়ে উঠছি, এই রকম বাবার সাথে আমাদের কতখানি ভালোবাসা আছে ! খুবই ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভূত হওয়া উচিত। যাই ডিফেক্ট থাকুক, সেটা সরিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। যদি সামান্যতমও খাঁটি কম হয় তবে ভ্যালু কমে যাবে। নিজেকে খুবই ভ্যালুয়েবল হীরে তৈরী করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকার জন্য যেন মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে । ভুলে গেলে চলবে না বরং আরো বেশী স্মরণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। "বাবা-বাবা" বলে একদম স্থির শান্ত শীতল হয়ে যেতে হবে। বাবার থেকে কত বিশাল পরিমাণে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের দৈবী রাজধানী স্থাপনা করছ, পুরুষার্থ তো সবাই করে। যে বেশী পুরুষার্থ করে সে বেশী পুরস্কৃত হয়। এটাই হল নিয়ম । স্থাপনার কাজ চলছে। একে দৈবী রাজধানীই বলো বা বাগানই বলো, বাগানেও নম্বর অনুযায়ী ফুল হয়। কোনো বাগানে তো ফার্স্ট ক্লাস ফুল হয়, কোনটায় অল্প ফুল হয়। এটাও তেমনই। কল্প পূর্বে যেমন মধুর হয়েছ, সুগন্ধিতও হয়েছ, তা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। ভ্যারাইটি ফুল আছে। বাচ্চারা সুনিশ্চিত যে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হলে অনেক খুশী থাকে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের দেখেন। মালিকের নজর তো ঘরের দিকেই থাকে। তিনি দেখতে থাকেন তোমাদের কি-কি গুণ আছে, কি-কি অবগুণ আছে। বাচ্চারাও জানে, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজের দুর্বলতা নিজেই লেখো। সম্পূর্ণতা তো কেউ প্রাপ্ত করেনি, হ্যাঁ-করবে। কল্প-কল্প করেছে। বাবা বোঝান- মুখ্য দুর্বলতা হল দেহ- অভিমান। দেহ-অভিমান খুবই পীড়া-দায়ক। স্থিতিকে এগোতে দেয় না। এই দেহকেও ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে। দৈবীগুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে, তাই কোনো দোষ-ত্রুটি থাকা চলবে না। তোমরা তো হীরে হবে। কি-কি ফ্ল (দোষ-ত্রুটি, flaw) আছে সেটা তো জানো। স্থূল হীরেতেও ফ্ল থাকে, কিন্তু জড় পদার্থ বলে ওর ত্রুটি সরানো যাবে না, তখন সেটা কেটে ফেলতে হবে। তোমরা তো হলে চৈতন্য হীরে। তাই যে ফ্ল থাকুক তা একেবারে বের করে শেষ পর্যন্ত ফ্ল-লেস্ হতে হবে। যদি দোষ-ত্রুটি না সরায় তবে ভ্যালু কমে যাবে। তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে দোষ-ত্রুটি নির্মূল করে দিতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে, শান্ত থাকতে হবে, বেশী কথা বলবে না। অশান্তি ছড়াবে না। অত্যন্ত মধুর ভাবে মধুর বোল বলতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না, ক্রোধ করবে না। বর্হিমুখী হয়ে বুদ্ধিকে এদিক-ওদিকে উদ্ভাস্ত করবে না।

২) পারফেক্ট হওয়ার জন্য সততার সাথে নিজের নিরীক্ষণ করতে হবে যে আমার মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণকে দেখতে হবে। ভূতদের(বিকার) তাড়ানোর যুক্তি তৈরী করতে হবে।

বরদানঃ:- প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতিগুলির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী পুরুষোত্তম আত্মা ভব ব্রাহ্মণ আত্মারা হলো পুরুষোত্তম আত্মা। প্রকৃতি হলো পুরুষোত্তম আত্মাদের দাসী। পুরুষোত্তম আত্মাদেরকে প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারবে না। তো চেক করো প্রকৃতির দোলাচল নিজের দিকে আকর্ষণ তো করছে না? প্রকৃতি সাধন আর স্যালবেশনের রূপে প্রভাবিত তো করছে না? যোগী বা প্রয়োগী আত্মার সাধনার সামনে সাধন স্বতঃই আসতে থাকবে। সাধন সাধনার আধার নয়, পরিবর্তে সাধনা সাধনকে আধার বানিয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- স্ত্রাণের অর্থ হলো অনুভব করা আর অন্যদেরকে অনুভবী বানানো।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

সর্বদা নিজেকে ডবল লাইট মনে করে সেবা করতে থাকো। যত সেবাতে হালকা থাকবে ততই সহজে উড়তে থাকবে আর অন্যদেরকেও ওড়াতে থাকবে। ডবল লাইট হয়ে সেবা করা, স্মরণে থেকে সেবা করা, এটাই হল সফলতার আধার। যতই

আওয়াজ আর যতই তমোগুণী বাতাবরণ হোক না কেন, সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা ওয়েস্ট (ব্যর্থ) সমাপ্ত হওয়ার কারণে বেষ্ট (শ্রেষ্ঠ) স্থিতিতে স্থিত হওয়ার ফলে সদা রেস্ট (আরাম) এর অনুভব করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্ম-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করো, তবেই বিকারী চিন্তা উড়ে যাবে, বাবা-ই স্মরণে থাকবে, আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - মানুষদের দুনিয়ায় কোন্ রাস্তার কথা একেবারেই জানা নেই?

*উত্তরঃ - বাবার সাথে মিলনের বা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার রাস্তা কারোর-ই জানা নেই। শুধুই শান্তি শান্তি করতে থাকে। কনফারেন্স করতে থাকে। জানে না যে বিশ্বে শান্তি কখন ছিল আর কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তোমরা বিশ্বে শান্তি দেখেছো কি? শান্তি স্থাপন কিভাবে হয়? বিশ্বে শান্তি তো বাবার দ্বারাই স্থাপন করা হচ্ছে। তোমরা এসে বোঝো।

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। সবার প্রথমে এই দৃষ্টি পাকা করো যে আমরা হলাম আত্মা। আমরা ভাই-ভাইকে দেখি। যেমন বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের (আত্মাদের) দেখি। আত্মাই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে, বলে। আত্মার আসন(তখত) হলো ব্রুকুটি। বাবা তো আত্মাদের দেখেন। এই ভাইও নিজের ভাইদের দেখে। তোমাদেরও ভাইদের দেখতে হবে। প্রথমেই এইরূপ দৃষ্টি পাকা করা উচিত। তবেই ত্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এইরকম অভ্যাস হয়েই যাবে। আত্মাই শোনে, আত্মাই নড়াচড়া করে। এইরূপ দৃষ্টি (আত্মিক) পাকা হলে আর সব চিন্তা চলে যাবে। এটাই হলো এক নম্বর সাবজেক্ট। এইভাবেই দৈবী-গুণও অটোমেটিক্যালি ধারণ হতে থাকবে। দেহ-অভিমনে এলেই কর্মেন্দ্রিয় কুকাঁজ করে। দেহী-অভিমानी হওয়ার খুব প্রচেষ্টা করো তবেই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। বাবা তো সর্বদাই সতোপ্রধান। তাই সবার প্রথমে এই দৃষ্টিই পাকা হলে তখনই বুঝতে পারবে যে আমরা আত্ম-অভিমानी। আত্ম-অভিমानी আর দেহী-অভিমानीতে রাত-দিনের পার্থক্য। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্ম-অভিমानी হলেই আমরা পবিত্র, সতোপ্রধান হয়ে যাবো। এই অভ্যাস করলেই বিকারী চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

মানুষ বলে থাকে - ধরণীর নক্ষত্র। অবশ্যই আমরা আত্মারা হলাম নক্ষত্র, এই শরীর ধারণ করেছি কর্ম করার জন্য। এখন আমরা তমোপ্রধান হয়েছি পুনরায় আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসতে হয়। এইরকম কখনই বলা হয় না যে থ্রাইস্টের শরীরে আসে। কারণ তিনি (থ্রাইস্ট) আসেনই রজোপ্রধান সময়ে। কোনো বুদ্ধ বা থ্রাইস্টের শরীরে ভগবান আসবেন, তা হতে পারে না। তিনি আসেন একবারই এবং নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। তিনি পুরানো দুনিয়াতেই আসেন। তমোপ্রধান দুনিয়াকে সতোপ্রধান দুনিয়ায় পরিবর্তন করতে। তাহলে তিনি অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন। আর অন্য কোনো সময়ে তিনি আসতে পারেন না। ওঁনাকে এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে হয়। ওঁনাকেই বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। ড্রামা অনুসারে সঙ্গমের নামই রয়েছে, কৃষ্ণকে তো বাবা বা পতিত-পাবন বলা যাবে না। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা বোঝান যে, যাকেই বোঝাবে সবার প্রথমে তাকে এইম- অবজেক্ট বোঝাও। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন এক ধর্ম ছিল, এক রাজত্ব ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। একটাই অদ্বৈত ধর্ম ছিল। হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন করা তো বাবার-ই কাজ। কিভাবে করেন তাও পরিষ্কার। সঙ্গমেই বাবা এসে বোঝান যে দেহের সব ধর্ম ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপরেই সবকিছু বোঝাতে হবে। শিববাবার চিত্রও রয়েছে। মহিমা করার মতো অনেক ভাল-ভাল চিত্র রয়েছে। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যকথা। রাধা-কৃষ্ণের কথা নয়, সত্যনারায়ণের কথা। তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণে পরিণত করেন। প্রথমে তো হবে ছোট বাচ্চা। ছোট বাচ্চাকে নর বলা হয় না। নর নারায়ণকে, নারী লক্ষ্মীকে বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই চিত্রের দ্বারাই বোঝাতে হবে। সন্ন্যাসী তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো আসেনই রজোপ্রধান সময়ে। তিনি রাজযোগ শেখাতে পারেন না। বাবা আসেন সঙ্গমে। তিনি বলেন, (ব্রহ্মার শরীরে) অনেক জন্মের অস্তিম জন্মে তারও অস্তিম অবস্থায় আমি প্রবেশ করি। উপরে ত্রিমূর্তিও রয়েছে। ব্রহ্মা যোগে বসে আছেন, শঙ্করের তো কথাই আলাদা। ষাঁড়ের উপর সওয়ার হওয়া, এ হতে পারে না। বাবাকে তো এখানে এসেই বোঝাতে হয়। বিনাশও এখানেই হয়। লোকেরা বলে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। তা তো হতেই হবে, তখন বুদ্ধিতে আসে। চিত্রের দ্বারা তোমরা খুব ভালভাবে বোঝাতে পারো। যারা শিবের বা দেবতাদের ভক্তি করে তাদের বোঝাতে হবে। তারা শীঘ্রই স্বীকার করে নেবে। বাকি যারা নেচার বা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশ্বাসী তাদের বুদ্ধিতে বসবে না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধিতেও আসবে

না, যারা কনভার্ট হয়ে গেছে, তারাই বেরিয়ে আসবে। তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করার কি আছে। যারা দেবতা ধর্মের বা যারা অনেক ভক্তি করে তারা নিজেদের ধর্মে অত্যন্ত পাকা (অটুট বিশ্বাস) থাকবে। তাই যারা দেবতাদের পূজা করে সেই পূজারীদের বোঝাও, বড় বা ধনী ব্যক্তির কখনোই আসবে না। ধরো, এই যে বিড়লা, যিনি এতো মন্দির নির্মাণ করেন, তার কাছে জ্ঞান শোনার সময়ই নেই। সারাদিন বুদ্ধি ব্যবসা-বানিজ্যেই আটকে আছে। তারা অনেক টাকা-পয়সা পায়, তাই তারা মনে করে যে মন্দির বানানোর জন্যই তারা এই ধন প্রাপ্ত করেছে। এ হলো দেবতাদের কৃপা।

তোমাদের কাছে কেউ এলে, তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তাদের দেখাও। বলা, তোমরা বিশ্বে শান্তি চাও কিন্তু বিশ্বে শান্তির রাজ্য এই দুনিয়াতে (স্বর্গ) ছিল। এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত সূর্যবংশীয় রাজধানীতে অনেক শান্তি ছিল তারপর দুই কলা কম হয়ে যায়। মুখ্যতঃ এই চিত্রের উপরেই সবকিছু। এখন তোমরা বিশ্বে শান্তি চাইছো। কোথায় যাবে? নিজ নিকেতনকে তো জানেই না। আমরা, আত্মারা হলাম শান্ত-স্বরূপ। আমরা মূলবতনে থাকি, ওটাই শান্তিধাম। তা এই দুনিয়ায় নেই। তাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া। এছাড়া বিশ্ব তো একেই বলে। বিশ্বে শান্তি নতুন দুনিয়ায় হবে। বিশ্বের মালিকেরা এখানে বসে আছেন। গরীবেরা এই কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে। কেউ বলে এই রাস্তা তো খুব ভাল, আমরা রাস্তা খুঁজতাম। রাস্তা জানাই নেই তাহলে খুঁজব কিভাবে? এরকম কেউ-ই নেই, যার বাবা বা জীবনমুক্তির রাস্তা জানা আছে। শান্তি, শান্তি..... বলতেই থাকে কিন্তু শান্তি কবে ছিল, কিভাবে হয়েছিল, কেউ-ই জানে না, কত কনফারেন্স ইত্যাদি করে। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমরা কখনো বিশ্বে শান্তি দেখেছো যে বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপিত হয়? তোমরা প্রজারা (লোকেরা) পরস্পর কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো! কত কনফারেন্স করতেই থাকো, কিন্তু উত্তর কোথা থেকেও পাওয়া যায় না। বিশ্বে শান্তি তো বাবার দ্বারাই স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা বলা যে খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে হেভেন ছিল তাহলে সেখানেই শান্তি ছিল। যদি সেখানেও অশান্তি হতো তাহলে আর কোথায় শান্তি পাওয়া যাবে। ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এইসময় তো তোমাদেরকে তারা এতো সময় ধরে কথা বলতে দেবে না কারণ এখনও ওদের শোনার সময় আসেনি। শোনার জন্যও সৌভাগ্য চাই। তোমরা পদ্মা-পদম (লক্ষ কোটি গুণ) ভাগ্যশালী বাচ্চারাই বাবার থেকে শোনার অধিকারী। বাবা ছাড়া আর কেউই শোনাতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরই শোনান। এ হলোই রাবণ-রাজ্য তাহলে এখানে শান্তি কিভাবে হতে পারে। রাবণ-রাজ্যে সবাই পতিত। তারা আহ্বান (ডাকে) করে যে আমাদের পবিত্র বানাও। পবিত্র দুনিয়া তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ছিল। রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য কত পার্থক্য। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় তারপর হয় রাবণ-বংশীয়। এই সময় হলো কলিযুগ, রাবণ সম্প্রদায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিরও একে অপরের উপর গর্জন করতে থাকে। অত্যন্ত অহংকার থাকে যে আমি অমুক....অমুক। তাই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারা বোঝান অতি সহজ। বলা যে, ঐনাদের রাজ্যেও বিশ্বে শান্তি ছিল, আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। বিশ্বে শান্তি, সে তো এখানেই (স্বর্গে) হয়। তাই মুখ্য হলো এই চিত্র। বাকি অন্য অনেক চিত্রের উপরে বোঝালে মনুষ্যদের বুদ্ধি অন্যত্র চলে যায়। যা বোঝে তাও ভুলে যায়। তাই তো কথিত আছে যে, টু মেনি কুই..... (অধিক সন্ধ্যাসীতে গাজন নষ্ট)। যখন চিত্র অনেক হয়ে যায় তখন সেখানে হাসি-মজার মডেল বা কথোপকথন ইত্যাদি হতে থাকে আর তখন মূল কথাই বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। বিরলতম ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে বাবাই এই স্থাপনা করছেন। ৮৪ জন্মও ঐনারই হয়। অবশ্য একজনকেই দেখানো হয়। সকলকে কিভাবে দেখাবে। শান্ত্রেও এক অর্জুনের নামই বলা হয়েছে, তাই না। স্কুলে শিক্ষক কি একজনকেই পড়ায়, তাই কি হয়? এও হলো স্কুল। গীতায় স্কুলের কথা বলা হয়নি। কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে কি করে গীতা শোনাতে। এ হলো ভক্তিমার্গ।

তোমাদের এই ব্যাজও অনেক কাজ করতে পারে। এটা হলো সব থেকে ভালো মাধ্যম। প্রথমে তাদেরকে শিববার চিত্রের সামনে নিয়ে আসা উচিত, আর তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে আনা উচিত। তোমরা শান্তি প্রার্থনা করো আর তা প্রতিকল্পে বাবার দ্বারাই স্থাপন করা হয়। তোমরা এই চক্রকে জেনে গেছো। প্রথমে তোমরাও তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলে। এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করছেন। লেখা উচিত যে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই কারো সঙ্গতি করতে পারে না। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। একমাত্র বাবা-ই সবকিছু করছেন। স্মরণও তাঁকেই করা হয়। মুখ্য চিত্র হলো এই দুটি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঠিক মতো বুঝতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সেখান থেকে নড়া উচিত নয়। যদি তারা এটা না বোঝে তাহলে তো আর কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাই যদি দেখো, তাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে না, তখন ছেড়ে দিতে হবে। এসব বোঝানোর মতো অত্যন্ত ভালো কাউকে চাই। যদি মাতা হয় তাহলে খুব ভাল, তাহলে কেউ আপত্তি করবে না। এখানে সবাই জানে যে কে কে বোঝানোর বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী। মোহিনী রয়েছে, মনোহর রয়েছে, গীতা রয়েছে - অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে। তাহলে প্রথমেই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ পাকা করানো উচিত। বলা, এই বিষয়টিকে ভালো মতো বোঝো তবে তো শান্তির দুনিয়ায় যেতে পারবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুই-ই প্রাপ্ত করবে। মুক্তিতে তো সকলেই যাবে তারপরে আবার আসবে নব্বরের ক্রমানুসারে

ভূমিকা পালন করতে। আড়ম্বরের সাথে বোঝাতে হবে। নম্বর ওয়ান হলো এই চিত্র গুলি। বিশ্বের মালিক এরাই ছিলেন। এই বিষয়গুলিতে যারা বিচক্ষণ, কেবলমাত্র তাদের বুদ্ধিতেই বসে। যদিও তারা খুব ভালো খুব ভালো বলে, প্রণাম করতেও চায়। কিন্তু তারা তো বাবাকে জানেইনি। তাদেরও মায়া ছাড়ে না। বাবা তোমাদের এতো উঁচুতে তোলেন তাই তাঁকে কতটা স্মরণ করা উচিত! সেইজন্য বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপমোচন হবে। সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। এখানে এলে খুশীতে তোমাদের রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আমিই এই হতে চলেছি। আমি যখন হিস্ট্রি হল এর ভিতরে যাই আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে (সামনে লক্ষ্মী-নারায়ণকে ট্রান্সলাইট রাখা আছে) দেখি আর কী যে আনন্দ হয়। ওহো! বাবা আমাদের এই রকমই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) তৈরী করছেন। বাঃ! বাবা বাঃ! লৌকিকে বাড়িতে কারো বাবা যদি অত্যন্ত উচ্চপদাধিকারী হয় তখন তার সন্তানেরা অত্যন্ত খুশীতে থাকে যে আমার বাবা একজন উপদেষ্টা! তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত যে বাবা আমাদের এইরকম তৈরী করছেন। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়, অত্যন্ত বিরোধিতা করে। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশীতে থাকা উচিত, দৈবী-গুণও ধারণ করা উচিত। আত্ম-অভিমानी ভব। পরস্পরকে ভাই-ভাই-এর দৃষ্টিতে দেখো, স্ত্রী-কেও আত্মারূপে দেখবে। তাহলে ক্রিমিনাল আই (কু-দৃষ্টি) হবে না। মনে ঝড় তখনই ওঠে যখন তোমরা ভাই-ভাই-এর দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখো না, এতে অনেক পরিশ্রম আছে। ভালোভাবে প্র্যাক্টিস করা উচিত। আত্ম-অভিমानी হতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা তো পরে হবেই। সার্ভিস করা বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পায়। যদি দেহীতেও আসে, তারাও গ্যালপ (লাফিয়ে টপকে যাওয়া) করতে পারে। দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা পূর্বের হিস্ট্রি তো শুনেছো যে এঁনারা কিভাবে ঘর-পরিবার ছেড়েছিল। রাতে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর এতো বাচ্চাদের লালন পালন করা হয়েছিল। একেই বলা হয় ভাড়া। তারপর আবার ভাড়ির থেকে নম্বরের ক্রমানুযায়ী এক-একজন বেরিয়েছিল। এটা তো ওয়ান্ডার যে, বাবা কীভাবে আমাদের ওয়ান্ডারফুল স্বর্গের মালিক বানান। গড ফাদার তোমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি কত সাধারণ! প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে তিনি কতো কিছু বোঝান আর বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানান। বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকেও উচ্চ চলে যাও। তোমরাই কাঙ্গাল থেকে দ্বি-মুকুটধারী (ডবল তাজধারী) বিশ্বের মালিক হও। বাবা তো কতো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আসেন। অগ্নিতবার এসেছেন। আজ তোমরা আমি অর্থাৎ পরমাত্মা রামের থেকে রাজ্য নাও আবার রাবণের কাছে রাজ্য হারাও, এও এক খেলা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মাকে সত্যপ্রধান করার জন্য একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবার থেকেই শক্তি নিতে হবে। দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করো। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই প্র্যাক্টিস নিরন্তর করতে থাকো।

২) বাবা আর লক্ষ্যের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) চিত্রের উপরে প্রত্যেককে বিস্তারিতভাবে বোঝাও। অন্য কথায় সময় নষ্ট ক'রো না।

বরদানঃ:- স্থান, নাড়ি (পাল্স) আর সময়কে দেখে সত্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষকারী নলেজফুল ভব বাবার এই নতুন জ্ঞান হল সত্য জ্ঞান, এই নতুন জ্ঞানের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়, এই অথোরিটি আর নেশা স্বরূপে ইমার্জ হবে কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে কেউ এলেই তাকে নতুন জ্ঞানের নতুন কথা শুনিয়া দ্বিধাগ্রস্ত করে দেওয়া। স্থান, নাড়ি আর সময় সবকিছু দেখে জ্ঞান শোনানো - এটাই হল নলেজফুলের লক্ষণ। আত্মার ইচ্ছা দেখো, নাড়ি দেখো, বাতাবরণ তৈরী করো কিন্তু অন্দরে সত্যতার নির্ভরতার শক্তি অবশ্যই থাকবে, তবেই সত্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

স্লোগানঃ:- 'আমার' বলা মানে ছোটো কথাকে বড় বানানো, 'তোমার' বলা মানে পাহাড়ের মত কথাকেও তুলো বানিয়ে দেওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

দায়িত্ব পালন করা এটাও আবশ্যক কিন্তু যত বড় দায়িত্ব ততই ডবল লাইট। দায়িত্ব পালন করেও দায়িত্বের বোঝা থেকে পৃথক থাকো, একেই বলা হয় বাবার প্রিয়। ঘাবড়াবে না যে, কি করবো, অনেক দায়িত্ব। এটা করবো, কি করবো না, এটা

তো অত্যন্ত কঠিন। এসব অনুভব করা অর্থাৎ বোঝা অনুভব করা। ডবল লাইট অর্থাৎ এর থেকেও পৃথক। কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মের দোলাচলের বোঝা যেন অনুভব না হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত যে আমরা কিরকম মিষ্টি বাবাকে পেয়েছি, যাঁর মধ্যে কোনও ইচ্ছা নেই অথচ কতো বড় দাতা, নেওয়ার এতটুকু কোনো ইচ্ছা নেই”

*প্রশ্নঃ - বাবার ওয়াল্ডারফুল পার্ট কোনটি? ১০০ শতাংশ নিষ্কামী বাবা কোন্ কামনা নিয়ে সৃষ্টিতে এসেছেন?

*উত্তরঃ - বাবার ওয়াল্ডারফুল পার্ট হলো পড়ানো। তিনি সার্ভিস করার জন্যই আসেন? পালনা দিতে আসেন। ভালোবেসে বলেন বাচ্চারা এটা করো। জ্ঞান শোনান, কিছুই নেন না। ১০০ শতাংশ নিষ্কামী বাবার ইচ্ছা হল - আমি গিয়ে নিজের বাচ্চাদেরকে রাস্তা বলে দেব। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনাবো। বাচ্চারা গুণবান হবে... এটাই হলো বাবার ইচ্ছা।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এমন আত্মিক বাবাকে পেয়েছে, যিনি কিছু নেন না, কিছু খান না। কিছু পান করেন না। তো তাঁর কোনও আশা বা ইচ্ছা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনও না কোনো আশা অবশ্যই থাকে। ধনবান হবে, অমুক হবে। তাঁর কোনও আশা নেই, তিনি হলেন অভোক্তা। তোমরা শুনেছিলে যে এক সাধু বলতো যে আমি কিছু পান করি না। এ তো বাবাকে কপি করছে। সারা বিশ্বে এক বাবা-ই আছেন যিনি কিছু নেন না। তো বাচ্চাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কার সন্তান। বাবা কিভাবে এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। নিজের কোনও ইচ্ছা নেই। নিজে তো গুপ্ত থাকেন। তাঁর জীবন কাহিনীকে তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজন আছো যারা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারো। হৃদয় দিয়ে ভাবতে হবে যে আমরা এমন এক বাবাকে পেয়েছি যিনি না কিছু খান, না পান করেন, না কিছু নেন। তাঁর কিছুই দরকার নেই। এক নিরাকারকেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতম ভগবান গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। সেই বাবাও অভোক্তা, টিচারও অভোক্তা, সঙ্করও অভোক্তা। কিছুই নেন না, নিয়ে তিনি কি করবেন? ইনি হলেন ওয়াল্ডারফুল বাবা। নিজের জন্য অল্প একটুকু আশা নেই। এমন কোনও মানুষ হয় না। মানুষের তো খাদ্য কাপড় ইত্যাদি সবই চাই। আমার কিছু চাই না। আমাকে তো আহ্বান করে বলে যে এসে পতিতদেরকে পাবন বানাও। আমি হলাম নিরাকার, আমি কিছু নিই না। আমার তো কোনো আকারই নেই। আমি কেবল এনার মধ্যে প্রবেশ করি। আর খায় পান করে এর আত্মা। আমি আত্মার কোনও আশা নেই। আমি সার্ভিস করার জন্যই আসি। চিন্তা করতে হবে, কিরকম ওয়াল্ডারফুল খেলা। এক বাবা-ই হলেন সকলের প্রিয়। তাঁর অল্প একটুকু আশা নেই। কেবল এসে পড়ান, পালনা করেন। আদর করে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা এটা করো। জ্ঞান শোনান, কিছুই নেন না। করণকরাবনহার হলেন এক বাবা-ই। মনে করো, শিববাবাকে কিছু দিয়েছো। তিনি কি করবেন। টোলি নিয়ে থাকেন? শিববাবার তো শরীরই নেই। তাহলে নেবেন কি করে? আর সেবা দেখা কত করেন। সবাইকে ভালো ভালো মৎ দিয়ে ফুলের মতো তৈরী করেন। বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত। বাবা তো হলেনই দাতা। দাতাও কত মহান আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ব্রহ্মা বাবার যদিও চিন্তা হয়, এত বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হবে, টাকা পয়সা যাকিছু আসে, সেসব শিববাবার জন্যই আসে। আমি তো সব কিছু স্বাহা করে দিয়েছি। বাবার শ্রীমতে চলে নিজের সবকিছু সফল করে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছি। বাবা তো হলেন ১০০ শতাংশ নিষ্কামী। কেবল এই চিন্তাই আছে যে সবাইকে রাস্তা বলে দেবো। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনাবো। তারা তো এসব কিছু জানে না। তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাবা টিচারের রূপে পড়াচ্ছেন। ফী ইত্যাদি কিছু নেন না। তোমরা শিববাবার নাম করে নিচ্ছে। সেখানে রিটার্ন প্রাপ্ত হবে। শিববাবার কি এই ইচ্ছা থাকে যে আমি নর থেকে নারায়ণ হবো? বাবা তো ড্রামা অনুসারে পড়াচ্ছেন। এমন নয় যে তাঁর মধ্যে এই আশা আছে - আমি উষ্ণ থেকে উষ্ণতম সিংহাসনধারী হব। না। সবকিছুই নির্ভর করছে পড়াশোনার উপর আর দৈবীগুণ ধারণের উপর। আবার অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবা দেখছেন ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায় এনার যে অ্যাক্ট চলছে, সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চাদেরকেও বলেন যে - তোমরাও সাক্ষী হয়ে দেখো। নিজেকেও দেখো, আমরা পড়ছি নাকি পড়ছি না। শ্রীমতে চলছি নাকি চলছি না। অন্যদেরকেও নিজের সমান বানানোতে আমরা সার্ভিস করছি নাকি করছি না। বাবা তো এনার মুখ লোন নিয়ে বলছেন। আত্মা তো হল চৈতন্য তাই না। মৃত ব্যক্তি তো কথা বলতে পারে না। অবশ্যই চৈতন্যের মধ্যেই আসবেন। তো বাবা কতই নিষ্কামী, কোনও আশা নেই। লৌকিক বাবা তো মনে করো যে বাচ্চারা বড় হলে আমাকে খাওয়াবে। এঁনার তো কোনো আশা নেই। বাবা জানেন যে ড্রামাতে আমার পার্টই হল এইরকম, কেবল এসে পড়াই। এটাই ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। সাধারণ মানুষ ড্রামাকে একদমই জানে না।

বাচ্চারা তোমাদের এই নিশ্চয় আছে যে বাবা-ই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই ব্রহ্মাও পড়ছেন। অবশ্যই ইনি সবার থেকে ভালো পড়াশোনা করেন। ইনিও শিববাবার খুব ভালো সহায়ক। আমার কাছে তো কোনো ধন নেই। বাচ্চারা ধন দেয় আর নেয়। দুই মুঠো দেয় আর ভবিষ্যতে নেয়। কারো কাছে কিছু নেই, তাই কিছু দেয় না। তবে হ্যাঁ, ভালো ভাবে পড়লে ভবিষ্যতে ভালো পদ পাবে, সেটাও খুব অল্প সংখ্যক, যাদের স্মরণে থাকে যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি। এটা স্মরণে থাকলেও মন্বনা ভব থাকতে পারবে। কিন্তু অনেকেই আছে যারা দুনিয়ার কথাতে সময় নষ্ট করে, বাবা কি পড়াচ্ছেন, কিভাবে পড়াচ্ছেন, কত উচ্চ পদ পেতে হবে, এই সবকিছু ভুলে যায়। নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করে টাইম ওয়েস্ট করতে থাকে। যে বড় পরীক্ষায় পাশ করে, সে কখনও নিজের সময় ওয়েস্ট করে না। ভালোভাবে পড়ে, শ্রীমতে চলে। শ্রীমতে তো চলতে হবে তাই না। বাবা বলছেন তোমরা তো বাবার নির্দেশ পালন করো না। শ্রীমত দিই যে, বাবাকে স্মরণ করো তো ভুলে যাও। এটা তো দুর্বলতা বলা হবে। মায়া একদম নাক ধরে, ছোবল মেরে মাথার উপরে বসে যায়। এটা হলো যুদ্ধের ময়দান তাই না। ভালো ভালো বাচ্চার উপরেও মায়া জয়লাভ করে ফেলে। তারপর নাম কার বদনাম হয়? শিববাবার। গায়নও আছে গুরুর নিন্দুক কোনও পদ পায় না। এইরকম মায়ার কাছে পরাজিত হলে কিভাবে পদ পাবে! নিজের কল্যাণের জন্য বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে পুরুষার্থ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেব। ভালো ভালো মহারথীদের মতো হয়ে সবাইকে রাস্তা বলবো। বাবা সার্ভিসের যুক্তি তো খুব সহজ বলে দেন। বাবা বলেন তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে, এখন আমি বলছি যে আমাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়ার চিত্র আছে তাই না। এটা হল মুখ্য। এখানে এইম্ অবজেক্ট আছে এমন নয় যে ডাক্তারী পড়তে হবে তো ডাক্তারকে স্মরণ করতে হবে। ব্যারিস্টারী পড়তে হলে কোনও ব্যারিস্টারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। ব্যস্ আমি তোমার সব মনোকামনা পূর্ণ করে দেবো। তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো। যদিও মায়া তোমাদেরকে অনেক পরিশ্রান্ত করে, তথাপি যুদ্ধ তো করতেই হবে। এমন নয় যে শিঘ্রই জয়ী হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত একজনও মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয় নি, জয়ী হতে গেলে পুনরায় জগতজীৎ হতে হবে। গাইতে থাকে, আমি গোলাম তোমার...। এখানে তো মায়াকে গোলাম বানাতে হবে। সেখানে মায়া কখনও দুঃখ দেবে না। আজকাল তো দুনিয়াই খুব নোংরা হয়ে গেছে। একে-অপরকে দুঃখই দিতে থাকে। তো বাবা হলেন কতো মিষ্টি, যাঁর নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা নেই। এইরকম বাবাকে স্মরণ করো না, অনেকে আবার বলে যে আমি শিববাবাকে মানি, ব্রহ্মা বাবাকে মানি না। কিন্তু এনারা দুজন একসাথে আছেন, দালাল ছাড়া সওদা হবে না। ইনি হলেন বাবার রথ, এনার নামই হল ভাগ্যশালী রথ। এটাও জানো যে সবথেকে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ হলেন ইনি। ক্লাসে মনিটরেরও সম্মান থাকে। রিগার্ড দেয়। নম্বর ওয়ান হারানিধি বাচ্চা হলেন ইনি। সেখানেও সকল রাজারা এনাকে (শ্রী নারায়ণকে) রিগার্ড দেবেন। এখানে যখন সবাই বুঝবে তখন রিগার্ড দেবে। এখানে সবাই রিগার্ড দিতে শিখলে তবে সেখানে রিগার্ড দেবে। নাহলে তো কি আর প্রাপ্তি হবে? শিববাবাকে স্মরণও করতে পারবে না। বাবা বলছেন স্মরণের দ্বারাই তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। এই বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের রাজত্ব প্রদান করছেন। এইরকম বাবাকে কতইনা স্মরণ করতে হবে। অন্যেরে কতোই না লভ্ থাকা উচিত। এনাকে দেখো বাবার প্রতি কতো লভ্ আছে। লভ্ থাকলে তবে তো সোনার পাত্র হতে পারবে, যার পাত্র সোনার হবে তার চলনও কতো ফাস্ট ক্লাস হবে। ড্রামা অনুসারে রাজধানী স্থাপন হবে। সেখানে তো সবরকমই চাই।

বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা কখনও রাগ করবে না। বুঝতে হবে যে আমি যদি সেবা না করি, তারমানে টাইম ওয়েস্ট করে থাকি। শিববাবার যন্তোর কোনও সেবা না করলে তো কি প্রাপ্ত করবে? সেবাধারীরাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। নিজের কল্যাণের জন্য শখ রাখতে হবে। সেবা না করলে পদ ভ্রষ্ট করে ফেলবে। স্টুডেন্ট ভালভাবে পড়ে তো টিচারও খুশী হবেন, বুঝবেন যে এ আমার নাম উজ্জ্বল করবে। এর কারণে আমি পুরস্কৃত হবো। বাবা টিচার ইত্যাদি সবাই খুশী হবেন। ভালো সুসন্তানের উপরে বাবা মা-ও কুর্বান (সর্ব-সমর্পণ) হন যে খুব ভালো সার্ভিস করে, তো বাবাও শুনে খুশী হন। যে অনেকের সার্ভিস করে, তার অবশ্যই নাম প্রসিদ্ধ হবে। উচ্চপদও প্রাপ্ত করবে। রাতদিন তার মধ্যে সার্ভিসেরই চিন্তা চলে। খাওয়া দাওয়ার কথাও মননে থাকে না। বোঝাতে বোঝাতে গলা ধরে যায়। এইরকম হারানিধি, সেবাধারী বাচ্চারাই উচ্চপদ পাবে। এটা তো ২১ জন্মের কথা, সেটাও আবার কল্প-কল্পান্তরের জন্য। যখন রেজাল্ট বের হবে তখন বুঝবে, কে বেশী সার্ভিস করেছে। কতজনকে রাস্তা বলে দিয়েছে। ক্যারেক্টারসকেও শোধরানো জরুরী। মহারথী, ঘোড় সওয়ারী, পেয়াদা নাম তো আছে তাই না। সার্ভিস না করলে তো বুঝতে হবে যে আমি হলাম পেয়াদা। এরকম কেউ ভাববে না যে আমি ধন দিয়ে সেবা করেছি তো আমার পদ উচ্চ হবে। এটা একদমই ভুল। সবকিছুই সার্ভিস আর পড়াশোনার উপর নির্ভরশীল। বাবা তো খুব ভালো রীতি বোঝাতে থাকেন যে বাচ্চারা পড়াশোনা করে উচ্চপদ পাবে। কল্প কল্পের জন্য নিজের অবনতি করো না। বাবা দেখছেন এ নিজের ক্ষতি করছে, সে নিজেও সেটা বুঝতে পারছে না, এটা ভেবে খুশী হচ্ছে যে আমি তো টাকা দিয়েছি এইজন্য মালাতে নিকটবর্তী কোনও দানা হব। কিন্তু যদিও টাকা দিয়েছো অথচ জ্ঞান ধারণ

করো নি, যোগ করো নি, তাহলে কোন্ কাজের হলে! যদি নিজের উপর করুণাই না করো তাহলে বাবাকে কি ফলো করো? বাবা তো এসেইছেন বাচ্চাদেরকে ফুল বানানোর জন্য। যে অনেককে ফুল বানাবে তার প্রতি বাবাও সর্ব সমর্পিত হয়ে যাবেন। স্কুল সেবাও অনেক আছে। যেরকম বাবা ভাণ্ডারীর অনেক মহিমা করেন, তিনি (ভান্ডারী যিনি দেখাশোনা করেন) অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেন। যে যত বেশী সার্ভিস করে, সে নিজেরই কল্যাণ করে, নিজের সর্বস্ব সার্ভিসে প্রদান করে। নিজের জন্যই উপার্জন করে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে সার্ভিস করে। যে খিটখিট করে, সে নিজেরই ভাগ্য খারাপ করে। যার মধ্যে লোভ থাকবে তার মনে বারংবার সেটারই চিন্তা চলবে তোমরা সবাই হলে বাণপ্রস্তু, সবাইকে বাণী থেকে উদ্ধেঁ যেতে হবে। নিজেকে জিঞ্জিৎস করতে হবে সারাদিন আমি কত সার্ভিস করি। কোনো কোনো বাচ্চার তো সার্ভিস না করলে সুখ আসে না। কারো-কারো আবার বুদ্ধির উপর বা পড়াশোনার উপর গ্রহচারী বসে যায়। বাবা তো সবাইকে একইরকম পড়ান, কিন্তু বুদ্ধি কারো একইরকম হয় না। তথাপি পুরুষার্থ তো করতে হবে তাই না। না হলে তো কল্প কল্পান্তরের পদ এইরকম হয়ে যাবে। শেষে যখন রেজাল্ট বের হবে তখন সবাই সাক্ষাৎকার করবে। সাক্ষাৎকার করে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। শাস্ত্রতেও আছে যে অন্তিম সময়ে সবাই অনুতাপ করবে আর বলবে যে ফালতু সময় নষ্ট করেছি। কল্প কল্পান্তর ধরে অনেক ধোকা খেয়েছে। বাবা তো সাবধান করতে থাকেন। শিববারার তো এটাই ইচ্ছা যে বাচ্চারা পড়াশোনা করে উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে আর অন্য কোনও ইচ্ছা নেই। তাঁর কাজেরও কোনও জিনিস নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা অন্তর্মুখী হও। দুনিয়ার সবাই তো বহির্মুখী। তোমরা হলে অন্তর্মুখী। নিজের অবস্থাকে দেখতে হবে আর সংশোধন হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সাক্ষী হয়ে নিজের পার্টকে দেখো - আমি ভালোভাবে পড়ে অন্যদেরকে পড়াচ্ছি নাকি পড়াচ্ছি না? অন্যদেরকে নিজের সমান বানানোর সেবা করছি? নিজের সময় জাগতিক বিষয়ে বরবাদ করো'না।

২) অন্তর্মুখী হয়ে নিজেই নিজেকে শোধরাতে হবে। নিজের কল্যাণ করার শখ রাখতে হবে। সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার সমান করুণাময় অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- সকল সময় নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতির দ্বারা সেবা করে পাক্সা সেবাধারী ভব সেবাধারী অর্থাৎ প্রতি সময় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টির দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা, কৃতির দ্বারা সেবা করা, যাকেই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে দেখা তো সেই দৃষ্টিও সেবা করে। বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী হয়। স্মরণে থেকে কোনও কাজ করলে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাসই হলো সেবা, যেরকম শ্বাস না চললে মূর্ছিত হয়ে যায় এইরকম ব্রাহ্মণ আত্মা সেবাতে বিজি না থাকলে তো মূর্ছিত হয়ে যাবে, এইজন্য যত স্নেহী, ততই সহযোগী, ততই সেবাধারী হও।

স্নোগানঃ:- সেবাকে খেলা মনে করো তো ক্লান্ত হবে না, সদা লাইট থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

সদা ডবল লাইট স্থিতিতে থাকা আত্মারা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত হবে। উডন্ত কলাতে উড়তে থাকবে। উডন্ত কলা অর্থাৎ উচ্চ থেকেও উচ্চ স্থিতি। তাদের বুদ্ধি রূপী পা ধরিগ্রীতে থাকে না। ধরিগ্রী অর্থাৎ দেহভাব থেকে উদ্ধেঁ। যারা দেহভাবের ধরিগ্রী থেকে উদ্ধেঁ থাকে, তারা সদা ফরিস্তা হয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে যে সকল আত্মা আসবে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শীতলতা বা শান্তির অনুভূতি করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন শান্তিধাম ও সুখধামে যাওয়ার উপায় প্রাপ্ত হয়েছে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে-করতে পবিত্র হয়ে, কর্মাতীত হয়ে নিজের শান্তিধাম চলে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার স্নেহ ভালোবাসা কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়? বাবাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাবে কিভাবে?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বিশ্বস্ত, সার্ভিসেবল এবং খুব মিষ্টি স্বভাবের, কখনও কাউকে দুঃখ দেয় না, এমন বাচ্চাদেরকে বাবার স্নেহপূর্ণ স্পর্শ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা যখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক স্নেহ থাকবে, কখনও ভুল হবে না, দুঃখ দায়ী কথা বলবে না, সদা ভাই-ভাই এর আত্মিক (রুহানী) স্নেহ থাকবে তখন বাবাকে শো' করাতে পারবে।

*গীতঃ- আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন যিনি....

ওম্ শান্তি । এই গীত তো বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে এই আবাগমনে আমরা কত পরিশ্রান্ত হয়েছি। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করেছি। সুখধামে নিজে থেকেই এক শরীর ত্যাগ করা হতো, অন্যটি ধারণ করা হতো - খুশীর অনুভূতি সহকারে। এখন বাবা খুশী সহকারে শরীর ত্যাগ করার জন্য বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বুঝেছে আমরা আত্মারা পরম ধাম থেকে এসেছি, আমরা আত্মারা এখানে নিজের নিজের পার্ট প্লে করি। সর্বপ্রথমে আত্মার নিশ্চয় হওয়া উচিত যে আমরা হলাম অবিনাশী আত্মা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় সাহারা বা আশ্রয় একমাত্র বাবা-ই প্রদান করেন। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক খুশীর অনুভূতি হয়। এইসব হলো বোঝার বিষয়। প্রথমে সবাই থাকে শান্তিধামে, তারপরে সর্বপ্রথমে আসে সুখধামে। বাবা তোমাদের সাহারা প্রদান করেন। বাচ্চারা তোমাদের শান্তিধাম, সুখধাম এই এলো বলে। এটা তো নিশ্চিত যে আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। প্রথম থেকেই অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। তোমাদের এই ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলেন, কারণ এই কথা গুলি তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে বাবা পথ বলে দেন। আত্মার কোনো রকম ভয় থাকা উচিত নয়। আমরা তো অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা সবাই জন্ম গুলি জেনেছ। এটা হল শেষ জন্ম। আত্মা বুঝেছে আমরা সাহারা প্রাপ্ত করেছি শান্তিধাম-সুখধামে যাওয়ার জন্যে, তো খুশী ও আনন্দে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন এই জ্ঞানও প্রাপ্ত হয়েছে যে আত্মা হল পতিত, আত্মার উড়ে যাওয়ার পাখা ভেঙে গেছে। মায়া পাখা ভেঙে দিয়েছে তাই ফিরে যেতে পারেনা। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সেখান থেকে নীচে তো এসে গেছে কিন্তু এখন নিজে নিজে ফিরে যেতে পারে না। সবাইকে পার্ট প্লে করতেই হয়। তোমাদেরও এমন বুঝতে হবে, আমরা হলাম অনেক উঁচু কুলের। এখন আমরা পুনরায় উঁচু বংশের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। তখন আমরা এই শরীর নিয়ে কি করব। আমাদের তো সেখানে নতুন শরীর প্রাপ্ত হবেই। এইরূপ নিজের সঙ্গে কথা বলো। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান যে আত্মা-ই সতোপ্রধান সতঃ রজঃ তমঃ স্থিতিতে আসে। এখন আবার আত্মা অভিমানী হতে হয়। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলছেন শুধুমাত্র এক আমাকেই স্মরণ করো আর অন্য কাউকে স্মরণ করো'না। ধন-সম্পদ, বাড়ি, সন্তান ইত্যাদিতে বুদ্ধি বিচরণ করলে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে না। তখন পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে এবং সাজা ভোগও করতে হবে। এখন আমরা আত্মারা ফিরে যাব। পবিত্র হয়ে ফিরতে হবে। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে তো আমরা আনন্দের সাথে বাবাকে স্মরণ করব যাতে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। নিজেরা স্মরণ করলে তবেই অন্যদের বললে তীর লাগবে। একেই বিচার সাগর মন্ডন বলা হয়। সকাল বেলায় বিচার সাগর মন্ডন ভালো হয় কারণ বুদ্ধি ভালো থাকে, রিফ্রেশ হয়। ভক্তিও সেই সময়েই করা হয়। গীত আছে রাম নাম স্মরণ করো প্রভাতে আমার মন... ভক্তিমার্গে তো গান গাওয়া হত। এখন বাবার ডাইরেকশন হলো সকাল-সকাল উঠে আমাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে তো রাম নাম স্মরণ করা হয় না। এইসব ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। বাবা এসে জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য বোঝান। প্রথমে তোমরা জানতে না তাই পাথরবুদ্ধি বলা হয়। সত্যযুগে এমন কথা বলবে না। এই সময়েই বলা হয় ঈশ্বর তোমাদের সদ্ভুদ্ধি দিন। এখানকার গায়ন ভক্তিমার্গে প্রচলিত হয়। তো বাবা বাচ্চাদের খুব স্নেহ সহকারে বোঝান যে বাচ্চারা -- তোমরা আমাকে, অসীম জগতের পিতাকে ভুলে গেছ। আমি-ই তোমাদের অর্ধকল্পের জন্য অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিয়েছিলাম। তোমাদের অসীমের সন্ধ্যাস আমি-ই করিয়ে ছিলাম, আমি-ই বলেছিলাম যে এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হবে। যা শেষ হয়ে যাবে তোমরা সেসব কেন স্মরণ করো? আমাকে তোমরা আহবান করেছিলে যে, বাবা আমাদের পতিত দুনিয়া থেকে মুক্ত

করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলে। পতিত দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ আছে। পবিত্র দুনিয়ায় সংখ্যায় খুব কম থাকে। তো কালেরও কাল মহাকালকে আহ্বান করা হয়েছে, তাই না ! ভক্তরা ভগবানকে ডাকে যে এসে ভক্তির ফল প্ৰদান করুন। আমরা অনেক পরিশ্রান্ত। অর্ধকল্পের এই অভ্যাস ত্যাগ করতে পরিশ্রম লাগে। এইসবও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। বাম্ভারা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী নিজের কর্মাজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করে - কল্প পূর্বের মতো। তারপরে বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তো থাকবার জায়গাও নেই। আনাজ নেই, খাবে কি ভাবে। আমেরিকাতেও বলা হয় কোটি কোটি মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) তো হবেই। যুদ্ধ লাগলে আনাজ আসবে কোথা থেকে। যুদ্ধ বিগ্রহও খুবই ভয়ঙ্কর হয়। যা কিছু তাদের কাছে তৈরি আছে তারা সব বাইরে বের করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগও কিছুটা সাহায্য করবে। তার আগেই কর্মাজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। শ্যাম থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হতে হবে। কাম চিতায় বসে শ্যাম বর্ণ হয়েছে সবাই। এখন বাবা সুন্দর করছেন। আত্মাদের থাকার ঠিকানা তো একটাই, তাই না ! তোমরা এখানে এসে পার্ট প্লে করছো। রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য ক্রস (অতিক্রম) করছো।

বাবা বলছেন এখন হলো পুরানো দুনিয়ার শেষ সময়, আমি আসি-ই শেষ সময়ে। যখন বাম্ভারা আহ্বান করে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। কথাতো আছে - "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মউৎ, মলুকা শিকার), কিন্তু বাবার শ্রীমৎ অনুসারে না চললে সেই খুশী অনুভব হবে না। এখন তোমরা বাম্ভারা জানো আমাদের এই শরীর ত্যাগ করে অমরপুরীতে যেতে হবে। তোমাদের নামই হল শক্তি দল, শিব শক্তি। তারপরে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী। শিবের তো সন্তান তোমরা, পরে(ব্রহ্মার সন্তান) হলে ভাই বোন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা হয়। ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। তো বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মা-ই শরীর দ্বারা সবকিছু করে। আত্মার শরীরকে আহত করা হয়। তো আত্মা বলবে আমি এই শরীর দ্বারা অমুক আত্মার শরীরকে আহত করেছি। বাম্ভারা পত্রে লেখে - আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা এই ভুল কাজ করেছি। পরিশ্রম আছে, তাই না ! এর উপরেই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। পুরুষদের জন্যে খুব সহজ। বোম্বাইতে সকালে অনেকে ঘুরতে যায়, তোমাদের তো একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবার মহিমা বর্ণনা করতে থাকো। বাবা সবই আপনার মহিমা। দেহধারীদের মহিমা কীর্তিত হয় না। বিদেহী উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি কখনও নিজের দেহ ধারণ করেন না। নিজেই বলেন আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মগুলি জানেন না। তোমরাও জানতে না। ইনি এখন আমার দ্বারা জেনেছেন তো তোমরাও জেনেছ। সুতরাং এও হল প্র্যাক্টিস। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অনেক খুশী হবে। যখন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করব তখন আত্মাকেই দেখতে থাকব। তখন বিকারের কোনো কথা উঠতেই পারে না। বাবা বলেন অশরীরী ভব। তাহলে ক্রিমিনাল সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় কেন? শরীর দর্শন করলেই পতন হয়। দেখতে হবে আত্মাকে। আমরা হলাম আত্মা, আমরা এই পার্ট প্লে করি। এখন বাবা বলছেন - অশরীরী ভব। আমাকে স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে এবং স্মরণের যাত্রায় থাকলে পুণ্য ধন জমা হবে। সকালের সময়টি হল খুব ভালো। বাবা ব্যতীত আর কাউকে দেখবে না। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হল এইম অবজেক্ট। "মনমনাভব" , "মধ্যাজি ভব" - এর অর্থ কেউ জানে না।

তোমরা বোঝাতে পারো - ভক্তি হলই প্রবৃত্তি মার্গের মানুষদের জন্য। তারা নিবৃত্তি মার্গের মানুষেরা জঙ্গলে কি আর ভক্তি করবে। পূর্বে তো তারাও সতোপ্রধান ছিল, সেই সময় তাদের কাছে সবকিছু জঙ্গলে পৌঁছে যেত। এখন তো দেখো কুটির গুলি খালি পরে আছে কারণ তমোপ্রধান হওয়ার দরুণ তাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছায়না। ভক্তদের শ্রদ্ধা নেই। তাই এখন ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়েছে। কোটি পতি, পদ্ম পতি। এখন এইসবই তো শেষ হবে। এমন তো নয় এই সোনা দিয়ে কোনো বাড়ি ইত্যাদি তৈরি হবে। সেখানে তো সবকিছু হবে নতুন। আনাজও হবে নতুন, নতুন দুনিয়ায় ফাস্ট ক্লাস জিনিস থাকে। এখন তো ভূমি নষ্ট হয়েছে ফলে আনাজও পুরোপুরি উৎপন্ন হয় না। সেখানে তো সম্পূর্ণ ভূমি তোমাদের, সাগরও তোমাদেরই থাকে। সেখানে কত শুদ্ধ ভোজন খাওয়া হয়। এখানে তো দেখো পশুদেরও ভোজন রূপে স্বীকার করা হয়। সেখানে এমন কোনো ব্যাপার নেই। অতএব বাম্ভারা, তোমাদেরকে, বাবাকে অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত। তোমরা বাবাকে জানো আর তারপরে অন্যদেরও বলা যে বাবা বলেছেন আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে, এনার(ব্রহ্মা বাবার) বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি। বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই ফিরে যেতে হবে, এইটিই হলো নিয়ম, ভক্তিমার্গেও এই নিয়মই চলছে। এইসব হল ধারণ করার কথা। কেউ তো ভালো ভাবে নোট করে ধারণ করে অন্যদের বলে দেয়। শুনতে খুবই আনন্দ অনুভব হয় কারণ এখন আশ্রয় বা সাহারা প্রাপ্ত হয়েছে।

তোমরা জানো প্রতিটি আত্মা ক্রকুটি আসনে বিরাজিত। আত্মার উদ্দেশ্যেই বলা হয় ক্রকুটির মাঝে স্বলঙ্গল করে আশ্চর্য এক নক্ষত্র। এমন তো বলা হয় না পরমপিতা পরমাত্মা শিব স্বলঙ্গল করে। কিন্তু আত্মা স্বলঙ্গল করে। আত্মা আত্মা হলো

ভাই-ভাই, তাই বলা হয় হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী, বৌদ্ধ সবাই হলো ভাই-ভাই। কিন্তু ভাই কথাটির অর্থ বোঝে না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে কতখানি স্নেহ থাকা উচিত। সত্যযুগে পশুদের নিজেদের মধ্যেও অনেক স্নেহ থাকে। তোমরা হলে ভাই-ভাই তো কতখানি স্নেহ থাকা উচিত। কিন্তু দেহ অভিমানে এলে একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। তারপরে একে অপরের গ্লানি করে। এই সময় তো বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখন্ড হয়ে চলতে হবে। এই সময় যে তোমরা এইরূপ পুরুষার্থ কর ফলে - ২১ জন্ম ক্ষীরখন্ড হয়ে চল। যদি কোনো উল্টো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তো অবিলম্বে বলা উচিত আই এম সরি কারণ আমাদের বাবার আদেশ আছে যে খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। যারা আদেশ মানবে না তাদের বলা হবে ঈশ্বরের অবজ্ঞাকারী। কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। বাকি বাবা জানেন যদি সৈনিকের সার্ভিস হয় তাহলে সত্য কর্ম করতে কাউকে মারতেও হয়। মিলিটারিতে যারা থাকে তাদের যুদ্ধ করতে হয়। শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা ভেবে মামেকম্ স্মরণ করো তো ভব সাগর পার হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়াতে কি আর দেখবে। আমাদের তো নতুন দুনিয়া দেখতে হবে। এখন তো শ্রীমৎ এর দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, এর জন্য আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। টিচার কখনও আশীর্বাদ করেন না। টিচার তো পড়ান। যে যত পড়ে, ম্যানার্স (সহবত) ধারণ করে, তেমন পদ প্রাপ্ত করে। এতেও এমন আছে। নিজের রেজিস্টার নিজেকেই দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে চলি। কেউ তো খুব মিষ্টি হয়ে চলে। সব কথায় রাজি থাকে। বাবা বলেছেন তোমরা নিজেদের মধ্যে কাছারী করে পরামর্শ করো যে কোনো ভুল তো হয় নি ? কিন্তু যারা কাছারী করবে তাদের বুঝতে হবে - আমরা আত্মা, আমরা নিজের ভাইকে জিজ্ঞাসা করি এই শরীর দ্বারা কোনো ভুল হয় নি তো ? কাউকে দুঃখ দাও নি তো ? বাবা কখনও দুঃখ দেন না। বাবা তো সুখধামের মালিক করেন। বাবা তো হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। অতএব তোমাদেরও সবাইকে সুখ দিতে হবে। উল্টো কথা কখনও বলবে না। কখনও আইন নিজের হাতে নেবে না। তোমাদের কাজ হল রিপোর্ট করা। খুব মধুর হতে হবে। যত মধুর হবে তত বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। বাবা হলেন স্নেহের সাগর, তোমরাও স্নেহ ভাব দিয়ে বোঝাবে তবে তোমাদের বিজয় হবে। বাবা বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। এমন অনেকে আছে যারা উল্টো পাল্টা ভুল কাজ করে, এর কথা ওকে লাগায়, ঈর্ষা করে, অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে... এই সবই হল বিকর্ম, তাইনা।

বাবা বলেন যারা খুব বিশ্বস্ত, সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে তাদেরকে অবশ্যই আমার মিষ্টি লাগবে, আমি তাদের স্নেহ স্পর্শও দেব। অন্যদের নয়। তখন বলবে এদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তারা বড় লোক। এমনভাবে অনেক ক্ষতি করে। উল্টো পাল্টা কাজ করে অন্যের দোষ ধরে। বাবার কাছে সমাচার আসে অমুকে বিড়ি খাওয়া ছাড়ছে না বাবা বলেন তাদেরও বোঝাতে হয় যে তোমরা যোগবল দ্বারা বিশ্বকে পবিত্র করতে পারো তবে এই সব ছাড়তে পারো না? বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। এমন ওষুধ দেবেন যে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহ অভিমানে এসে একে অপরকে বিরক্ত করবে না, সব কথায় আনন্দে থাকতে হবে। কখনও এর কথা ওকে, ওর কথা একে বলে কথা চালাচালি করবে না, ঈর্ষা বা প্রতিযোগিতা করবে না। কাউকে দুঃখ দেবে না। নিজেদের মধ্যে খুব মিষ্টি, ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে।

২) সকাল সকাল উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করে বাবাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

বরদান:- নিজের পাওয়ারফুল স্থিতিতে স্থিত থেকে মন্সা দ্বারা সেবা করে নম্বর ওয়ান সেবাধারী ভব যদি কারো বাণীর দ্বারা সেবা করার চান্স নাও প্রাপ্ত হয়, তথাপি মন্সা সেবার চান্স সবসময়ই আছে। পাওয়ারফুল আর সবথেকে বড় সেবা হলো মন্সা সেবা। বাণীর সেবা হলো সহজ কিন্তু মন্সা সেবার জন্য প্রথমে নিজেকে পাওয়ারফুল বানাতে হয়। বাণীর সেবা তো স্থিতি উপরে নীচে হওয়া সত্ত্বেও করে নিতে পারবে কিন্তু মন্সা সেবায় এমনটি হতে পারে না। যে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা সেবা করে সে-ই নম্বর ওয়ান সেবাধারী ফুল মার্শ্ব নিতে পারবে।

স্লোগান:- লৌকিক কার্য করেও অলৌকিকতার অনুভব করাই হলো স্যারেন্ডার হওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্থা স্থিতির অনুভব করো

এখন ডবল লাইট হয়ে দিব্য বুদ্ধিরূপী বিমানের দ্বারা সবথেকে উঁচু স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিশ্বের সকল আত্মাদের প্রতি লাইট আর মাইটের শুভ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ কামনার সহযোগের ডেউ বিস্তার করো। এই বিমানে বাপদাদার রিফাইন শ্রেষ্ঠ মতের সাধন (পেট্রল) হবে। তাতে অল্প একটুও মন-মত, পরমতের নোংরা যেন না থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - আধ্যাত্মিক সার্জেন তোমাদেরকে জ্ঞান-যোগের ফার্স্ট ক্লাস পুষ্টির পথ্য (খুরাক) খাওয়াচ্ছেন, এই আধ্যাত্মিক পথ্য একে-অপরকে খাইয়ে সকলের আপ্যায়ন করতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার জন্য কোন্ পরিশ্রম টি তোমরা করো? পাক্ষা -পাক্ষা অভ্যাসী হও?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা অকাল সিংহাসনাসীন আত্মা ভাইকে দেখার অভ্যাস করো। ভাই-ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান দাও। প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর ভাইদের বোঝাও, এই অভ্যাস করো তো বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই অভ্যাসের দ্বারাই শরীরের অভিমান দূর হয়ে যাবে, মায়ার তুফান বা খারাপ সংকল্পও আসবে না। অন্যদের প্রতি জ্ঞানের ভীরও ভালো ভাবে লাগবে।

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দাতা আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে। বেচারী মানুষ জানে না যে কে পরিবর্তন করছেন আর কিভাবে পরিবর্তন করছেন কেননা তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। এটা হল জ্ঞানের স্যাকারিন। স্যাকারিনের একটা টুকরোও কতো মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটাই শব্দ হল মন্বনা ভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, তো বাচ্চাদেরকে কত খুশীতে থাকতে হবে। বলেও থাকে খুশীর মতো খুরাক নেই। যে সর্বদাই খুশী আর আনন্দে থাকে তাদের জন্য সেটা যেন পুষ্টিকর পথ্যের মতো হয়। ২১ জন্ম আনন্দে থাকার এই হল শক্তিশালী আহার। এই আহার সর্বদা একে-অপরকে খাওয়াতে থাকো। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সকলের আপ্যায়ণ করে থাকো। সত্যিকারের খুশীর খুরাকও হল এটা যে - কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমাদের জীবন্মুক্তির খুরাক প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ভারত জীবন্মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ খুরাক দিচ্ছেন, তবেই তো গায়ন আছে - অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে হলে গোপ-গোপীদের জিজ্ঞেস করো। এটা হল জ্ঞান আর যোগের কত ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডারফুল খুরাক আর এই খুরাক এক আধ্যাত্মিক সার্জেনের কাছেই আছে। আর কেউ পুষ্টিকর পথ্যের বিষয়ে জানেই না।

বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্য হাতের উপর সওগাত নিয়ে এসেছি। মুক্তি,জীবন্মুক্তির সওগাত আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পে আমিই এসে তোমাদেরকে তা প্রদান করি। পুনরায় রাবণ ছিনিয়ে নেয়। তো এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ কতটা উর্ধ্বমুখী থাকা চাই। তোমরা জানো যে আমাদের একটাই বাবা, টিচার আর সত্যিকারের সঙ্গুরু, যিনি আমাদের সাথে নিয়ে যাবেন। মোস্ট বিলভ বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে, এটা কম কথা কী! সর্বদাই হাসি-খুশীতে থাকতে হবে। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা হল এখনকারই গায়ন। পুনরায় নতুন দুনিয়াতেও তোমরা সর্বদাই খুশী মানাতে থাকবে। জগতের মানুষ এটা জানে না যে সত্যিকারের খুশী কবে মানানো হয়। সাধারণ মানুষের কাছে তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই। তাই এখানেই পালন করতে থাকে। কিন্তু পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশী কোথা থেকে আসবে! এখানে তো গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। কতই না দুঃখের দুনিয়া।

বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে কত সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মতো থাকো। ব্যবসা ইত্যাদি করেও আমাকে স্মরণ করো। যেরকম প্রেমিক আর প্রেমিকা হয়, তারা তো একে-অপরকে স্মরণ করতে থাকে। সে তার প্রেমিকা আর সে তার প্রেমিক হয়। এখানে এসব কথা নেই, এখানে তো তোমরা সবাই এক প্রেমিকের জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমিকা হয়ে থাকো। বাবা তোমাদের প্রেমিকা হন না। তোমরাই সেই প্রেমিককে নিয়ে আসার জন্য স্মরণ করে এসেছো। যখন বেশী দুঃখ হয়, তখন সবাই স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। এই সময় বাবাও হলেন সর্ব শক্তিবান, দিন-প্রতিদিন মায়াও সর্ব শক্তিবান - তমোপ্রধান হতে যাচ্ছে এইজন্য এখন বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে (এক বাবাকে) স্মরণ করো আর সাথে-সাথে দৈবীগুণও ধারণ করো তো তোমরা এইরকম (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হয়ে যাবে। এই পড়াশোনাতে মুখ্য কথাই হল স্মরণ করা। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবাকে অত্যন্ত প্রেম, স্নেহের সাথে স্মরণ করা উচিত। এই বাবা-ই হলেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনকর্তা। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমি এসেছি

তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এইজন্য এখন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের অনেক জন্মের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। পতিত-পাবন বাবাকেই আহ্বান করে তাই না। এখন বাবা এসেছেন, তো অবশ্যই পাবন হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। অবশ্যই সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল তো সবাই সুখী ছিল। এখন বাবা পুনরায় বলছেন বাচ্চারা, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হল সপ্তমযুগ, মাঝি তোমাদেরকে এই পার থেকে ওইপারে নিয়ে যাচ্ছেন। নৌকা কোনও একটা নয়, সমগ্র দুনিয়াই যেন একটা বড় জাহাজ, এই জাহাজকে ওইপারে নিয়ে যাচ্ছেন।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদেরকে কতোই না খুশীতে থাকতে হবে। তোমাদের জন্য সর্বদা খুশীই খুশী। অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, বাঃ! এটা তো কখনও শোনোনি বা শাস্ত্রে পড়েনি। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মিক বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি তাই তোমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে। ধারণা করতে হবে। সম্পূর্ণ রীতিতে পড়তে হবে। পড়াশোনাতে নশ্বরের ক্রমানুসার তো হতেই থাকে। নিজেকে দেখতে হবে - আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ? বাবা বলছেন নিজেকে দেখো আমি উচ্চপদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়েছি? আধ্যাত্মিক সার্ভিস করছি? কেননা বাবা বলছেন বাচ্চারা সার্ভিসেবল হও, ফলো করো। আমি এসেছি সার্ভিস

করার জন্য, প্রতিদিন সার্ভিস করি। এইজন্যই তো এই রথ নিয়েছি। এই রথ অসুস্থ হলে তো আমি এই রথে বসে মুরলী লিখি। মুখ দিয়ে তো বলতে পারি না তাই আমি লিখে দিই, যাতে বাচ্চাদের মুরলী মিস না হয় তো আমিও সার্ভিসে রত আছি তাই না। এটা হল আধ্যাত্মিক সার্ভিস।

বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা তোমরাও বাবার সার্ভিসে লেগে যাও। অন গড় ফাদারলি সার্ভিস। সমগ্র বিশ্বের মালিক বাবা-ই তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। যে ভালো পুরুষার্থ করে তাকে মহাবীর বলা হয়। দেখা যায় - কে মহাবীর, যে বাবার ডাইরেকশনে চলে। বাবার আদেশ হল নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইকে দেখো। এই শরীরকে ভুলে যাও। বাবাও এই শরীরকে দেখেন না। বাবা বলছেন আমি আত্মাদেরকে দেখি। এছাড়া এটা তো জ্ঞান আছে যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমিও এই শরীরে এসেছি, লোন নিয়েছি। শরীরের সাথেই আত্মা পড়াশোনা করতে পারে। বাবার বসার স্থান হল এখানে। এটা হল অকাল সিংহাসন, আত্মা হল অকালমূর্তি। আত্মা কখনও ছোটো বড় হয় না, শরীর ছোটো বড় হয়। যে সমস্ত আত্মারা আছে, তাদের সকলেরই স্থান হল এই ব্রহ্মকুটির মাঝে। শরীর তো সকলের ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কারোর অকাল সিংহাসন হল পুরুষের, কারো অকাল সিংহাসন হল স্ত্রীর, কারোর অকাল সিংহাসন হল বাচ্চার। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে আধ্যাত্মিক ড্রিল করা শেখাচ্ছেন। যখন কারো সাথে কথা বলো তো প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা, অমুক ভাইএর সাথে কথা বলছি। বাবার বার্তা দাও - বলো, শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই মরচে সরে যায়। সোনার মধ্যে যখন খাদ দেওয়া হয় তখন সোনার ভ্যালুই কম হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাদের মধ্যেও মরিচা পরার কারণে তোমরা ভ্যালুলেস হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। আত্মারা, তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, সেই নেত্র দিয়ে নিজের ভাইদেরকে দেখো। ভাই-ভাইকে দেখলে কর্মেন্দ্রিয় কখনও চঞ্চল হবে না। রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে, বিশ্বের মালিক হতে হবে তো এই পরিশ্রম করো। ভাই-ভাই মনে করে সবাইকে জ্ঞান দাও তাহলে এই অভ্যাস পাক্সা হয়ে যাবে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাদার্স। বাবাও উপর থেকে এসেছেন, তোমরাও এসেছিলে। বাবা বাচ্চাদের সাথে সার্ভিস করছেন। সার্ভিস করার জন্য বাবা সাহস প্রদান করছেন। সাহসী বাচ্চা, সহায়তায় বাবা.... তো এই প্র্যাক্টিস করতে হবে - আমি আত্মা ভাইকে পড়াচ্ছি। আত্মা পড়ছে তাই না। একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়, যেটা আত্মিক বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। সপ্তমের বাবা এসে এই নলেজ প্রদান করেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় এই শরীর ধারণ করে তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছে। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে এইজন্য নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইএর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হবে, অন্যের জন্য আমার কি আসে যায়। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর ভাইদেরকে বোঝাও তাহলে ভালোভাবে তীর লাগবে। এই শক্তি ভরে দিতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উচ্চপদ পাবে। বাবা এসেছিলেন ফল দেওয়ার জন্য তাই পরিশ্রম তো করতেই হবে। কিছু সহ্যও করতে হবে।

কেউ উল্টোপাল্টা কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকবে। তোমরা চুপ থাকলে তো অন্যেরা কি করবে? তালি দুই হাত দিয়ে বাজে। একজন মুখের তালি বাজালে, অন্য জন চুপ থাকলে তো প্রথমজন নিজে থেকেই চুপ হয়ে যাবে। দুইদিক থেকে তালি বাজলে তবে আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে-অপরকে কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকতে চাও তো মন্বনা ভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইকে (আত্মাকে) দেখো। ভাইদেরকেই এই নলেজ

দাও। যোগ করানোর সময়ও নিজেকে আত্মা মনে করে ভাইদেরকে দেখতে থাকবে তাহলে সার্ভিস ভালো হবে। বাবা বলেছেন ভাইদেরকে বোঝাও। সকল ভাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এই আধ্যাত্মিক নলেজ একই বার তোমাদের (ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের) প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, পুণরায় দেবতা তৈরী হচ্ছে। এই সঙ্গম যুগকে খোড়াই ছেড়ে দেবে, তাহলে পার করবে কি করে? খোড়াই পতিত হবে। এটা হলো ওয়ান্ডারফুল সঙ্গম যুগ। তো বাচ্চাদেরকে আত্মিক যাত্রাতে থাকার অভ্যাসী হতে হবে। তোমাদেরই ভালোর জন্য বলা হচ্ছে। বাবার শিক্ষা ভাইদেরকে দিতে হবে। বাবা বলেছেন আমি তোমাদেরকে (আত্মাদেরকে) জ্ঞান শোনাচ্ছি, আত্মাদেরকেই দেখছি। মানুষ মানুষের সাথে কথা বলার সময় তার মুখ দেখে তাই না। তোমরা যখন আত্মার সাথে কথা বলবে তো আত্মাকেই দেখবে। যদিও শরীরের দ্বারা জ্ঞান শোনাও তথাপি এখানে শরীরের অভিমানকে ত্যাগ করতে হয়। তোমরা আত্মারা বুঝতে পারছো যে পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবাও বলেছেন আমি আত্মাদেরকে দেখি, আত্মারাও বলেছে আমরা পরমাত্মা বাবাকে দেখছি। তাঁর থেকে নলেজ গ্রহণ করছি, একে বলা যায় স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের লেন-দেন, আত্মার সাথে আত্মার। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান আছে, আত্মাকেই জ্ঞান শোনাতে হবে। এটাই হল শক্তি। তোমাদের জ্ঞানে এই শক্তি এসে গেলে তো যে কাউকে জ্ঞান বোঝানোর সাথে সাথেই তীর লেগে যাবে। বাবা বলেছেন প্র্যাক্টিস করে দেখো, তীর লাগে তাই না। এই নতুন অভ্যাস ধারণ করতে হবে তাহলে শরীরের অভিমান দূর হয়ে যাবে। মায়ার তুফান কম আসবে। খারাপ সংকল্প আসবে না। ক্রিমিনাল আই থাকবে না। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়েছি। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজ তাই না। বাবা জানেন যে বাচ্চাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়াও আমার পাট। কোনও নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর আমাকে আসতে হয়। আমি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছি মিষ্টি বাচ্চারা আত্মিক স্মরণের যাত্রাতে থাকো তো অন্ত মতি তথা গতি হয়ে যাবে। এটা হলো অন্তিম সময় তাই না। মামেকম স্মরণ করো তো তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যাবে। এই দেহী-অভিমानी হওয়ার শিক্ষা একইবার তোমাদের প্রাপ্ত হয়। কত ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান! বাবা ওয়ান্ডারফুল তো বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল। কখন আসেন কেউ বলতে পারে না। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে এইজন্য বাবা বলেছেন মিষ্টি বাচ্চারা এটা প্র্যাক্টিস করো। নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাদেরকে জ্ঞান শোনাও। তৃতীয় নেত্র দ্বারা ভাই-ভাইকে দেখতে হবে, এতেই অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যেরকম বাবা বাচ্চাদের আত্মিক সেবা করার জন্য এসেছেন, এইরকম বাবাকে ফলো করে আধ্যাত্মিক সার্ভিস করতে হবে, বাবার ডাইরেকশন অনুসারে চলে, খুশীর পুষ্টিকর আহার খেতে এবং খাওয়াতে হবে।

২) কেউ উল্টো-পাল্টা কথা বললে চুপ করে থাকো, মুখ দিয়ে তালি বাজাবে না। সহ্য করতে হবে।

বরদানঃ:- দুটতার শক্তির দ্বারা মন-বুদ্ধিকে সিটের উপরে সেট করে সহজযোগী ভব
বাচ্চাদের বাবার সাথে ভালোবাসা আছে এইজন্য শক্তিশালী হয়ে স্মরণে বসার, চলার, সেবা করার অ্যাটেনশন অনেক দিচ্ছে কিন্তু মনের উপর যদি সম্পূর্ণ কন্ট্রোল না থাকে, মন যদি অর্ডার না শোনে তো অল্প কিছুক্ষণ ভালোভাবে বসার পর হেলতে-দুলতে শুরু করে দেয়। কখনও সেট হয় আবার কখনও আপসেট। কিন্তু একাগ্রতার বা দুটতার শক্তির দ্বারা মন-বুদ্ধিকে একরস স্থিতির সীটের উপরে সেট করে দাও তো সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যা কিছু শক্তি আছে সেগুলিকে সময় অনুসারে ইউস্ করো তাহলে খুব ভালো ভালো অনুভব হবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মা বাবার সমান চৈতন্য চিত্র হবে। লাইট আর মাইট হাউসের ঝাঁকি হবে। সংকল্প শক্তির, সাইলেন্সের ভাষণ তৈরী করে কর্মাতীত ডবল লাইট ফরিস্তা স্টেজের উপর বরদানর মূর্তির পাট প্লে করো, তবে সম্পূর্ণতার নিকটে আসবে। সেই কর্মাতীত স্টেজের আধারের উপর যার প্রতি যে সংকল্প করবে তার কাছে সেই সংকল্প

পৌছে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"অসীম জগতের সেবার সাধন - আত্মিক পার্সোনালিটির দ্বারা দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া"

আজ বাপদাদা নিজের অনেক কল্প ধরে মিলিত হওয়া অতিপ্রিয়, হারানিধি বাচ্চাদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে এসেছেন। অব্যক্ত মিলন তো সর্বদাই পালন করতে থাকে কিন্তু অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে মিলিত হওয়ার জন্য সকল বাচ্চারা ভারত তথা বিদেশ থেকে পুনরায় নিজের ঘরে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা দেখছেন যে চারিদিকের বাচ্চারা নিজের নিজের স্থানে থেকেই মিলিত হচ্ছে। এই মিলন হলো আত্মিক অলৌকিক মিলন। এই মিলনে বাপদাদা আর বাচ্চাদের স্নেহের সাকার স্বরূপ রয়েছে।

আজ বাপদাদা নিজের বাচ্চাদের আত্মিক পার্সোনালিটিকে দেখছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চার আত্মিক পার্সোনালিটি কতো শ্রেষ্ঠ। এইরকম আত্মিক পার্সোনালিটি সমগ্র কল্পে আর কারো মধ্যে থাকে না, কেননা তোমাদের সকলের মধ্যে পার্সোনালিটি তৈরী করে দিচ্ছেন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা। তোমরাও নিজেদের পার্সোনালিটিকে জানো তাই না? সবথেকে শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি হলো - স্বপ্ন বা সংকল্পেও সম্পূর্ণ পিওরিটির পার্সোনালিটি। নশ্বরের ক্রমানুসারে আছে কিন্তু তথাপি বিশ্বের সকল আত্মাদেরকে থেকে শ্রেষ্ঠ। তো বাপদাদা প্রত্যেকের ললাট থেকে পার্সোনালিটির ঝলক দেখছিলেন। পিওরিটির সাথে সাথে সকলের চেহারা আর চলনে আত্মিকতারও পার্সোনালিটি আছে। আর পার্সোনালিটি কেমন হয়? যে সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন হয়, তারও পার্সোনালিটি থাকে কিন্তু যত বড় সম্পন্ন আত্মাই হোক, তোমাদের সামনে সেই সম্পন্ন আত্মাও কিছু নয়, কেননা সেও অবিনাশী সুখ-শান্তির খাজানাতে অপূর্ণ রয়েছে। তোমাদের কাছে যা কিছু সম্পত্তি আছে তার সামনে অরব-খরবপতিও বাবার কাছে সুখ-শান্তি প্রার্থনা করে আর তোমরা সর্বদা অবিনাশী খাজানাতে ভরপুর আছো। সেই স্থূল খাজানা আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে কিন্তু তোমাদের খাজানা না কেউ লুণ্ঠ করতে পারবে, না কোনও আত্মা খাজানাকে নড়াতে পারবে। অসীম এবং অখন্ড। বাচ্চারা এইরকম পার্সোনালিটি তোমাদের মধ্যে আছে। সবথেকে উঁচুর থেকে উঁচু পার্সোনালিটি তথাপি আত্মাদের দ্বারা, বিনাশী ধন দ্বারা, বিনাশী অক্যুপেশনের দ্বারা তৈরী হয় বা বলা হয় কিন্তু তোমাদের মধ্যে উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি বানিয়ে দিয়েছেন তো নিজের উঁচু পার্সোনালিটির আত্মিক নেশা থাকে? যদি থাকে তাহলে হাত নাড়াও।

এত শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি যুক্ত আত্মাদেরকে দেখে বাবার অনেক খুশী হয়। তোমাদেরও হয়? বাপদাদা বাচ্চাদের এইরকম শ্রেষ্ঠত্বকে দেখে কোন্ গান করেন, জানো? তোমরাও গাও, বাবাও গাইছেন। বাবার গান শুনতে পাও নাকি টেপের গান শোনো? বাপদাদার টেপ সবার থেকে আলাদা হবে তাই না, অটোমেটিক। চালানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। আর হৃদয়ের গীত হৃদয়বানেরাই শুনতে পারে। কেবল কান থাকলেই হবে না, হৃদয় থাকতে হবে। তো তোমরা সবাই হৃদয়বান, তাই না? দিলবালা মন্দিরে তোমাদের চিত্র আছে তাই না? সবাই নিজের নিজের চিত্র দেখেছো? বাপদাদা তো সর্বদাই বাচ্চাদের চিত্র আর চরিত্র দেখতে থাকেন। তো আজ পার্সোনালিটি দেখছিলেন। সর্বদা এই পার্সোনালিটি স্মৃতিতে যেন ইমার্জ থাকে। আছেই, নয়। আছে, দেখা যাবে। অনুভব হবে। সর্বদা এই পার্সোনালিটিতে থাকা আত্মাদের লক্ষণ কেমন হবে? যে লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে এ নিজের পার্সোনালিটিতে আছে? যদি এই আত্মিক পার্সোনালিটি ইমার্জ রূপে থাকে তো তার নয়ন তার চেহারা, চলন, সংকল্প আর সম্বন্ধ সবকিছুতেই প্রসন্নতা থাকবে। সদা প্রসন্নচিত্ত, প্রশ্ন চিত্ত নয়, প্রসন্ন চিত্ত। যদি প্রশ্নচিত্ত থাকে তাহলে চাল-চলনে পার্সোনালিটি থাকবে না। চেহারাতেও প্রসন্নতার ঝলক থাকবে না। যাকিছু হয়ে যাক পার্সোনালিটি যুক্ত আত্মার প্রসন্নতা অবগুণ্ঠনে থাকবে না। মার্জ হতে পারবে না। প্রসন্নচিত্ত আত্মা, যদি কোনও আত্মা অপ্রসন্ন থাকে, অশান্ত থাকে তাহলে নিজের প্রসন্নতার দৃষ্টি দিয়ে সেই অপ্রসন্ন আত্মাকে প্রসন্ন করে দেবে। বাবার গায়ন হলো - "দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া", এই গায়ন কেবল বাবার নয়, তোমাদেরও গায়ন। আর এখন সময় অনুসারে সময় যত নিকটে আসছে, তো দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া সেবা করার সময় আসছে। সাত দিনের কোর্স হবে না, এক দৃষ্টিতেই প্রসন্নচিত্ত হয়ে যাবে। হৃদয়ের আশা তোমাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। তো সবাই কী ভাবছো? সেবার আদি রত্নরা কী ভাবছো? এই রকম সেবা করতে পারবে তাই না?

এখন দেখো, তোমরা ৪০ বছর বা তার বেশী সেবা করছো, কারো ১-২ বছর কম হতেও পারে, আবার কারো বেশী হবে। এখন তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে এই সেবা করা শিখিয়ে দিয়েছো আর নিমিত্তও বানিয়ে দিয়েছো। এখন তোমরা কী

করবে? সেই সেবা তো তারাও করছে। তোমরা হলে আদি রত্ন তো তোমরা সকলের থেকে আলাদা সেবা করবে তাই না? এখন তাহলে উৎসব পালন করবে নাকি কতজনকে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করবে? ৯ লক্ষের মধ্যে কতজনকে তৈরী করেছে? টোটাল ৩৩ কোটি, তারমধ্যে ৯ লাখ তো কিছুই নয়। বীজ তো এখানেই রোপন করতে হবে তাই না? তো দেখবো যে সেবার আদি রত্নরা আর কী কী কামাল করে দেখাবে। এই কামাল তো করে দেখিয়েছো, সেবাকেন্দ্র বানিয়েছো, ভালো ভালো প্রোগ্রাম করেছে, তারজন্য তো পদ্মগুণ অভিনন্দন। দুই প্রকারের বাচ্চা আছে, যারা প্রথম দিকের তারা হলো স্থাপনার নিমিত্ত বাচ্চা, আর তোমরা হলে বিশেষ সেবার আদি বাচ্চা। এই দাদীরা হলেন বৃক্ষের মূল শিকড় আর তোমরা সবাই সেবার আদি রত্নরা হলে কান্ড। তো কান্ড তো মজবুত হয় তাই না। কান্ডই সবকিছুর আধার হয়। কান্ড থেকেই সকল শাখা প্রশাখা বের হয়। শিকড় তো সূক্ষ্মরূপে শক্তির জোগান দেয়, কিন্তু যেটা প্র্যাক্টিক্যাল হয়, দেখা যায়, সেটা কান্ডই দেখা যায়। তো দাদীরা এখন গুপ্ত হয়ে গেছেন, সাকাশ প্রদানকারী আর প্র্যাক্টিক্যাল স্টেজে আসার নিমিত্ত তোমরাই হয়েছো, (সম্মান সমারোহে আগত সকল বড় দিদিদেরকে বাবা হাত তুলতে বললেন) এইজন্য বাবা কাজ দিচ্ছেন। সমারোহ তো খুব ভালো পালন করেছে তাই না। বাপদাদা সব দেখেছেন। সজ্জিত মূর্তিদের দেখেছেন। সেই সময় তো তোমাদেরও এই আত্মিক অনুভব হয়েছিল যে আমরা হলাম চৈতন্য মূর্তি। এইরকমই মনে হচ্ছিল যেন সজ্জিত মূর্তিগুলি মন্দির থেকে শান্তিবনে পৌঁছে গেছে।

তো বাপদাদা এখন বাচ্চাদের থেকে এটাই চাইছেন যে এখন ফাস্ট সেবা শুরু করো। যেটা হয়ে গেছে সেটা খুব ভালো হয়েছে। এখন সময় অনুসারে অন্যদেরকেও বেশী করে বাণীর দ্বারা সেবা করার চান্স দাও। এখন অন্যদেরকেও মাইক বানাও, তোমরা মাইট হয়ে সকাশ দাও। তো তোমাদের সকাশ আর তাদের বাণী, এটা ডবল কাজ করবে। তবেই ৯ লাখ সহজেই তৈরী হয়ে যাবে। মনে করো এখন তোমরা ফাংশানে বসে আছো বা অন্য মহারথীরাও আছে তো মহারথীদের এখন সেবা হলো - সবাইকে সকাশ দেওয়া। অসীম জগতের সেবার ময়দানে আসা। যখন বাবা অব্যক্ত বতনে, এক স্থানে বসে বিশ্বের চারিদিকের বাচ্চাদেরকে পালনা দিতে পারেন, দিচ্ছেন তাহলে তোমরা কী এক স্থানে বসে বাবার সমান অসীম জগতের সেবা করতে পারবে না? আদি রত্ন অর্থাৎ ফলো ফাদার। অসীম জগতে সাকাশ দাও। কোনও কোনও বাচ্চা আমাকেও জিজ্ঞাসা করে আবার নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করে - অসীম জগতের বৈরাগ্য কিভাবে আসবে? দেখা তো যায় না, কিন্তু অসীম জগতের সেবাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখো তাহলে অসীম জগতের বৈরাগ্য স্বতঃতই এসে যাবে। কেননা এই সকাশ দানের সেবা নিরন্তর করতে পারো, এতে শরীর ভালো থাকার কথা, সময়ের কথা - এটা সহজ হয়ে যায়। দিন রাত এই অসীম জগতের সেবা করতে পারবে। যেরকম ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছিল - রাতে কিভাবে চোখ খুললেন আর অসীম জগতে সকাশ দেওয়ার সেবা হতে থাকলো। তো এই অসীম জগতের সেবা এতই ব্যস্ত করে দেবে যে অসীম জগতের বৈরাগ্য স্বতঃতই হৃদয়ে আসবে। প্রোগ্রামের দ্বারা নয়। এটা করবো, ওটা করবো - এই প্ল্যান তো বানিয়ে থাকো, কিন্তু অসীম জগতের সেবাতে বিজি থাকবে - এটাই হলো সবথেকে সহজ সাধন কেননা যখন অসীম জগতের সকাশ দেবে তখন নিকটে থাকা আত্মারা তো অটোমেটিক সকাশ নিতে থাকবে। এই অসীম জগতের সকাশ দানের সেবার দ্বারা বায়ুমন্ডল অটোমেটিক তৈরী হয়ে যাবে। এখন এটা চিন্তা করো না যে এতগুলো সেন্টারের দায়িত্ব আছে বা জোনের দায়িত্ব আছে! তোমাদের সবাইকে স্টেটের রাজা হতে হবে নাকি বিশ্বের? কি হবে? বিশ্বের, না! যদি আদি রত্ন হও তাহলে বিশ্বের সকাশদাতা হও। যদি ২০ সেন্টার, ৩০ সেন্টার বা দুই আড়াই শো সেন্টার বা জোন, এটা বুদ্ধিতে থাকে তো এটা কান্ডে থাকা আত্মাদের কাজ নয়। এটা তো শাখা প্রশাখাও করতে পারবে। তোমরা তো হলে কান্ড। কান্ড থেকে সকলের প্রতি সকাশ পৌঁছায়। তোমরা সকলেও এটা চিন্তা করো যে অসীম জগতের বৈরাগ্য আনতে হবে, এটা তো খুবই ভালো। এখন বিনাশ হবে। কিন্তু ৯ লাখই তৈরী করিনি, তো সত্যযুগের আদিতে আগত সংখ্যাই তৈরী হয়নি আর বিনাশ হয়ে গেলে সত্যযুগে কারা আসবে? ২-৩ হাজারের উপর রাজ্য করবে কি? ৪-৫ লাখের উপর রাজ্য করবে? এইজন্য এখন অসীম জগতের সেবার পার্ট আরম্ভ করো। পান্ডবরা কী চিন্তা করছে? অসীম জগতের সেবা করবে, তাই না? পান্ডব তৈরী আছো? এই সীমিত জায়গার কথা অসীম জগতে গেলে নিজে থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্ত করতে চাইলে মুক্ত হবে না। অসীম জগতের সকাশের দ্বারা পরিবর্তন হওয়াই হলো ফাস্ট সেবার রেজাল্ট।

বাপদাদা জানেন যে স্পর্শকাতর (বিরোধীতার) পরিস্থিতিগুলিতে নিমিত্ত হওয়া আত্মারা সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তোমাদের সকলের ফাউন্ডেশন বা সেকেন্ডের পরিবর্তনের মূল অনুভব এটাই হল যে ব্রহ্মা বাবাকে দেখলে আর ব্রাহ্মণ হয়ে গেলে। সেবার বরদান পেলে আর সেবাতে লেগে গেলে। বাপদাদা সকলের অনুভবও শুনেছেন। সবাই ভালো অনুভব শুনিয়েছে। তো যেরকম তোমাদের অনুভব, ব্রহ্মা বাবাকে দেখলে আর চিন্তাও করতে হল না। সহ্য করারও অনুভব হল না, যে সহ্য করছি। বড় কথা মনে হয়নি। এইরকম এখন প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাকে দেখবে আর

আত্মাদের মধ্যে (ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে) ব্রহ্মা বাবাকে দেখবে। এটাই হলো সেবার ফাস্ট সাধন, ব্রহ্মা বাবা কি তোমাদেরকে কোর্স করিয়েছেন? কোর্স তো পরে করেছে। কিন্তু প্রথমে ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো আর ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো। তো যেসকল ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা সমাহিত ছিলেন তাই পরিশ্রম করতে হয় নি। এইসকল তোমরা সবাইও বাপদাদাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে সবাইকে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দাও। যেটা তোমাদের সকলের অনুভব আছে, অনুভবী তোমরা। দেখেছো আর ফিদা (মোহিত) হয়ে গেছো। যেসকল এখন মনে করে, ট্রেনিং নেয় পুনরায় ট্রায়াল করে, তারপর কেউ চলে যায়, কেউ থেকে যায়। এত পরিশ্রম তোমরা করেছে? ট্রেনিং করেছিলে কী? ট্রায়াল করেছিলে কী? ব্যস্ এলে আর হারিয়ে গেলে। এইসকল সেবা যখন এক ব্রহ্মা বাবা করেছিলেন তো তোমরা এত ব্রাহ্মণ আত্মারা কী করতে পারবে না? তোমাদের পার্সোনালিটি সবাইকে নিজের অনুভব করাবে। ব্রহ্মা বাবারও পার্সোনালিটি ছিল তাই না। তা যেমন চেহারাতেও ছিল তেমনই চরিত্রেও ছিল, কিন্তু পার্সোনালিটি ছিল তাই তো আকৃষ্ট হয়েছিল। তো ফলো ফাদার। যখন বাবা তোমাদেরকে আদিত্তে নিমিত্ত বানিয়েছিলেন তো যারা প্রথম দিকের আত্মা, সেবার নিমিত্ত বা স্থাপনার ফাউন্ডেশন তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সেবাতে থাকতেই হবে। শরীরের (বয়সের) কারণে চারিদিকে চক্র লাগাতে পারছে না কিন্তু মনে মনে তো চক্র লাগাতে পারবে? তারজন্য তো কোনও খরচাও ব্যয় করতে হবে না, ভিসা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। দৌড়ঝাপ করারও প্রয়োজন নেই। শুয়ে শুয়েও করতে পারো। কি ভাবছো? এখন এইসকল কোনও প্ল্যান বানাও। নতুন পার্ট শুরু করো। এখন একটা ফ্যাংশান তো পালন করেছে তাই না। যে সেবা করেছে, তার প্রত্যক্ষ ফল তো প্রাপ্ত হয়েছে। এখন নতুন সেবা করো। আচ্ছা।

বাপদাদা কেবল সামনে যারা বসে আছে, তাদেরকেই বলছেন না, সকল বাচ্চাদেরকেই বলছেন। বিদেশেও যারা শুনছো, তাদেরকেও বাবা বলছেন। যেখানে শুনছো, তা শান্তিবনে শুনছো বা উপরে পান্ডব ভবনে কিম্বা বিদেশে, যেখানেই শুনছো সেখানকার সকল আত্মাদের জন্য বাবা বলছেন। এখন অসীম জগতের সেবাদারী হও। নিজের সময় অসীম জগতের সেবাতে লাগাও। অসীম জগতের সেবাতে সময় লাগলে সমস্যা সহজেই পালিয়ে যাবে কেননা যদি অজ্ঞানী আত্মা হয় বা ব্রাহ্মণ আত্মা, যদি সমস্যাতে সময় লাগায় বা অন্যদেরও সময় ব্যয় করে, তাহলে প্রমাণিত হয় যে সে হলো দুর্বল আত্মা, নিজের শক্তি নেই। যার মধ্যে শক্তি নেই, প্রতিবন্ধী পা, আর তুমি যদি তাকে দৌড় লাগাতে বলো, তো সে দৌড়াতে পারবে নাকি পড়ে যাবে? তো সমস্যার বশীভূত আত্মারা, সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, কিন্তু দুর্বল, শক্তি নেই, তাহলে সে কোথা থেকে শক্তি পাবে? বাবার থেকে ডাইরেক্ট শক্তি নিতে পারবে না কেননা সে দুর্বল আত্মা। তাহলে কী করবে? দুর্বল আত্মাকে কোনও সুস্থ আত্মা ব্লাড দিয়ে শক্তিশালী করে বা কোনও শক্তিশালী ইঞ্জেকশন দিয়ে শক্তি প্রদান করে তো তোমাদের সকলের মধ্যে শক্তি আছে। তাহলে শক্তির সহযোগ দাও, গুণের সহযোগ দাও। তাদের মধ্যে নেই, তোমরা প্রদান করো। প্রথমেও বলেছিলাম না যে - দাতা হও। তারা অসমর্থ, তাদেরকে সমর্থী বানাও। গুণ আর শক্তির সহযোগ দিলে তোমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে আর আশীর্বাদ হলো লিঙ্কের থেকেও তীব্র গতির রকেট। তোমাদেরকে পুরুষার্থের জন্য সময়ও দিতে হবে না, আশীর্বাদের রকেটে উড়ে চলে যাবে। পুরুষার্থের পরিশ্রমের পরিবর্তে সঙ্গমের প্রালম্ব অনুভব করবে। আশীর্বাদ কিভাবে নিতে হয় - সেটা শেখো আর অন্যদেরকেও শেখাও। তোমাদের ন্যাচারাল অ্যাটেনশন আর আশীর্বাদ, অ্যাটেনশনও যেন টেনশন মিক্স না হয়, ন্যাচারাল হয়। নলেজের দর্পণ সদা সামনে আছেই। তাতে স্বতঃ সহজ নিজের চিত্র দেখতেই থাকবে। এইজন্য বলেছিলাম যে পার্সোনালিটির লক্ষণ হলো প্রসন্নচিত্ত। এটা কেন, কি, কিভাবে। এই কি কেন -র ভাষা সমাপ্ত। আশীর্বাদ নিতে আর দিতে শেখো। প্রসন্ন থাকা আর প্রসন্ন করা - এটাই হল আশীর্বাদ দেওয়া আর আশীর্বাদ নেওয়া। যেসকলই আত্মা হোক, তোমাদের হৃদয় থেকে প্রত্যেক আত্মার প্রতি প্রত্যেক সময় আশীর্বাদ দিতেই থাকবে - এরও কল্যাণ হোক। এরও বুদ্ধি শান্ত হোক। এ এইসকল, ও ওইসকল - এমন নয়। সবাই ভালো। এটা হতে পারে? আশীর্বাদ দিতে জানো? নিতে তো জানো, দিতেও জানো? যদি না দাও তো নেবে কিভাবে? দাও আর নাও। এ করবে না, আমি করবো। ব্রহ্মা বাবার সদা স্লোগান ছিল, ব্রহ্মা বাবা বারংবার স্মরণ করাতেন - যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। যখন অন্যরা করবে তখন আমি করবো... এটা স্লোগান নয়। যেটা আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যরা করবে। না হলে তো স্লোগান চেঞ্জ করে দাও। আর জগদম্বা মায়েস বিশেষ স্লোগান ছিল - হুকুমই হুকুম চালাচ্ছেন, তিনি চালাচ্ছেন আর আমি নিমিত্ত হয়ে চলছি। তো দুটি স্লোগান সর্বদা স্মরণে রাখো, ইমার্জ করো। ইমার্জ আছেই, শুনেছি... সদা স্মরণে থাকে... না। কর্মে দেখা যাবে। তো কী করবে? আশীর্বাদ দেবে, আশীর্বাদ নেবে নাকি নিন্দা করবে, ফীল করবে - এ এইসকল, এ ওইসকল? না। তাদেরকে আশীর্বাদ দাও। দুর্বল অর্থাৎ মায়ার বশীভূত। ভাষা আর সংকল্প পরিবর্তন করো। এটা সংকল্পেও যেন না আসে যে, এ পরিবর্তন হলে, আমিও হবো, না। আমি পরিবর্তন হবো। অন্যান্য কথাতে তো আমি আমি বলে থাকো, কিন্তু যে কথাতে 'আমি' বলার দরকার সেখানে 'অন্যরা করলে তবে করবো,' এটা কি? ভালো কাজ হলে তো বলবে আমি করেছি। আর এমন কোনও কাজ হলে তো বলবে, এ' করেছে। উল্টো হয়ে গেল তাই

না। কেউ যা কিছু করুক, আমাকে কি করতে হবে, আমাকে কি চিন্তা করতে হবে, আমাকে কি বলতে হবে, এতে আমিও ভাব নিয়ে এসো। বডি-কনসাস এর ‘আমি’ নয়, সেবাতে আমি। তো এইরকমই শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। এখন বাণী কম কাজ করবে, হৃদয়ের সহযোগ, হৃদয়ের ভাইব্রেশন অনেক বেশী কাজ করতে পারে। আচ্ছা!

এখন এক মিনিটে সবাই নিজের সাইলেন্সের শক্তি ইমার্জ করো। একদম সাইলেন্স মন থেকে, তন থেকে ইমার্জ করো। (বাপদাদা ডেড সাইলেন্সের ড্রিল করালেন)

আচ্ছা। চারিদিকের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা আত্মিক পার্সোনালিটির নেশায় থাকা আত্মাদেরকে, সদা অসীম জগতের সেবায় নিজেকে বিজি রাখা নিমিত্ত বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মাদেরকে, সদা ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্ভার স্লোগানকে সাকারে রূপ দেওয়া, সদা উঁচুর থেকে উঁচু দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করার সেবাতে থাকা বাপসমান আত্মাদেরকে বাপদাদা আর জগদম্ভা মায়ের স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- স্বার্থ থেকে পৃথক আর সম্বন্ধে প্রিয় হয়ে সেবা করা সত্যিকারের সেবাধারী ভব
যে সেবা নিজেকে বা অন্যদেরকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়, সেটা হলো স্বার্থ। নিমিত্ত কোনও না কোনও স্বার্থ থাকে তাই তো নীচে-উপরে হতে থাকে। যখন নিজের বা অন্যের স্বার্থ পূর্ণ না হয় তখন সেবাতে ডিস্টার্বেন্স হয়। সেইজন্য স্বার্থ থেকে পৃথক আর সকলের সম্বন্ধে প্রিয় হয়ে সেবা করো, তখন বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী। খুব উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে সেবা করো কিন্তু সেবার বোঝা স্থিতিকে কখনও উপরে-নীচে না করে এই অ্যাটেনশন রাখো।

স্লোগান:- শুভ বা শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের দ্বারা নেগেটিভ সীনকেও পজিটিভে পরিবর্তন করে দাও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - করন-করাবনহার হলেন বাবা, যিনি করানোর তিনিই সবকিছু করছেন, আমি নিমিত্ত করনহার হয়ে করছি, এই স্মৃতির দ্বারা কর্তৃত্বকে সমাপ্ত করে পৃথক এবং প্রিয় হও। সকল বোঝা বাবার কাছে সমর্পিত করে নিজের অনাদি স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে অনাদি স্বভাব-সংস্কার ধারণ করে ডবল লাইট স্থিতির অনুভব করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন তোমাদের শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করেন, তোমাদেরও সেইরকমভাবে অন্যদেরও সুসজ্জিত করতে হবে, সারা দিন সার্ভিস করো, যারা আসবে তাদেরকে বোঝাও, চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই।

*প্রশ্ন:- এই নলেজ শুধুমাত্র কোটির মধ্যে কেউ বোঝে বা ধারণ করে - এইরকম কেন?

*উত্তর:- কারণ তোমরা সবাই নতুন কথা শোনাও। তোমরা বলো পরমাত্মা হলেন বিন্দুর মতো, আর এটা শুনেই সব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা শাস্ত্রতে তো এ'সব কথা শোনেইনি। এত কাল ধরে যে ভক্তি করেছে তা আকর্ষণ করে, তাই এই জ্ঞান তাড়াতাড়ি বোঝে না। আবার এমধ বহুপতঙ্গও আছে, যারা বলে - বাবা আমরা অবশ্যই বিশ্বের অধিপতি হবো। এইরকম বাবাকে পেয়ে আমরা কি ভাবে ছেড়ে দিতে পারি? সব কিছু উজার করে দেওয়ার জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

*গীত:- দূর দেশের নিবাসী....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা ভালো করেই জানে যে আমরা হলাম যাত্রী। এটা আমাদের দেশ নয়। এ হল অসীম জগতের নাটকের জন্য সর্ব বৃহৎ মঞ্চ, কত বড় বড় আলো এখানে সর্বদাই প্রজ্বলিত থাকে । আত্মারা জানে যে আমরা সবাই হলাম অ্যাক্টর আর নশ্বর অনুযায়ী নিজের ভূমিকা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় এখানে আসি - ভূমিকা পালন করতে। প্রথমে তোমরা ঘরে ফিরে যাবে তারপর আবার এখানে আসবে। এটা খুব ভালো ভাবে বোঝার আর ধারণ করার ব্যাপার। নাটকে অ্যাক্টর থাকে, তারা একে অপরের অক্যুপেশনকে না জানলে তাদের কি বলবে? ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানার ফলে তোমরা এইরকম তৈরী হচ্ছে। তাই এই পড়াশোনা সব থেকে আলাদা। বাবা হলেন বীজরূপ, নলেজফুল। যে রকম এখানকার সাধারণ বীজ আর গাছ (ঝাড়) হয়, তাকে তো তোমরা জানো তাই না। প্রথমে ছোট-ছোট পাতা নির্গত হয় তারপর বড় হতে হতে বৃক্ষ কত বৃদ্ধি পায়, কত সময় লেগে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, হেভেনলি গডফাদার। হেভেন স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। গাওয়াও হয় দূর দেশের অধিবাসী... এই রাজ্য হলো রাবণের, অর্থাৎ পরের। রাবণ রাজ্যে রামকে আসতে হয়। তোমাদের বুদ্ধিতেই জ্ঞান আছে। আত্মাদেরকে বাবা বোঝান যে তোমরা সবাই হলে যাত্রী, এক সঙ্গে তো সবাই পার্ট প্লে করতে আসবে না। তোমাদের জানা আছে সবার প্রথমে আসে দেবতারা, ঐ সময় আর কেউ ছিল না। খুবই কম জনসংখ্যা হয় প্রথমদিকে, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা আত্মারা সবাই শরীর ছেড়ে ওখানে (পরমধামে) আসবে। বাবা-ই এই বুদ্ধি দেন। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এখন নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বীজ আর বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। বীজ হলো উপরে আর নীচে সমগ্র বৃক্ষ বিস্তৃত। এখন এই বৃক্ষ সম্পূর্ণ ভাবেই জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এই বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো। পূর্বে ঋষি-মুনিদের জিজ্ঞাসা করা হতো - তারা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে কি না, আর তারা বলে দিত যে - তারা না এটা জানে, না ওটা জানে, রচয়িতা-রচনা কোনোটাই জানে না। যখন তারা এত সব জানেই না তবে কিভাবে পরম্পরায় তাদের অস্তিত্ব থাকবে? এই সব কথা ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না। পড়াশোনা তো করতে হবে। পড়াশোনা আর যোগবলের দ্বারাই তোমরা পদ প্রাপ্ত করো। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা ব্যতীত আর কেউই পবিত্র করে তুলতে পারে না। বিনাশী ধন দান করলে তো রাজবংশে অথবা ভালো বংশে জন্ম নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক বড় পরিবারে জন্ম হয়। নতুন দুনিয়া তো খুবই ছোট হয়ে থাকে। সত্যযুগে হল যেন দেবতাদের এক গ্রাম। প্রথমে বসে কত ছোট ছিল। এখন দেখ কত বর্ধিষ্ণু। আত্মারা সবাই নিজেদের ভূমিকা পালন করে, সবাই যেন যাত্রী। বাবা এক বারের জন্য যাত্রী হন। যদিও তোমরাও একই বারের যাত্রী। তোমরাও একই বার আসো। আবার বারংবার পুনর্জন্ম নিয়ে ভূমিকা পালন করতেই থাকো। এখন তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমর কথা শুনছো, যাতে ২১ জন্ম উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। ২১ কুল (প্রজন্ম) বলে না ! প্রজন্ম অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত। আবার নতুন শরীর আপনা থেকেই নেবে। অকাল মৃত্যু হবে না। ওটা হলোই অমরলোক। কালের (অকাল) নামও নেই। হঠাৎ মৃত্যু হবে না। তোমরা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করো। দুঃখের কোনও কথাই নেই। সাপদের কি দুঃখ হয়? আরোই খুশীতে থাকে। এখন তোমাদের আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্তি হয়েছে। আত্মাই সব কিছু করে। শরীর তো সম্পূর্ণ আলাদা। শরীরে আত্মা না থাকলে তো শরীর চলতে পারবে না। কিভাবে শরীর তৈরী হয়, আত্মা কিভাবে প্রবেশ করে। সব কিছুই হলো ওয়ান্ডারফুল।

বাবা বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গ হলো ওয়ান্ডারফুল ওয়াল্ট। রাবণ রাজ্যে সেভেন ওয়ান্ডার দেখানো হয়। রাম রাজ্যে বাবার একটাই ওয়ান্ডার, যেটা অর্ধ-কল্প স্থায়ী হয়। মানুষ দেখেও নি, তবুও সকলের মুখ থেকে স্বর্গের নাম অবশ্যই নির্গত হয়। এখন তোমরা বুদ্ধির দ্বারা সেটা জানো, কেউ-কেউ আবার সাক্ষাৎকারও করেছে। ব্রহ্মাবাবাও বিনাশ আর নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) রাজধানী দেখেছিলেন। এখন এ হলো যথার্থ গীতার এপিসোড। বাবা সর্বদা বলতে থাকেন - বাচ্চারা এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেখানে আমি এসে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা দিই আর এত উঁচু বানাই। দুনিয়াতে এই কথা কেউ জানে না। তোমরা খুব আরামে থাকো। এখানে মানুষের মৃত্যু হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যাতে আত্মার অন্ধকার না হয়। সত্যযুগে এইরকম ব্যাপার হয় না। সত্যযুগে সব আত্মাদের দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। ঘরে ঘরে আলো থাকে। এখানে আবার মানুষ ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়। বাবা বলেন এই সব কথা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। বাবা আর রাজধানীকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো এতটা সময় আমরা রাজত্ব করেছি। যারা দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তাদের সাথেই বাবা বার্তালাপ করেন, পড়ান। বাচ্চারা জানে এই সময়ের (সত্যযুগের) কথা নিয়েই উৎসব পালিত হয়। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়। শিব হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান। উনি ভারতে কিভাবে আসেন, উনি স্বয়ং বলেছেন যে আমাকে প্রকৃতির আধার নিয়ে আসতে হয়, তবে তো বক্তব্য রাখতে পারি। তা না হলে কি ভাবে বাচ্চাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাবো? এখন তোমাদের শৃঙ্গার হচ্ছে। তোমরা আবার আরেক জনকে করানো - মানুষ থেকে দেবতা করার জন্য। এটা খুবই সহজ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এত ডাল (নিম্নেজ) হয়ে গেছে যে কিছুই বোঝে না। সময় লাগে। তোমরা প্রদর্শনীতে সব কথা ব্যাখ্যা করো। যারা এসেছে, তাদের যে ভাবে বোঝান হয়েছে, সবই ড্রামা। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। বাচ্চারা বলে, বাবা কত মাথা ঠুকি (কঠোর প্রচেষ্টা), বেরিয়ে আসে কোটির মধ্যে কেউ। সে তো হবে। তোমরা বলো পরমাত্মা হলেন বিন্দু। শাস্ত্রে এইরকম কোনো কথাই নেই, মানুষ তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তোমরাও প্রথমে মানতে না। কারো তো বুঝতে দু বছরও লেগে যায়। চলে যায় আবার আসে (জ্ঞান মার্গে)। এত সহজে ভক্তি ছাড়তে পারে না, সেই দিকেই টানতে থাকে। এও ড্রামার পার্ট। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই তা জানে না। বিশ্বরূপ (বিরাট রূপ) দর্শনের অর্থও বুঝেছো তোমরা। এ সব হলই তোমাদের ডিগবাজি খেলা। তোমরা চক্রে ঘুরতে থাকো। একে বিরাট নাটক বলা হয়। এর জ্ঞানও তোমাদের আছে। লৌকিক কলেজে তো কত কিছুই পড়ানো হতে থাকে, সত্যযুগে এইরকম হয় না। সায়ম্পেরও বুদ্ধি হতে থাকে, ওতে বিনাশ হবে। যদিও এখন তোমরা বোঝাবে কিন্তু বিরলই কাউকে পাবে যে বলবে এটা তো খুব ভালো কথা। এ তো রোজই বোঝা উচিত। যতই কাজ থাকুক তবুও তোমরা বলবে - আমাদের তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে। এ তো অপারিসীম, অগণিত উপার্জন।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার বুদ্ধিতে সমগ্র বৃক্ষের (কল্প বৃক্ষের) নলেজ আছে, সেটা তোমরাও এখন বুঝেছো। বাবা যা বোঝান সেটা খুবই অ্যাক্যুরেট। একটা সেকেন্ডও মেলে না দ্বিতীয় সেকেন্ডের সাথে, কতো সূক্ষ্ম ব্যাপার এ সব। তোমরা কতো চক্রে ঘুরেছো, এই ড্রামা উকূনের মতো চলতে থাকে (ধীর চলন)। একটা চক্রেই ঘুরতে ৫ হাজার বছর লাগে। এতে সমস্ত খেলা চলতে থাকে। তোমাদের এটাও জানতে হবে। সেখানে গরুও ফার্স্টক্লাস হবে। তোমাদের যেমন পদ, তেমন ফার্নিচার, তেমন অট্টালিকা। অনেক আড়ম্বর থাকে। খুশীও আত্মারই হয়। আমাদের আত্মা তৃপ্ত হলো। তৃপ্ত পরমাত্মা তো বলা হয় না। বলা হবে তোমার আত্মা তৃপ্ত হলো? হ্যাঁ বাবা, তৃপ্ত হলো। এই সব খেলা তো চলে এসেছে। বাবা যা বোঝান সেটাও হল ড্রামার খেলা। এখন বাবা তোমাদের রিজুবিনেট (পূর্নজীবন) করেন। তোমাদের কায়া কল্পবৃক্ষ সম হয়ে যায়। নামই হলো অমরলোক। আত্মাও অমর, মৃত্যু গ্রাস করতে পারে না। বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলেন। অকাল আত্মা যে এই(ব্রহ্মকুটি) সিংহাসনে বসে আছে, তার সাথে কথা বলেন। আত্মা এই কান দ্বারা শোনে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরই বাবা পড়াতে আসেন। বাবার দৃষ্টি সর্বক্ষণ আত্মাদের উপরে থাকে। তোমাদেরকেও বাবা বোঝান যে সর্বদা ভাই ভাই এর দৃষ্টি রাখো। আমার ভাই-এর সাথে আমি কথা বলছি। সে ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেন না হয়। খুব ভালো করে এই অভ্যাসের দরকার। আমরা হলাম আত্মা, আমরা এতো জন্ম নিয়ে ভূমিকা পালন করেছি। আমরা পূণ্য আত্মা ছিলাম। আমরাই পবিত্র আত্মা হয়েছি। সোনাতেও খাদ পড়ে। যে আত্মারা পরে আসবে তাকে কি বলবে। তাদের মধ্যেও কিছু পার্সেন্ট সোনা হবে। যদিও পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু পাওয়ার তো কম, তাই না! একটি বা দুটি জন্ম নিলে, এতে কি হবে।

বাবা যে মুরলী চালান সেটি হলো খাজানা। যতক্ষণ বাবা দেবেন ততক্ষণ তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এভার হেল্ডি হও। সাইলেন্সে বসে থাকাতেও অনেক লাভ আছে। মন্বনাভব, এর অর্থও কেউ জানে না। বাবা-ই সব কথার অর্থ বোঝান। এখানে সব হল অনর্থ। সবচেয়ে বড় অনর্থ হয় একে অপরের উপরে কাম কাটারি চালালে, যার কারণে আদি-মধ্য - অন্ত দুঃখ পায়। সবচেয়ে ঘৃণ্য হিংসা এখানে, সেইজন্য একে নরক বলা হয়। স্বর্গ আর

নরকের অর্থও বোঝে না। ওখানে (স্বর্গে) হলো নম্বর ওয়ান, নরক হলো নম্বর লাস্ট। তোমরা জানো যে আমরা হলাম এই বিশ্ব নাটকের অ্যাক্টার্স। তোমরা "নেতি নেতি" (এটা জানিনা, ওটা জানিনা) - বলবে না। তোমরা শ্রীমতের দ্বারা কত সুন্দর চিত্র তৈরী করো, যা মানুষ দেখলেই খুশী হয়ে যায় আর সহজেই বুঝে যায়। এই চিত্র তৈরী করাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তোমরা স্মরণ করতেই থাকবে। সৃষ্টি চক্রও বুদ্ধিতে চলে আসবে। নতুন দুনিয়া কে তৈরী করে আর পুরানো দুনিয়া কে তৈরী করে, এ সবই তোমরা জানো। সতঃ রজঃ তমঃ-তে সবাইকে আসতেই হয়। এখন হল কলিযুগ। এটা কারোর জানা নেই যে বাবা এসে স্বর্গের মালিক করবেন। কারোরই বুদ্ধিতে আসে না। এখন তো তোমাদের সমস্ত সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ আছে। রচয়িতা বাবা এনার মধ্যে (ব্রহ্মার ক্রকুটিতে) বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। অসীম জগতের টিচার আমি। এই সঙ্গম যুগ হল পুরুষোত্তম যুগ। সত্যযুগ বা কলিযুগকে পুরুষোত্তম বলা হবে না। সঙ্গম-এর মধ্যেই তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে ওঠো, যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাতে থাকেন। দিনে দিনে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো খুব সহজ হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকবে। বহির উপর অনেক পতঙ্গ আসতে থাকে সমর্পিত হতে। এরকম বাবাকে কে ছেড়ে যেতে চাইবে? বলবে বাবা ব্যস্, আমরা তো আপনার কাছেই বসে থাকব। এই সব কিছু হল আপনার। এমন বাবাকে আমরা কেন ছাড়বো? অনেকের মধ্যেই উদ্দীপনা আসে। বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, তো আমরা কেন ছেড়ে দিয়ে যাব? যেখানে আমরা স্বর্গে গিয়ে বসব। যেখানে কোনো কাল (অকাল মৃত্যু) আসতে পারে না, কিন্তু বাবার শ্রীমৎ নিতে হবে। বাবা বলবেন এইরকম করতে নেই। উদ্যম তো আসবে কিন্তু ড্রামাতে এইরকম নেই যে সবাই এখানে মধুবনে এসে বসে যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগে, কারণ জানা আছে যে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। যার পাট আছে সে শুনতে থাকবে। বাবা বলেন তোমরা এল.এল.বি...আই.সি.এস পড়ে কি পাও? কাল শরীর ছেড়ে দিলে কি প্রাপ্ত হবে? কিছুই না। ওটা হলো বিনাশী বিদ্যা আর এটা হল অবিনাশী বিদ্যা, যে অবিনাশী বিদ্যা বাবা দেন। টাইম আর অল্গই আছে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তোমরা এই জন্মেই হয়ে ওঠো, আর সেটা স্মরণের দ্বারাই হবে। তাই দেহের সকল ধর্ম ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো। শরীরের কোনো ভরসা নেই। পড়াশোনা করতে করতেই কারো কারো মৃত্যু হয়। তাই বাবার কাজ হল বোঝানো। ঐ পড়াতে কি উপার্জন আর এই পড়াতে কি উপার্জন, সে তো তোমরা জানোই। শিববাবার ভান্ডার সর্বদা ভরপুর থাকে। এত সব বাচ্চারা প্রতিপালিত হয়, চিন্তার কিসের। না খেয়ে মরতে পারে না। লৌকিক বাবাও যখন দেখে বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না তখন নিজেও খায় না। বাচ্চাদের দুঃখ বাবা সহ্য করতে পারেন না। প্রথমে বাচ্চা, পরে বাবা। মা সবার পরে খায়, অবশিষ্ট যাকিছু শুকনো খাবার বেঁচে থাকে তা-ই খায়। আমাদের ভান্ডারও ওরকম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্ম রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পাক্ষা করতে হবে। আমি আত্মা, আত্মা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি - এই অভ্যাস করে ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে হবে।

২) বাবা যখন জ্ঞানের খাজানা দেন, স্মরণে বসে বুদ্ধি রূপী ঝুলিতে সেই খাজানা ভরতে হবে। চুপ করে বসে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদানঃ:- আত্মিক মিষ্টি হাসির দ্বারা চেহারার মধ্যে প্রসন্নতার ঝলক দেখানো বিশেষ আত্মা ভব ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো প্রসন্নতা। প্রসন্নতা অর্থাৎ আত্মিক মিষ্টি হাসি। জোরে জোরে আওয়াজ করে হাসি নয়, স্নিত হাসি। যদি কেউ গালিও দেয়, তথাপি তোমাদের চেহারাতে দুঃখের ছাপ যেন আসে, সদা প্রসন্নচিত্ত। এইরকম চিন্তা করবে না যে ও' তো এক ঘন্টা বললো, আর আমি কেবল এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ডও বলেছো বা চিন্তা করেছো, চেহারাতে অপ্ৰসন্নতা এলে ফেল হয়ে যাবে। এক ঘন্টা সহ্য করলে আর তারপর যেন বেলুনের থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ জীবনের লক্ষ্যে স্থির আত্মারা গ্যাস-বেলুন হয় না।

স্নোগানঃ:- শীতল কায়া বিশিষ্ট যোগী স্বয়ং শীতল হয়ে অন্যদেরকেও শীতল দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেয়।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফুরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যেরকম সায়েন্টিস্টরা (বিজ্ঞানীরা) বালিতেও ফসল উৎপাদন করে দেখায়, এইরকম তোমরা সাইলেন্সের দ্বারা ধরণীকে পরিবর্তন করো, এরজন্য শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব। ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো। সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা যেকোনও আত্মার বৃত্তি দৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দাও। যেরকম ক্রোধ হল অজ্ঞানের শক্তি, এইরকম জ্ঞানের শক্তি হল শান্তি, সহ্যশক্তি, এখন এইসব গুণগুলিকে নিজের সংস্কার বানিয়ে নাও তাহলেই ডবল লাইট ফরিস্থা সহজেই হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের শুনানি হয়, বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে বের করে সুখ-এ নিয়ে যান, এখন তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সদা যোগ যুক্ত থাকার এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলার আশ্রয় বার বার প্রতিটি বাচ্চাকে কেন দেওয়া হয়?

*উত্তরঃ - কারণ এখন অস্তিম বিনাশের দৃশ্য সামনে রয়েছে। কোটি কোটি মানুষ মরবে, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হবে। সেই সময় স্থিতি যাতে একরস থাকে, সব দৃশ্য দেখেও "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার" = শিকার ধরা পড়লে শিকারীর যেমন আনন্দ হয়) অনুভব হবে, তার জন্যে যোগযুক্ত হতে হবে। যে বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তারা আনন্দে থাকবে। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে আমরা তো পুরানো শরীর ত্যাগ করে নিজের সুইট হোমে ফিরে যাব।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সাথে কথোপকথন (রুহরিহান) করেন বা আত্মাদের (রুহ-কে) বোঝান, কারণ আত্মারা ভক্তি মার্গে অনেক স্মরণ করেছে। সবাই প্রেমিকা এক প্রিয়তমের। সেই প্রিয়তম শিববাবার চিত্র নির্মিত আছে। মানুষ তাঁর পূজা করে। তাঁর কাছে কি চাইবার আছে, তাও জানা নেই। পূজা তো সবাই করে, শঙ্করাচার্য-ও পূজা করতেন। সবাই তাঁকে অনেক বড় ভাবে। যদিও ধর্ম স্থাপকরাও আছে, কিন্তু তারাও পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে আসে। এখন সবাই শেষ জন্মে এসে পৌঁছেছে। বাবা বলেন ছোট হোক বা বড়, তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়েছে। আমি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমাকে ডাকা হয়েছে যে পতিত দুনিয়ায় এসো। কতখানি সম্মান দেওয়া হয়। পতিত দুনিয়া পরের রাজ্যে আসুন। নিশ্চয়ই দুঃখী হবে তবেই তো ডাকবে। গাওয়া হয়ে থাকে, দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা যখন, তখন নিশ্চয়ই ছিঃ ছিঃ পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরে আসতে হবে। তাও তমোপ্রধান শরীরে। সতোপ্রধান দুনিয়ায় আমাকে কেউ স্মরণও করে না। ড্রামা অনুযায়ী আমি সবাইকে সুখী করি। বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নিতে হবে যে সত্যযুগে নিশ্চয়ই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হবে, অন্য সংসঙ্গে তো শুধু শাস্ত্র পাঠ করে নীচে নামতে থাকে। পাঁকে পড়ে দুঃখী হয়। এটা হলই দুঃখধাম। ওটা হলো সুখধাম। বাবা কত সহজ করে বোঝান, কারণ অবলা নারীরা কিছুই জানে না। কেউ তো এই কথাও জানে না যে ফিরেও যেতে হবে অথবা সর্বদা পুনর্জন্ম নিতে হবে। এখন সব ধর্মের মানুষ আছে। সর্বপ্রথমে স্বর্গ ছিল তো একটি ধর্ম ছিল। সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। অন্য কারো বুদ্ধিতে এইসব কথা থাকবে না। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান হল সম্পূর্ণ আলোক। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা কোনো মন্দির ইত্যাদিতে যাবে তো তোমরা বলবে আমরা শিববাবার কাছে যাই। এই লক্ষ্মী নারায়ণে আমরা পরিণত হই। এইসব কথা অন্য সংসঙ্গে হয়না। সেসব হলো ভক্তিমার্গের কথা। এখন তোমরা রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো। মুনি ঋষিরা বলতেন আমরা জানি না। তোমরাও প্রথমে জানতে না। এই সময় সমগ্র বিশ্বে ভক্তি রয়েছে। এ হলো পুরানো দুনিয়া, অসংখ্য মানুষ এখানে। সত্যযুগ নতুন দুনিয়ায় তো একটি মাত্র অদ্বৈত ধর্ম ছিল, তারপরে হয় দ্বৈত ধর্ম। অনেক ধর্ম থাকলে তালিও বাজবে (মতভেদ হয়)। একে অপরের সঙ্গে থিট-থিট লেগেই আছে। ড্রামা অনুযায়ী এটাই নিয়ম। কাউকে পৃথক করবে তো যুদ্ধ হবে, পার্টিশন হবে। মানুষ নিজের পিতাকে না জানার দরুন পাথর বুদ্ধি হয়েছে। এই সময় বাবা বোঝান দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। এমন একজনও কেউ নেই যে জানে ঐদেরও রাজস্ব ছিল। তোমরা এখন বুঝেছো আমরা এখন দেবতায় পরিণত হচ্ছি। শিববাবা হলেন আমাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বিশিষ্ট ব্যক্তির চিঠিতে নীচে লিখে থাকেন ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বাবাও বলেন আমি হলাম ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট তো দাদাও বলেন আমি ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। আমি পুনরায় ৫ হাজার বছর বাদে প্রতি কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। বাচ্চাদের এসে সেবা করি। আমায় বলা হয় দূর দেশ নিবাসী.... এর অর্থও কেউ জানে না। এত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কিন্তু অর্থ বোঝে না। বাবা এসে সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই সময় হলো রাবণ রাজ্য। মানুষ পতিত হয়। এও ড্রামাতে আছে। বাচ্চারা, তোমাদের নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। যাকে "গার্ডেন অফ আল্লাহ" বলা হয়। কলিযুগে হলো কাঁটার জঙ্গল, সঙ্গম যুগে ফুলের বাগান তৈরি হচ্ছে। তারপরে তোমরা সেখানে সত্যযুগে সদা সুখী থাক। এভারহেলদি (সদা সুস্থ), এভারওয়েলদি (সদা ধনী) হয়ে যাও। অর্ধকল্প সুখ তারপরে অর্ধকল্প দুঃখ, এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এর কোনো শেষ নেই। সবচেয়ে বড়

হলেন বাবা, তিনি আসেন শান্তিধাম - সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমরা যখন সুখধামে যাও বাকিরা সবাই শান্তিধামে থাকে। অর্ধকল্প হল সুখের, অর্ধকল্প হল দুঃখের। তাতেও সুখই বেশি। যদি অর্ধেক অর্ধেক হতো তাহলে তাতে টেস্ট কি করে থাকতো। তোমরা ভক্তি মার্গেও খুব ধনী ছিলে। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা কত ধনী ছিলাম! ধনী ব্যক্তি যখন দেউলিয়া হয় তখন স্মরণ করে যে আমাদের কাছে কি কি ছিল, কত ধন ছিল। বাবা বোঝান ভারত বিতশালী (সাহকার) ছিল। প্যারাডাইস (স্বর্গ) ছিল। এখন দেখো কত গরিব হয়েছে। গরিবদের উপরে দয়া হয়। এখন একেবারেই কাণ্ডাল হয়ে গেছে। ভিক্ষা চাইছে। যারা সলভেন্ট ছিল এখন ইন্-সলভেন্ট হয়েছে। এও তো নাটক, বাকি যে ধর্ম আসে সব হল বাই-প্লট (মূল নাটকের সাথে সম্পৃক্ত এক বা একাধিক প্লট)। কত ধর্মের মানুষ বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম আছে। একজন আত্মা রুপী বাচ্চা সব ধর্মের হিসাব লিখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এইসব কথায় বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এও তো সময় নষ্ট করা হলো। এত সময় যদি বাবার স্মরণে থাকতে তো কিছু জমা হত। আমাদের মুখ্য কথা হলো - আমরা পুরো পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক হই। বাবা বলেন তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, তোমরাই তমোপ্রধান হয়েছে। ৮৪ জন্মও তোমরা নিয়েছো, এখন ফিরে যেতে হবে। বাবার কাছে বর্ষা নিতে হবে। তোমরা অর্ধকল্প বাবাকে স্মরণ করেছো, এখন বাবা এসেছেন, তোমাদের শুনানী হয়। বাবা পুনরায় তোমাদের সুখ ধামে নিয়ে যান। ভারতের উত্থান ও পতনের কথা যেন একটি কাহিনী। এখন এ হলো পতিত দুনিয়া। সম্বন্ধও হল পুরানো। এখন পুনরায় নতুন সম্বন্ধে যেতে হবে। এই সময় অ্যাক্টররা সবাই হাজির আছে। এটা অবশ্যম্ভাবী। আত্মা তো হলো অবিনাশী। আত্মার সংখ্যাই তো কত। তাদের কখনও বিনাশ হয় না। এত কোটি কোটি আত্মাদের প্রথমে ফিরে যেতে হবে। বাকি শরীর তো সবার শেষ হয়ে যায় তাই হোলিকা উৎসব পালন করা হয়।

তোমরা জানো আমরা পূজ্য ছিলাম পুনরায় পূজারী হয়েছি, আবার পূজ্য হই। সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না, না এই শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে। সব শেষ হয়ে যাবে। যারা যোগযুক্ত হবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তারা সব কিছু দেখবে। কিভাবে ভূমিকম্প সব শেষ হয়। খবরের কাগজেও ছাপা হয়, কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম শেষ হয়ে যায়। বস্বে এমন ছিল না। সমুদ্রকে শুকিয়ে গড়ে উঠেছে আবার সমুদ্র হয়ে যাবে। এই ঘর বাড়ি ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সত্যযুগে মিষ্টি জলের উপরে মহল থাকবে। নুন জলের উপরে হয় না। অর্থাৎ এইসব থাকবে না। সমুদ্রে এক বিশাল ঢেউ এলেই সব শেষ হয়ে যাবে। অনেক উপদ্রব হবে। কোটি কোটি মানুষ মরবে। খাদ্য বস্তু আনাজ ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে। তারাও জানে বিপদ তো আসবেই। মানুষ মরবে তখন যারা যোগযুক্ত থাকবে তারা সেই সময় আনন্দে থাকবে। "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" ("মিরুয়া মউৎ মলুকা শিকার")। বরফের বৃষ্টি হলে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। অনেক ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হবে। এইসব শেষ হয়ে যাবে। একে বলা হয় ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ, গডলি ক্যালামিটিজ বলা হবে না। গডকে দোষ কিভাবে দেবে। এমনও নয় শঙ্কর চোখ খোলেন তো বিনাশ হয়। এইসবই হল ভক্তিমার্গের কথা। শাস্ত্রে মুশলের কথা লিখেছে। তোমরা জানো এই সব মিসাইল্‌সের দ্বারা কিভাবে বিনাশ করা হয়। কিভাবে আগুন, বিষাক্ত গ্যাস সব তার মধ্যে দেওয়া থাকে। বাবা বোঝান - শেষ সময় যাতে সবাই নিমেষের মধ্যে মারা যায় কোনো বাচ্চার যেন দুঃখ না হয়, তাই ন্যাচারাল ক্যালামিটিজে সবাই মরবে। এইসব পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। আত্মা তো অবিনাশী, কখনও বিনাশ হয় না, আর না ছোট বা বড় হয়। শরীর সব এখানেই শেষ হবে। বাকি আত্মারা সব সুইট হোমে চলে যাবে। বাবা কল্প কল্প আসেন সঙ্গমযুগে, তোমরাও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই উঁচু থেকে উঁচু হও। বাস্তবে শ্রী শ্রী শিববাবাকে এবং শ্রী দেবতাদের বলা হয়। আজকাল তো দেখা সবাইকে শ্রী-শ্রী বলা হয়। শ্রীমতী অমুক, শ্রী অমুক। এবারে শ্রীমৎ তো একমাত্র বাবা-ই দেন। বিকারে গমন, এইটি কি শ্রীমৎ হতে পারে? এ হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া।

এখন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তবে খাদ দূর হবে। গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকো। স্ব-এর এখন বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের চক্র সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু এই অলঙ্কার তোমাদের দেওয়া যাবে না। আজ তোমরা নিজেদের স্বদর্শন চক্রধারী ভাবো কাল মায়া চড় লাগিয়ে দিলে জ্ঞান উড়ে যাবে তাই ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের মালাও তৈরি হতে পারে না। মায়া চড় লাগিয়ে অনেককে পতিত করে দেয়, তো মালা তৈরি হবে কিভাবে। দশার পরিবর্তন হতে থাকে। রুদ্র মালা ঠিক আছে। বিষ্ণুর মালাও আছে। বাকি ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারে না। বাবা বাচ্চাদের ডাইরেকশন দেন যে, দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। বাবা তো হলেন নিরাকার। তাঁর নিজস্ব শরীর তো নেই। এবং তিনি এসেছেন ব্রহ্মাবাবার বাণপ্রস্থ অবস্থায়। যখন তাঁর ৬০ বছর বয়স। বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরুর কাছে দীক্ষা নেয় মানুষ। আমি হলাম সন্ন্যাসী, কিন্তু গুপ্ত বেশে। তারা হল ভক্তির গুরু, আমি হলাম জ্ঞান মার্গের। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখো অনেক বাচ্চা আছে। বুদ্ধি সীমিত থেকে বেরিয়ে অসীমে চলে গেল। মুক্তিতে গিয়ে তারপরে জীবনমুক্তিতে আসে। তোমরা প্রথমে আসো অন্যরা পরে পিছনে আসে। প্রত্যেককে প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ ভোগ

করতে হয়। এ হল ওয়ার্ল্ড ড্রামা। তবেই তো বলা হয়, অহো প্রভু তোমার লীলা.....। তোমাদের বুদ্ধি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পরিক্রমা করে। তোমরা হলে লাইট হাউস, পথ বলে দিয়ে থাক তোমরা। তোমরা বাবার বাচ্চা, তাইনা! বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। ট্রেনে যাত্রার সময়ে তোমরা বোঝাতে পারো - অসীম জগতের (বেহদের) বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, ভারতে স্বর্গ ছিল। বাবা আসেন ভারতে। শিব জয়ন্তীও ভারতে পালন করা হয়। কিন্তু কখন হয়, সে'কথা কেউ জানে না। তিথি তারিখ কোনোটাই নেই। কারণ তিনি গর্ভ দ্বারা জন্ম নেন না। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, পবিত্র ছিলে তারপরে অশরীরী হয়ে যাবে। মামেকম স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) লাইট হাউস হয়ে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। বুদ্ধি সীমিতের প্রতি না রেখে অসীমের প্রতি রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই এই বাণপ্রস্থ অবস্থায় সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের সময় নষ্ট করবে না।

বরদানঃ:- সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ডকে দেখা দাগহীন ডায়মন্ড ভব
বাপদাদার শ্রীমৎ হল ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ডকে দেখো। যদি কোনও আত্মা কালো কয়লা, একদম তমোগুণী হয় কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তাদের কালোভাব কম হয়ে যাবে। অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত যত জনের সম্বন্ধে সম্পর্কে আসো, শুধু ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ডকেই দেখতে থাকো। কোনও বিঘ্ন অথবা স্বভাবের বশীভূত হয়ে ডায়মন্ডের উপর যেন কোনও দাগ না লাগে। যদি অনেক প্রকারের পরিস্থিতির বিঘ্ন আসে কিন্তু তোমরা এত পাওয়ারফুল হও যাতে তার প্রভাব তোমাদের উপর না পরে।

স্লোগানঃ:- মন আর বুদ্ধিকে মনমত থেকে সদা খালি রাখাই হলো আত্মাকারী হওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন-

যেরকম মহাকাশযান অনেক উঁচুতে ওঠার কারণে পৃথিবীর চিত্র যেখান থেকে খুশী তুলতে পারে, এইরকম সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা অন্তর্মুখীতার গুহায় বসে সাইলেন্সের গভীর অনুভব করো, এই অনুভূতি ডবল লাইট ফরিস্তা বানিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন শান্তি এবং সুখের টাওয়ারে যেতে হবে, তাই নিজের স্বভাব আর ক্যারেক্টারকে সংশোধন করো এবং পুরানোকে পরিবর্তন করো"

*প্রশ্ন:- বুদ্ধি রিফ্রেশ রাখার যুক্তি কি?

*উত্তর:- বাবা যা শোনান তার মন্বন করো, বিচার সাগর মন্বন করলে বুদ্ধি সবসময় রিফ্রেশ হয়ে যায়। যে সর্বদা রিফ্রেশ থাকে, সে অন্যেরও সেবা করতে পারে। তার ব্যাটারি সবসময় চার্জড হতে থাকে, কেননা বিচার সাগর মন্বন করলে সর্বশক্তিমান বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে যায়।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও...

ওম্ শান্তি। এই গানও মানুষেরই গাওয়া। মানুষ কিন্তু এর অর্থ কিছুই জানে না। তারা যেমন অন্য সব প্রার্থনা করে, তেমনি এও এক প্রার্থনা মনে করে। পরমাত্মাকে তারা জানে না। পরমাত্মাকে যদি তারা জানতে পারে তাহলে সবকিছুই জেনে যায়। তারা কেবল পরমাত্মা বলে দেয় কিন্তু তাঁর জীবনের কিছুই জানে না। তাহলে তো নেত্রহীনই হলো, তাই না। তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো তাই তোমাদের ত্রিনেত্রী বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ যদিও ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিমূর্তি এমন শব্দ বলে থাকে, কিন্তু তারা অর্থ কিছুই জানে না। তারা যেমন বলে, সায়েন্স আর সাইলেন্সের নিজেদের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে! তারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কিন্তু উত্তর নিজেরাই জানে না। তারা বলে ওয়ার্ল্ড পীস (পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন) হোক, কিন্তু তা কবে হয়েছিলো? কে স্থাপন করেছিলেন? কিছুই তারা জানে না। তারা কেবলই জিজ্ঞেস করে, তাহলে সব জানে এমন কেউ তো চাই, যিনি জানাবেন। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন যে, এইসব খেলা বানানো আছে। টাওয়ার অফ পিস, সুখের টাওয়ার, সবারই টাওয়ার হয়, শান্তির টাওয়ার হলো মূলবতন, যেখানে আমরা আত্মারা থাকি তাকে বলা হবে টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এরপর সত্যযুগে থাকবে টাওয়ার অফ সুখ, টাওয়ার অফ পীস প্রস্ফারিটি। মুখে এমন কেউই বলবে না যে, আমাদের আত্মাদের ঘর মুক্তিধাম। এইসব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন, টিচার হলে এমনই হওয়া উচিত। তিনি হলেন টাওয়ার অফ নলেজ। তিনি তোমাদেরও শান্তি আর সুখের টাওয়ারে নিয়ে যান। এ হলো টাওয়ার অফ দুঃখধাম। সমস্ত বিষয়েই এখন মানুষ দেউলিয়া। পবিত্রতা, সুখ, শান্তির অবিদ্যার উত্তরাধিকার তোমরা এই সাময়িক পাও। বাঃ রে এই সঙ্গম যুগ, একে কল্যাণকারী যুগ বলা হয়। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে। সে হলো সুখের টাওয়ার। আর পরমধাম হলো শান্তির টাওয়ার। এ হলো দুঃখের টাওয়ার। এখানে অঁখে দুঃখ। সমস্ত দুঃখ এসে এখানে একত্রিত হয়েছে। মানুষ বলে না যে, দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো, যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়, তখন মানুষ কতো গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখন অল্প সময় বাকি আছে। স্মরণের যাত্রাতে বাচ্চাদের সময় লাগে। অনেকেই আছে যারা সম্পূর্ণ বোঝে না। বিন্দু বোঝালে, কি বোঝে। আরে, আত্মা যেমন, পরমাত্মাও ঠিক তেমনি। আত্মাকে তো তোমরা জানো, আত্মা হল লাকি নক্ষত্র। আত্মা সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম। আত্মা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এইসব কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন। এইসব কথায় বিচার সাগর মন্বন করলেও বুদ্ধি রিফ্রেশ হয়ে যায়। যেখানেই যাও মনে করবে টাওয়ার অফ শান্তি, টাওয়ার অফ সুখ, টাওয়ার অফ পবিত্রতা আছেই নিউ ওয়ার্ল্ডে। তোমাদের পুরানো স্বভাব, ক্যারেক্টার পরিবর্তন করে বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক করেন। মানুষ যদিও গুনগান করে, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না। সিঁড়িতে তো নীচে নেমেই এসেছে। যদিও নিজেকে শাস্ত্রের অর্থটি মনে করে, তবুও তাদের নামতেই হবে। সকলের আত্মাই প্রথমে সত্যপ্রধান থাকে, তারপর ধীরে ধীরে ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়, এইসময় সকলের ব্যাটারি শেষ। এখন আবার ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। বাবা বলেন "মনমনাভব।" নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে আর ব্যাটারিও পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা এখন অনুভব করছো যে আমাদের ব্যাটারি পূরণ হচ্ছে। কারোর কারোর এই পূরণও হয় না। শুধরানোর পরিবর্তে আরো খারাপ হয়ে যায়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাও করে যে, বাবা আমরা কখনো বিকারে যাবো না, আপনার থেকে ২১ জন্মের অবিদ্যার উত্তরাধিকার তো অবশ্যই নেব, তবুও তারা নেমে যায়। বাবা বলেন যে, কাম বিকার জয় করলে তোমরা জগৎ জিৎ হয়ে যাবে। তবুও যদি বিকারে যাও তাহলে সমস্ত জ্ঞানই নষ্ট হয়ে যাবে। এই কাম হলো মহাশত্রু। একজন অন্যজনকে দেখলে কামের আগুন জ্বলে ওঠে। বাবা বলেন তোমরা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো, এখন তোমাদের সুন্দর (গোরা) হতে হবে। বাচ্চারা, এই বাবা-ই তোমাদের

বুঝিয়ে বলেন। এই পড়াতেই তোমাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়। বাবা সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষেরও (ঝাড়ের) বর্ণনা করেন। এ হল কল্প বৃক্ষ। মনুষ্য সৃষ্টির নানা গাছ। একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। কতো বিভিন্ন ধরনের ধর্ম। এতো কোটি আত্মা এই অবিনাশী পার্ট পেয়েছে। একজনের অপরজনের মতো পার্ট হয় না। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। তোমরা বিচার করো যে, এখানে কতো আত্মা। একটা মাছের খেলনা আছে না, তারের উপর থেকে নীচে নামতে থাকে, এও তেমনই। আমরাও এই নাটকের সূত্রে বাঁধা। এমনই নামতে নামতে এই কল্প এসে সম্পূর্ণ হয়েছে, এরপর আবার উপরে যাবে। এই জ্ঞানও বাচ্চারা এখনই পায়। উপর থেকে আত্মারা আসে তারপর নম্বর অনুসারে যুক্ত হয়ে যায়। এই খেলায় তোমরা হলে পার্টধারী। মুখ্য তো ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর এবং অ্যাক্টর। মুখ্য তো হলেন শিববাবা। এরপর কোন্ অ্যাক্টর? ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। ভক্তিমার্গের মানুষ অনেক চিত্র বানিয়েছে কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। তারা লাখ বছর বলে দেয়। বাবা এখন এসে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, সত্যযুগে এই জ্ঞান আমাদের থাকবে না। এখানে যেমন কারবার চলে, ওখানে তেমনি পবিত্রতা, সুখ, শান্তির রাজধানী চলবে। বাবাও কতো আশ্চর্য, এত ছোটো বিন্দু। তোমাদের আত্মার মতো এনার(ব্রহ্মা বাবা) আত্মাও বাবার থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিচ্ছে। বাবা কখনোই বড় হবেন না। তিনিও বিন্দু। তোমাদের আত্মা, যা বিন্দু, তাতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হচ্ছে। এই জ্ঞান আবার পরের কল্পে বাবা দেবেন। রেকর্ড যেমন ভরা থাকে, তা আবার রিপিট হয় তেমনই আত্মার মধ্যেও সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল কোনো ঘটনা ঘটলে তাকে নেচার বলা হয়। এই অনাদি ড্রামার পার্ট থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। সকলকেই এই পার্ট প্লে করতে হবে। এ অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল কথা, যে খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে পারে তার খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। তোমরা কতো স্কলারশিপ পাও। তাই তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। অন্যদেরও নিজের মতো বানাতে হবে। তোমরা সকলেই টিচার। টিচার তোমাদের পড়িয়ে নিজের তুল্য টিচার বানান। এমন নয় যে তোমাদের গুরু হতে হবে। তা নয়। তোমরা টিচার হও কারণ তোমরা রাজযোগ শেখাও এরপর তোমরা চলেও যাবে। এও তোমরা জানো। ওরা তো জানেও না তাই সঙ্গতিও দিতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা তো এক বাবাই, তাই না। তিনিই উদ্ধারকর্তা এবং গাইড। তোমরা যখন ওখান থেকে আসো, তখন বাবা কিন্তু গাইড হন না। বাবা এখনই তোমাদের গাইড হন। তোমরা যখন ঘর থেকে আসো, তখন সেই ঘরকেই ভুলে যাও। এখন তোমরাও হলে গাইড, পান্ডা। তোমরা সকলকেই পথ বলে দাও। অশরীরী ভব। তোমাদের নামও হলো পাণ্ডব সেনা। তোমরা তো শরীরধারী, তাই না। যখন একা থাকবে, তখন সেনা বলবে না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যখন মায়ার উপর জয়লাভ করো তখন তোমাদের সেনা বলা হয়। ওরা লড়াইয়ের কথা লিখে দিয়েছে। এ হলো অসীমের (বেহদের) কথা। ওরা সন্মেলন ইত্যাদি করে, সংস্কৃত ইত্যাদির কলেজ খোলে। কত খরচ করে। খরচ করতে করতে যেন খালি হয়ে গেছে। সোনা, রূপা, হীরে সব শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের জন্য আবার সব নতুন করে হবে। তাই বাচ্চারা, চলতে ফিরতে তোমাদের খুব খুশীতে থাকার প্রয়োজন। বাবাকে আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের পার্টও চলতে থাকবে। কখনোই বন্ধ হবে না। বাবা বোঝান যে, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না। ৮৪ জন্মের হিসেবও বাবা তাদেরই বলেন যারা প্রথমের দিকে আসে। বাচ্চারা, তোমরা অগাধ সুখ পাও। টাওয়ার অফ হেল্থ, ওয়েলথ এবং হ্যাপিনেস, তাই কত নেশা থাকা উচিত। বাবা আমাদের বেহদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। যত তোমরা কাছে আসতে থাকবে, ততই সমস্যা আসবে। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ তো বৃদ্ধি হতেই থাকবে। গাছ যদি দুর্বল হয়, তাহলে ঝড় এলেই সহজেই পড়ে যায়। এ তো হতেই হবে।

তোমাদের এইম অবজেক্টের চিত্র সামনে রয়েছে। তোমরা আর কোনো চিত্র রাখতে পারো না। ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক চিত্র রাখে। জ্ঞানমার্গে হলো একজন। সেই জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাকি বিন্দুর চিত্র কি বের করা হবে। আত্মা তো তারা তাই না। এও বোঝার কথা। আত্মাকে এই দুই চোখে দেখতে পারে না। অনেকেই বলে যে বাবা আমার যেন সাক্ষাৎকার হয়, বৈকুণ্ঠ যেন দেখতে পাই কিন্তু এই দেখলেই মালিক হওয়া কখনো সম্ভব হয় না। মানুষ বলে থাকে, অমুকে স্বর্গে গেছেন কিন্তু স্বর্গ কোথায়, তা কেউই জানে। যে আত্মারা স্বর্গে গেছে তারাই বলতে পারবে। আত্মার তো সব স্মরণে থাকে, তাই না। এখন তোমাদের উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা পড়াচ্ছেন, যাতে তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু পদ পান। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা অবশ্যই নর থেকে নারায়ণ হবে।

যারা শান্তি চাইছে, তোমাদের কাজ হলো তাদের বোঝানো। কেউ কেউ আবার বোঝেও যে এরা ঠিক বলছে। সেই সময়ও একদিন আসবে, যেমন লেখা ছিলো কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জ্ঞানের বাণ মেরেছিল। বাকি এমন নয় যে, অর্জুন বাণ মেরে গঙ্গা বের করেছিলেন। মানুষ এমন এমন গল্প শুনে বলে দেয় যে এখান থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো। তারা গোমুখও বানিয়েছিলেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছে যে তোমাদের স্মরণও রয়েছে। সে হলো জড় দিলওয়ারা মন্দির

আর এ হলো চৈতন্য । ওখানে ওপরে বৈকুণ্ঠ দেখানো হয়েছে । নীচে তপস্যারত মানুষ আর উপরে রাজত্বের চিত্র, তাই সবাই মনে করে স্বর্গ উপরে । যারা বোম্বস বানিয়েছে তারাও মনে করে, এ আমাদের বিনাশের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে । তারা বলে, এমন করলে অবশ্যই বিনাশ হবে । এমন লেখাও আছে যে, মহাভারী লড়াইতে এমন হয়েছিলো, সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো । সত্যযুগে হলোই এক ধর্ম, তাহলে নিশ্চই অন্য সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে । বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, ড্রামার নিয়ম অনুসারে ভক্তি করতে করতে মানুষ নীচে নেমেই আসে । বাস্তবে এখানে কোনো আশীর্বাদ ইত্যাদির কথা নেই । ড্রামাতে যা বানানো আছে, তাই হয় । এমন অদ্ভুত কোনো ঘটনা ঘটে গেলে মানুষ বলে দেয়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছা । তোমরা এমন কথা বলবে না । তোমরা তো বল, এ হলো ড্রামার ভবিষ্যৎ । তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবে না । ঈশ্বরেরও এই ড্রামাতে পার্ট আছে । সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে একথা বাবাই বুঝিয়ে বলতে পারেন । বাবাই তো পূর্ণ জ্ঞানী । মানুষ মনে করে যে, তিনি সকলের মনের কথা জানতে পারেন কিন্তু আমরা যা করি তার দণ্ড তো অবশ্যই আমাদেরই ভোগ করতে হবে । বাবা কখনোই বসে দণ্ড দেবেন না । এ অটোমেটিক বানানো এক ড্রামা, যা চলেই আসছে । এর আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন । তোমরা আবার অন্যদেরও বুঝিয়ে বলো । বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, তোমাদের অবস্থা যেন এমন হয় যে, শেষ সময়ে কিছুই মনে না আসে । নিজেদের আত্মা মনে কর, একেই বলা হয় কর্মজীত অবস্থা । আত্মা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো । টিচার হয়ে অন্যদেরও রাজযোগ শেখাও । গাইড হয়ে সবাইকে ঘরের রাস্তা দেখানোর সেবা করো ।

২) সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে নিজের ব্যাটারি চার্জ করতে হবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরে কখনোই কামের কাছে পরাজিত হবে না ।

বরদান:- সেবা-ভাব থেকে সম্পন্ন হয়ে প্রত্যেক আত্মাকে প্রাপ্তির মেওয়া-র অনুভব করিয়ে সত্যিকারের সেবাধারী ভব
সত্যিকারের সেবাধারী হলো সে, যে সকল আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা রাখে । সে কেবল স্পীচ (বক্তৃতা) করে না, কিন্তু সেবা ভাবের দ্বারা সকলের প্রতি খুশীর ভাবনা, শক্তিগুলির প্রাপ্তির ভাবনা, উৎসাহ উদ্দীপনার ভাবনা রেখে সহযোগের অনুভূতি করায় । সেবার দ্বারা তাদের প্রাপ্তির মেওয়া-র অনুভব করিয়ে দেওয়া - এটাই হলো সত্যিকারের সেবা । এইরকম সেবাতে তপস্যা সমাহিত হয়ে আছে ।

স্লোগান:- বাবার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য স্নেহী, সুপুত্র, আঙুকারী বাচ্চা হও ।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যত যত তোমরা অন্তর্মুখী সুইট সাইলেন্স স্বরূপে স্থিত হতে থাকবে, ততই নয়নের ভাষা, ভাবনার ভাষা আর সংকল্পের ভাষাকে সহজেই বুঝতে পারবে, এই ভাষাই হল আত্মিক যোগী জীবনের ভাষা । তোমাদের সাইলেন্স পাওয়ার সায়েন্সের থেকেও অনেক উঁচু । যেরকম সায়েন্স প্রত্যক্ষ ফ্রফ দেখায়, সেইরকম সাইলেন্স পাওয়ারের প্র্যাক্টিক্যাল ফ্রফ হল তোমাদের সকলের ডবল লাইট ফরিস্তা জীবন । যখন এতসব প্র্যাক্টিক্যাল ফ্রফ দেখা যাবে তখন না চাইতেও সকলের দৃষ্টি তোমাদের প্রতি যাবে আর জয় জয়কারের ধ্বনি বেজে উঠবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;